৪র্থ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
[illegible] ২৫, ফোন ঃ [illegible] ৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ [illegible]

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٤ عدد:٤، شوال و ذوالقعدة ١٤٢١هـ/يناير ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ [illegible] ট্রাস্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত ঝুনাগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, চাপানী, নীলফামারী।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh devoted to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

- শেষ প্রচ্ছদ ঃ [illegible]
- দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ [illegible]
- তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ ২,০০০/=
- [illegible]
- [illegible] ৮০০/=
- [illegible] ৫০০/=
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

[illegible] যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
[illegible] সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
[illegible] পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক
[illegible] আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার
[illegible] রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly AT-TAHREEK
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Editor: [illegible]
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
[illegible] Regd. Post Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Airport Road) P. O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525. Ph : (0721) 761378, 761741

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
শাওয়াল ও যিলক্বদ	১৪২১ হিঃ
পৌষ ও মাঘ	১৪০৭ বাং
জানুয়ারী	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআন** ০৩
- **প্রবন্ধঃ**
  - সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা ০৭
    - শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
  - হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রতিশ্রুতি ১১
    -কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী
  - আল্লাহ্‌র চাবুক ১৬
    - মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
  - আমি কেন আহলেহাদীছ হ'লাম? ১৮
    - রশীদ আহমাদ
  - ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ ২২
    - ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- **অর্থনীতির পাতা**
  - পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম ২৭
    - শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৩৪
  - (১) পশুর কৃতজ্ঞতাবোধ (২) হাতেমের মহত্ত্ব
    - মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
    (৩) ধারণা করা ঠিক নয় - মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
- **কবিতা** ৩৬
  - আহ্বান *-মুহাম্মাদ বায়েছ আলী আখন্দ*
  - বন্যা কবলিত সাতক্ষীরা - ইসহাক্ব হোসাইন
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৭
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
- **প্রশ্নোত্তর** ৫০

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ভাল আছিঃ

জনৈক ভদ্রলোক ভাগিনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভগ্নির বাড়ীতে গেছেন সান্ত্বনা দেবার জন্য। শোকার্ত লোকজনে ভরপুর বাড়ীর বাইরে বিষণ্ন ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা। যথারীতি সালাম বিনিময়ের পর অভ্যাসবশতঃ জিজ্ঞেস করলেন, ভাই কেমন আছেন? বোনাই জবাব দিলেন, ভালো আছি। যদিও ঘরে তখনও রয়েছে তার মৃত সন্তানের লাশ। প্রিয় পাঠক! আপনি যদি অনুরূপ জিজ্ঞেস করেন, তাহ'লে আমরাও বলবঃ ভাল আছি। কিন্তু আসলেই কি ভাল আছি? একবার কি তাকিয়ে দেখবেন আমাদের ঘরের মধ্যকার করুণ দশা! সভ্যতা-ভদ্রতা-মানবতা-ন্যায় বিচার সবকিছু মরে লাশ হয়ে আমাদের ঘরে পড়ে আছে। যা এখন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে দেশ ও বিদেশে। প্রথমেই দেখা যাক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে। সেখানে চলছে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম। চলছে ঘুষ সন্ত্রাস, বখশিশ সন্ত্রাস, ভাউচার সন্ত্রাস, টেলিফোন সন্ত্রাস, টেণ্ডার সন্ত্রাস, ইনকাম ট্যাক্স সন্ত্রাস, অপহরণ ও মুক্তিপণ সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি রয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাস। অতঃপর রয়েছে চাঁদাবাজি। নিজের জমিতে নিজের হালাল টাকায় বাড়ী করবেন, সেখানেও দিতে হবে মাস্তানী চাঁদা ও তাদের নেপথ্য নায়ক এলাকার নেতারূপী গডফাদারদের অদৃশ্য চাঁদা ও সেই সাথে রয়েছে সাদা-খাকী-নীল পোষাকীদের নিয়মিত মাসোহারা ও এককালীন চাঁদা। যাবেন রাজনৈতিক ময়দানে? সেখানে মস্তান ও সন্ত্রাসীদের কদর বেশী। কারণ লোভ ও ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা এযুগের ট্রাডিশন। ফলে শান্তিপ্রিয় জনগণ ভোটের ব্যাপারে হতাশ। প্রিজাইডিং অফিসার টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন এমন ছবি পত্রিকায় আসছে। অথচ পরে জানানো হচ্ছে ৭০/৮০ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন। অতএব বিষয়টি বুঝতেই পারছেন...। সবকিছুই 'ওপেন সিক্রেট'।

চলুন ব্যবসা ক্ষেত্রে। সেখানে দেখবেন অব্যাহত চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠেছে। ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তায় মিছিলে নেমেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মালামালে দেশের মার্কেট সয়লাব হয়ে গেছে। ফলে দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বন্ধের পথে।

চলুন সমাজ জীবনে। মানীর মান সেখানে নেই। গল্পে পড়া হবু-গবুর রাজ্যের ন্যায় আমাদের সমাজেও যেন তেলে-ঘিয়ে সমান দর। ফলে যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ায় মেধা পাচার শুরু হয়ে গেছে। জ্ঞানী-গুণী মেধাবী যারা, তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং আর যাতে দেশে না ফিরতে হয়, সেই চেষ্টা করেন। সংসারের মায়া ছেড়ে বিদেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'পয়সা রোজগার করে যেমনি কেউ বাড়ী ফেরেন, অমনি চাঁদাবাজ অথবা সন্ত্রাসীর খপ্পরে পড়ে সবকিছু এমনকি জীবনটাও তার খোওয়াতে হয়। দেশের বিমানবন্দর থেকেই হয়তবা সবকিছু লোপাট হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা এখন ক্রমেই প্রকট হচ্ছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা! হায় শিক্ষা ব্যবস্থা! যদি তোমার সঙ্গে যুক্ত না থাকতাম, তাহ'লেই ভাল থাকতাম। নকল করতে না দিলে শিক্ষক ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের ছাত্র ও অভিভাবকদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হ'তে হয়। তবুও মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্ররা যতটুকু শিখে আসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা সেটুকুও হারায়। যদিও শেষ পর্যায়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কমপক্ষে সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে প্রায় সবাই পার হয়ে যায়। ভাইভ্যাতে কেবল এ্যাটেণ্ড করলেই ছাত্রকে ৫০% মার্ক দিতে হয়। এটাই এখন ট্রাডিশন, এটাই নাকি কনভেনশন।

চলুন দ্বীনের বাজার। সেখানে দেখবেন দ্বীনী শিক্ষায় বেদ্বীনী প্রবেশ করেছে। সরকারী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে অফিসার-কর্মকর্তা যারা আছেন, তাদের নামে শোনা যায় কচকচে নোটের রমরমা বাতেনী ব্যবসা। ঘুষ হারাম তাই তারা বখশিশ নেন। দ্বীনী শিক্ষার উন্নতি তাদের লক্ষ্য নয়। বরং লক্ষ্য অন্য কিছু। দেশের কলীজা বলে অভিহিত সচিবালয় পর্যন্ত একই রোগে আক্রান্ত। সেখানকার দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত নাকি পয়সা না পেলে কথা বলে না। প্রবাদ আছে, 'মাছের মাথায় আগে পচন ধরে'। এখন তাই-ই হচ্ছে।

বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচারক ও বিচার প্রাপ্তির স্বাধীনতা- এসবই সংবিধানের কথা। বাস্তবে বড়ই করুণ। গণতন্ত্রের নামে সরকারী ও বিরোধী দলীয় সমাজ ব্যবস্থার যুপকাষ্ঠে সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। ভাল-মন্দ সবকিছুই এখন দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে। শাসন বিভাগের অধীনস্থ বিচার বিভাগ লাঠির ভয়ে আতংকিত। ফলে নির্দলীয় শিক্ষক, সাংবাদিক ও বিচারকগণ এদেশের সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। যারা মার খান, কিন্তু মার দিতে জানেন না। বিবেকের দংশনে তারা জর্জরিত হন, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থা ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের। ইসলাম এদেশের স্বাধীনতার ও স্বাধীনভাবে টিকে থাকার মূল চেতনা। ইসলাম বা ইসলামী চেতনা মুছে দিতে পারলেই দেশের সীমানা মুছে দেওয়া ও উভয় বাংলা এক হয়ে যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা দূরে বসে কলকাঠি নাড়ছেন, তারা ঠিকই টার্গেট করেছেন ও সে লক্ষ্য হাছিলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এন,জি,ও-দের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছেন। Offense is the best defence 'আক্রমণ হ'ল সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা' এই থিয়োরীর আলোকে গোয়েবল্সীয় কায়দায় দেশের নিরাপোষ ইসলামী চেতনা সম্পন্ন প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে তার স্বরে চিৎকার দিয়ে তাদেরকে হামলার টার্গেট বানানো হচ্ছে। অন্যেরা দেশ বিক্রি করার ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যভাবে করলেও সেদিকে নজর নেই। পবিত্র কুরআনের (সূরা ত্বীন-এর) প্যারোডী রচনাকারীরা, কুরআনকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপকারীরা, কুরআন-বিকৃতির দাবীদাররা, দেশের অভ্যন্তরে পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদাররা বুক ফুলিয়ে রাজধানীতে মিছিল করছে। তারা সবাই দেশপ্রেমিক। আর দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী কেবল তারাই যারা ওদের রাষ্ট্রবিরোধী চক্রজাল ছিন্ন করে ও ওদের মুখোশ উন্মোচন করে বক্তব্য রাখে ও কলম ধরে। ইসলামপন্থীরা নাকি দেশকে আবার পাকিস্তান বানাবে। অথচ একটা কচি শিশুও বুঝে যে, আড়াই হাযার মাইল দূরের একটা দেশের সঙ্গে মিলে যাওয়া আর কখনোই সম্ভব নয়। বরং ২৩ গুণ বড় ও তিনদিক দিয়ে বেষ্টনকারী প্রতিবেশী দেশটির বিশাল গহ্বরে নিমেষে হারিয়ে যাওয়াই সম্ভব। দুর্মুখরা বলে যে, নেতারা যা বলেন তার উল্টাটাই বুঝতে হয়। কেননা এদেশে অন্ধ ছেলের নাম 'পদ্মলোচন', আর ঘোলা পানির একটা নদীর নাম 'কপোতাক্ষ'।

ঈদ চলে গেল। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮ লাখ বন্যাদূর্গত বানভাসি ভাই-বোনদের ভাগ্যে কি ঈদ হয়েছে? দেড় লাখ বানভাসি আজও ঘরে ফিরতে পারেনি। রাস্তার ধারে পলিথিনের নীচে কোনরকমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। শেষ আশ্রয় নিজের ঘরটুকু হারিয়ে আজ তারা রাস্তার অধিবাসী। অথচ দু'দিন আগে তাদের সব ছিল। তাদের ও আরো যারা রাস্তা ও বস্তির বাসিন্দা, সেই সব অসহায় ভাই-বোনদের ভাষাহীন বোবা-কান্না কে শুনবে? কনকনে শীতে ঠকঠক করে কাঁপা ঐ হাড্ডিসার রোগজর্জর মানুষগুলির পাংশু মুখের দিকে মনের চোখ দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন, আর জিজ্ঞেস করুনঃ আপনারা কেমন আছেন? হয়তবা অভ্যাস বশে তারাও বলবে, ভাল আছি। কিন্তু আসলেই কি তারা ভাল আছেন? জবাব দেবার দায়িত্ব যাদের তারা কুম্ভকর্ণ। তাই বুকফাটা আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তবুও বলি আমরা ভাল আছি। আগামী বছর আরো ভাল থাকার আশা রাখি। আল্লাহ্র রহমত থেকে মুমিন কখনোই নিরাশ হয় না। সোনালী ভবিষ্যতের আশায় তাই বুক বাঁধলাম। আল্লাহ তুমি আমাদের সহায় হও- আমীন!! (স.স.)।

দরসে কুরআন

নুযূলে কুরআন ও ঈ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞

(১) নিশ্চয়ই আমি একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে (২) আপনি কি জানেন ক্বদরের রাত্রি কি? (৩) ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (৪) সেই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে (৫) শান্তিময় সেই রজনী; তা ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে *(সূরায়ে ক্বদর)*।

'লায়লাতুল ক্বদর' অর্থঃ মহিমান্বিত রজনী। এই রাত্রি মহিমান্বিত কেন? এ রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? কারণ এরাতেই নাযিল হয়েছিল বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের চিরন্তন পথনির্দেশ হিসাবে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস আল-কুরআনুল হাকীম। আর নুযূলে কুরআনের বরকতেই এ রাতটি 'লায়লাতুল ক্বদর' বা মহিমান্বিত রজনী হিসাবে অভিহিত হয়েছে।

এক্ষণে প্রশ্নঃ মহিমান্বিত এই রজনীটি কোন্ মাসের অন্তর্ভুক্ত? আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ। 'রামাযানের মাস যাতে নাযিল হয়েছে কুরআন...' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। বুঝা গেল যে, কুরআন রামাযান মাসেই লায়লাতুল ক্বদরে নাযিল হয়েছে। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, ঐ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তা সঙ্গত কারণেই অগ্রহণযোগ্য। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই 'লওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য লিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা বান্দার রিযিক, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাদের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণের নিকট হ'তে।

তিনি বলেন, সূরায়ে দুখানে যে বলা হয়েছে, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ- 'আমরা উহাকে নাযিল করেছি একটি পবিত্র রজনীতে এবং আমরা তো সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৩-৪)*। উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্র রজনী' অর্থঃ লায়লাতুল ক্বদর, যা সূরায়ে ক্বদরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'আমরা উহাকে 'ক্বদর রজনীতে নাযিল করেছি'।[১]

আল্লাহ বলছেন রামাযান মাসের ক্বদর রজনীতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার হেরা গুহাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে প্রথম কুরআন নাযিলের সূত্রপাত হচ্ছে إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে।[২]

এ বিষয়ে 'আত্বিয়া ইবনুল আসওয়াদ রঈসুল মুফাস্‌সেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, কুরআন সর্বপ্রথম একত্রে ২৪শে রামাযানে (দিবাগত রাতে) লায়লাতুল ক্বদরে দুনিয়ার আসমানে 'বায়তুল ইযযাতে' নাযিল হয়। অতঃপর সেখান থেকে ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল সম্পন্ন হয়'।[৩] ইবনু জারীর-এর বর্ণনায় বায়তুল মা'মূর-এর কথা এসেছে।[৪]

এক্ষণে প্রশ্নঃ লায়লাতুল ক্বদর তাহ'লে কোন্ রাত? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ কর'।[৫] এরপরেও প্রশ্ন থেকে যায় পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন রাত অন্য প্রান্তে তখন দিন। তাহ'লে ক্বদরের রাত্রি একেক প্রান্তে একেক সময় হবে? এর জবাব এই যে, আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকব, সেই প্রান্তের হিসাবেই বেজোড় রাত্রিতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করব।

---

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ ছাপা ১৯৮৮) ৪/১৪৮।*
২. *সুলায়মান মনছূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/৪৭।*
৩. *মুহাম্মাদ ইবনু নছর, ত্বাবারাণী, ইবনু আবী হাতেম, ইবনু মারদুবিইয়াহ, বায়হাক্বী প্রমুখ একে 'ছহীহ' বলেছেন।*
৪. *শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস, ২য় সংস্করণ ১৩৮৩/১৯৬৪) ১/১৮৩-৮৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২২।*
৫. *বুখারী, মিশকাত হা/২০৮৩।*

এতদ্ব্যতীত সম্ভব হ'লে আমরা রামাযানের শেষ দশক একটানা মসজিদে এ'তেকাফে রত থাকব। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থাকতেন এবং একটানা ইবাদতের কঠিন কষ্ট সহ্য করতেন।[৬] এটা করলে লায়লাতুল ক্বদর যখনই হৌক ইনশাআল্লাহ আমাদের ভাগ্যে ধরা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هذا الشَّهر قد حضركم، وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِمَها فقد حُرِمَ الخيرَ كلَّه، ولا يُحرَمُ خَيْرَهَا إلا كلُّ محروم 'এ মাসটি তোমাদের নিকটে হাযির হয়েছে। এমাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি সেটা থেকে মাহরূম হ'ল, সে ব্যক্তি সকল কল্যাণ থেকে মাহরূম হ'ল। আর এই রাত্রির কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় কেবলমাত্র বঞ্চিত লোকেরাই'।[৭]

উল্লেখ্য যে, এরাতটিকে উহ্য রাখার মধ্যে হিকমত এটাই যে, যাতে এ মহান রাতটি অলস বান্দাদের হাতে আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয়ে পড়ে। কেননা ঝোঁকে পড়ে একরাত ইবাদত করার লোকের অভাব কোন কালেই হয় না। কিন্তু ইসলামের উদ্দেশ্য সেটা নয়। বরং বান্দা নিয়মিত ও সত্যিকারভাবে তাক্বওয়াশীল হউক, এটাই ইসলাম কামনা করে। তাছাড়া 'সূর্য রশ্মি নিষ্প্রভ ছিল' এই নিদর্শনের আলোকে ২৭ তারিখে শবে ক্বদর হয়েছিল বলে উবাই বিন কা'ব (রাঃ) মতপ্রকাশ করলেও[৮] প্রতি বছর একই রাতে সেটা হয়েছিল এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত একই রাতে সেটা হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর বিজ্ঞজনোচিত জবাবের উপরে ঈমান রেখে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে 'লায়লাতুল ক্বদর' তালাশ করা সত্যিকারের মুত্তাক্বী বান্দার অবশ্য কর্তব্য বলে প্রতীতি হয়।*

শুধু নুযূলে কুরআনের জন্য নয়, বরং রামাযান মাসের মর্যাদা ও গুরুত্বের অন্যতম কারণ এটাও হ'তে পারে যে, এমাসেই বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নে'মত হিসাবে আল্লাহ্র নাযিলকৃত সেরা ঐশীগ্রন্থসমূহ নাযিল হয়েছে। যেমন রামাযানের ১ম রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরে ছহীফাসমূহ নাযিল হয়। ৬ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপরে 'তাওরাত', ১২ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর উপরে 'যবূর', ১৩ বা ১৮ তারিখ দিবাগত রাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইনজীল' এবং ২৪ তারিখ দিবাগত রাতে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনুল হাকীম নাযিল হয়'।[৯] ছহীফাসমূহ, তওরাত, যবূর, ইন্জীল প্রভৃতি স্ব স্ব নবীর নিকটে একবারে নাযিল হয়। কিন্তু কুরআনুল কারীম প্রথমে দুনিয়ার আসমানে নির্ধারিত 'বায়তুল ইযযাতে' লায়লাতুল ক্বদরে একবারে নাযিল হয়। অতঃপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে কার্য-কারণ ও ঘটনা মোতাবেক দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নুযূলে কুরআনের সমাপ্তি হয় (ইবনু কাছীর)।

নুযূলে কুরআনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সর্বশেষ পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে এবং কুরআন নাযিলের পরে বিগত সকল এলাহী গ্রন্থের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব যারা পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি ও কল্যাণপিয়াসী, তাদেরকে কুরআনের অনুসরণ ও তার বাহক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুগমণ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। ঐশী গ্রন্থসমূহ নাযিলের মাস হিসাবে রামাযান যেভাবে আল্লাহ্র নিকটে সমাদৃত ও সম্মানিত হয়েছে, সর্বশেষ ঐশী হেদায়াত আল-কুরআনের অনুসারীরাও আল্লাহ্র নিকটে বিশ্বের সর্বাধিক সম্মানিত জাতি *(আলে-ইমরান ১১০)*। আসুন আমরা আমাদের সেই সম্মান ধরে রাখার চেষ্টা করি এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে দূরে থেকে রামাযানে তার বিশেষ সাধনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

কুরআন ও রামাযানঃ

উল্লেখ্য যে, নুযূলে কুরআনের মাস হিসাবে রামাযান ও কুরআনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রতি রামাযানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিব্রীল (আঃ)-এর নিকটে ইতিপূর্বে নাযিলকৃত সমস্ত কুরআনের আবৃত্তি করতেন। মৃত্যুর বছর তিনি এ মাসে দু'বার দাওরা করান। এই সময় তিনি অধিক হারে দান করতেন। অন্য বছর তিনি শেষ দশদিন ই'তিকাফে থাকতেন। কিন্তু মৃত্যুর বছর তিনি শেষের বিশ দিন ই'তিকাফে থাকেন।[১০] রামাযানের ২৩, ২৫, ২৭ তিন রাত তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জামা'আতসহ ক্বিয়ামুল লায়ল করেন।[১১] যা 'তারাবীহ' নামে পরিচিত। ওমর ফারূক (রাঃ) এটাকে সারা রামাযান (বিতর সহ) ১১ রাক'আত জামা'আতের সাথে পড়ার নিয়ম জারি করেন, যা ইজমায়ে ছাহাবা হিসাবে নিঃসন্দেহে পালনযোগ্য।[১২] এমাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং অন্যকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন। দীর্ঘক্ষণ ইবাদতের জন্য তিনি 'কোমরে কাপড় কষে বাঁধতেন'।[১৩] ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন ছায়েম ও তেলাওয়াতকারীর জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবে, যা আল্লাহ কবুল করবেন বলে হাদীছে ওয়াদা করা হয়েছে'।[১৪]

---

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-৯০।*
৭. *ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৯৬৪।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮; মিরক্বাত ৪/৩১৯।*
* *উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে সরকারীভাবে কেবল ২৭শে রামাযানের রাত্রিকে 'শবেক্বদর' হিসাবে গণ্য করা হয় ও সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়।- লেখক।*
৯. *আহমাদ, মারদুবিইয়াহ, ইবনু কাছীর ১/২২১-২২; কুরতুবী ১/৬০, ও ২/২৯৭।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-৯৯।*
১১. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৯৮।*
১২. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২ 'ক্বিয়ামু শাহরে রামাযান' অনুচ্ছেদ।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯০।*
১৪. *বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, আহমাদ, হাকেম, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৬৩।*

কুরআনের ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যঃ

অতঃপর কুরআনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ 'রামাযান সেই মাস যাতে নাযিল করা হয়েছে 'কুরআন'। যা মানুষের হেদায়াত ও হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

এখানে কুরআনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। **১ম বৈশিষ্ট্য** 'হুদা' বা পথ প্রদর্শক, অর্থাৎ কুরআন বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক। চাই সে ব্যক্তি যেকোন দেশ, জাতি, বর্ণ বা গোত্রের লোক হৌক না কেন। সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র ৩য় আয়াতে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ 'মুত্তাক্বীদের জন্য পথ প্রদর্শক' বলার উদ্দেশ্য মুত্তাক্বীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। কেননা কুরআন নিঃসন্দেহে মানব জাতির পথপ্রদর্শক হ'লেও তাকে গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছে কেবলমাত্র মুমিন-মুত্তাক্বীগণ। অতএব কুরআন দ্বারা উপকৃত হবে প্রথমতঃ মুমিনরাই। যেমন ঔষধ সকলের জন্য তৈরী হ'লেও উপকার লাভ করেন ঐ ব্যক্তি যিনি ঔষধ সেবন করেন ও নিয়মবিধি মেনে চলেন। **দ্বিতীয় বিশেষণ** بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى 'হেদায়তের স্পষ্ট ব্যাখ্যা'-একথা দ্বারা কুরআনের মুহকাম আয়াত সমূহ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন অহিয়ে মাত্‌লু এবং হাদীছ অহিয়ে গায়ের মাত্‌লু। এ দুই অহি-র সমষ্টিই হ'ল হেদায়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। যেমন কুরআনে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদির হুকুম এসেছে। কিন্তু হাদীছে সেগুলির নিয়ম-বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে।

৩য় বিশেষণটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কুরআনকে وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ 'সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' বা মানদণ্ড হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। উক্ত মানদণ্ডের আলোকেই মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে। ইবাদত-এর ক্ষেত্রে সে অহি-র বিধানের হুবহু অনুসরণ করবে এবং মু'আমালাত বা বৈষয়িক ক্ষেত্রে সে আল্লাহ প্রদত্ত হুদূদ বা সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কোন অবস্থায় সীমা লংঘন করবে না। কেননা ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কোন সিদ্ধান্ত কখনোই আল্লাহ্‌র অহি-র বিধানকে বাতিল করতে পারে না। নিজের রায়-এর উর্ধে যিনি অহি-র বিধানকে স্থান দেন ও তা মেনে চলেন, তিনিই হন সত্যিকারের মুসলিম। রামাযান আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দেয়। আর সেকারণেই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মুমিন নিজ জৈবিক চাহিদার উর্ধে অহি-র বিধান মেনে চলেন। তাই কুরআনের উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর দৃঢ় ঈমান পোষণ করেই আমাদেরকে ছিয়াম পালন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَلَهُ ماتقدم من ذنبه অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদারী ও ছওয়াব লাভের আশায় যে ব্যক্তি ক্বদর রজনীতে ছালাত ও ইবাদতে রত থাকবে, তার বিগত দিনের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[১৫] এতদ্ব্যতীত আল্লাহ পাকের নিজ হাতে তাকে সর্বোত্তম বদলা প্রদানের ওয়াদা তো রয়েছেই।[১৬]

আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণার উৎসব- ঈদুল ফিৎরঃ

মাসব্যাপী ছিয়ামে রামাযান ফরয করার এবং রোগী, মুসাফির ও অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ক্বাযা অথবা ফিদ্‌ইয়া দানের সহজ ব্যবস্থা ঘোষণার পর আল্লাহ বলেন, يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কাঠিন্য চান না। যাতে তোমরা এক মাসের গণনা পূর্ণ করতে পার এবং তোমাদেরকে হেদায়াত দানের কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

উক্ত আয়াতের আলোকে জমহূর বিদ্বানগণ মাসব্যাপী ছিয়াম পালন শেষে ঈদুল ফিৎরের দিন উচ্চ কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' বলে বারবার তাকবীর ধ্বনি করাকে 'মুস্তাহাব' বলেছেন। ইমাম দাঊদ ইবনে আলী ইছফাহানী একে 'ওয়াজিব' বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال ان يكبروا وفى رواية عنه: إلى انقضاء الخطبة 'শাওয়ালের নূতন চাঁদ দেখার পর হ'তে ঈদুল ফিৎরের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই তাকবীর বলা কর্তব্য'। সুফিয়ান ছওরী বলেন, ঈদুল ফিৎরের দিন এই তাকবীর দিবে'। তাতে বুঝা যায় তাঁর নিকটে ঈদুল ফিৎরের সমস্ত দিন তাকবীর বলা উচিৎ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) তাকবীর বলতেন, *'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ'*। 'আল্লাহ সর্বোচ্চ, আল্লাহ সর্বোচ্চ, নেই কোন হক মা'বূদ আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ সর্বোচ্চ আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, *আল্লাহু আকবর কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাওঁ ওয়া আছীলা*। 'আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে বড়, সমস্ত ও অগণিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং

১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮।
১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯।

তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি সকালে ও সন্ধ্যায়।[১৭] উল্লেখ্য যে, তাকবীরের বাক্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, قَدِمَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم المدينةَ، ولهُمْ يومانِ يلعبونَ فيهِما، فقال: ماهذانِ اليومانِ؟ قالوا: كُنَّا نَلْعَبُ فيهما فى الجاهليَّةِ فقال رسولُ اللّه (ص): قدْ أبْدلكُم اللّهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ رواه أبو داود

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরে দেখেন যে, মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি জিনিষ? তারা বলল যে, আমরা জাহেলী যুগে এ দু'দিন খেলাধূলা করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এর বদলে দু'টি উত্তম দিন প্রদান করেছেন- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর।[১৮]

সূরা আ'লা ১৪ ও ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَدْأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى- 'সফলকাম হ'ল সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল। অতঃপর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করল ও ছালাত আদায় করল'। হাফেয ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয লোকদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন ও ঈদুল ফিৎরের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই 'যাকাতুল ফিৎর' আদায়ের নির্দেশ দিতেন।[১৯] আবু সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাই বলেন। কুশায়রী বলেন, জমহূর বিদ্বানগণের মতে সূরা আ'লা যদিও মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং তখন সেখানে ছিয়ামে রামাযান ও যাকাতুল ফিৎর ফরয হয়নি, তথাপি ভবিষ্যতের নির্দেশ পালনকারীদের জন্য আগাম সুসংবাদ ও প্রশংসা হিসাবে এ আয়াত নাযিল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। অতঃপর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা সম্পর্কে যাহ্হাক বলেন, এটা হ'ল ঈদের ময়দানে যাওয়ার রাস্তায় তাকবীর ধ্বনি করা। অতঃপর ময়দানে পৌঁছে ঈদের ছালাত আদায় করা।[২০]

কবি বলেন, رأيت اللّه اكبرَ كلِّ شئٍ + محاولةً واعظمه جنوداً 'আমি মনে করি আল্লাহ সকল বস্তুর চাইতে বড়, প্রচেষ্টাকারী হিসাবে ও সবচেয়ে বড় সৈন্যদল হিসাবে'। অর্থাৎ বান্দার জন্য সতর্ক পাহারাদার হিসাবে ও শক্তিশালী রক্ষক হিসাবে আল্লাহ সর্বোচ্চ।[২১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ গৃহ হ'তে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করতেন।[২২] ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে দিতে ঈদগাহে যেতেন। অতঃপর ইমাম উপস্থিত হ'লে পুনরায় যোরে তাকবীর দিতেন। ইবনুল মুনযির বলেন, অধিকাংশ ছাহাবীর মধ্যে এ আমল জারি ছিল (ঐ)। এই তাকবীর ধ্বনি যাতে সর্বত্র ধ্বনিত হয় ও বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী, মৎস্য-পোকামাকড় সবাই ক্বিয়ামতের মাঠে সাক্ষী হয়, সম্ভবতঃ সেকারণেই হাদীছে এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে যাওয়া ও আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করতেন'।[২৩]

আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণার নির্দেশ দানের কারণ হিসাবে আল্লাহ বলেন, عَلَى مَاهَدَاكُمْ 'তোমাদেরকে হেদায়াত দানের কারণে'। অর্থাৎ মাসব্যাপী ছিয়াম পালন শেষে নিয়মিত খানাপিনা শুরু হওয়ার আনন্দটা মূল আনন্দ নয়, বরং পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্র পথে হেদায়াত লাভটাই মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ। শয়তানের প্রলোভনে মানুষ প্রতিনিয়ত পথভ্রষ্ট হচ্ছে। হিংস্রতা, অমানবিকতা সর্বত্র জয়লাভ করছে। লাগামহীন ভোগলিপ্সা মানুষকে অমানুষে পরিণত করছে। ন্যায়নীতি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। দুর্নীতি দুর্দমনীয় দৈত্যরূপে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে গ্রাস করছে। রামাযানের একটি মাস ছিয়াম পালনকারী মুমিন এসব পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল আল্লাহ্র রহমতে এবং আজকে ঈদুল ফিৎরের দিন ঘরবাড়ি ছেড়ে ময়দানে বেরিয়ে এসেছে আল্লাহ্র নিকট থেকে তারই পুরস্কার নেওয়ার জন্য। গোমরাহী থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে অথবা মুক্ত থাকার আনন্দে সে আজ আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা করতে এসেছে এবং এসেছে প্রাণভরে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

অন্যদের সাথে পার্থক্যঃ

অন্যদের সাথে মুসলমানদের ঈদ উৎসব পালনের মৌলিক পার্থক্য এই যে, মুসলমানদের ঈদ উৎসব একটি ইবাদত। যাতে রয়েছে অফুরন্ত নেকী। **২য়তঃ** এর আনন্দ প্রকাশের ভাষা নির্দিষ্ট -যা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণার মধ্যে সীমায়িত। **৩য়তঃ** ঈদ উৎসবের শুরুতেই রয়েছে তাকবীর ও ছালাত। যার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টির শর্তহীন আনুগত্যের এক অনাবিল আধ্যাত্মিক আনন্দ। যা মানুষের রূহানী স্বাস্থ্যকে উজ্জীবিত করে। **৪র্থতঃ** ঈদের ছালাত মানুষের তৈরী বাড়ী-ঘর ইমারত-বালাখানা ছেড়ে খোলা ময়দানে গিয়ে নীল-সিয়াহ আসমানের নীচে ধূলি-মলিন

১৭. কুরতুবী ২/৩০৬-৭।
১৮. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।
১৯. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৫৩৫।
২০. কুরতুবী, ২০/২১, ২৩।
২১. কুরতুবী ১/১৭৬।
২২. ঐ ২/৩০৭।
২৩. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।

কিংবা সবুজ খাসের উপরে সারিবদ্ধভাবে নিম্নশিরে দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। এর ফলে বান্দা কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও চাকচিক্য ও বিলাসিতার উর্ধে উঠে স্বাভাবিক ও সাধাসিধা জীবন-যাপনের সাধ পায়। মাটির বিছানায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ে সে উপলব্ধি করে যে, এই মাটি থেকেই তার সৃষ্টি, এই মাটিতেই তার শেষ আশ্রয় এবং এই মাটি থেকেই তাকে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে। **৫মতঃ** নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে ঈদের জামা'আতে শামিল হয়ে এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও ঈদের খুৎবা ইত্যাদিতে শামিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ধনী-গরীবের পার্থক্য মিটিয়ে ফেলে মানুষকে এক আল্লাহ্র দরবারে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার বাস্তব অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। **৬ষ্ঠতঃ** ঈদ উৎসবে থাকে নেকী হাছিলের পবিত্র উচ্ছলতা। সেখানে থাকেনা কোনরূপ দুনিয়াবী আনন্দের উদ্দামতা। দুর্ভাগ্য আজ পবিত্র জুম'আ ও ঈদায়নকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন সিনেমা হ'লে বিভিন্ন ছবির শুভমুক্তি ঘটে। জানিনা সেখানে মুমিনের রূহানী পবিত্রতাকে উৎসাহিত করা হয়, না বিপরীত কিছু করা হয়। যদি বিপরীতটা হয়, তবে সেটা হবে জুম'আ ও ঈদের পবিত্র আনন্দানুষ্ঠানকে অপবিত্রতার দিকে প্রলুব্ধ করার শামিল। যা নিঃসন্দেহে গোনাহের কাজ। জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৭মতঃ ঈদের আনন্দে সবাইকে শরীক করার জন্য ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই মাথাপ্রতি এক ছা' (আড়াই কেজি) করে খাদ্য শস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[২৪] এভাবে ইসলাম মুমিনের রূহানী আনন্দের সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। **৮মতঃ** স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা চালু থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্য শস্য থেকেই ফিৎরা আদায় করতেন ও আমাদেরকেও সে নির্দেশ দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য বান্দার মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, আল্লাহ আমাকে বছরের অধিকাংশ সময় যে খাদ্য খাওয়ান, আমি আল্লাহ্কে তাই দেব। বরং উত্তমটাই দেব। এর মধ্যে যে দরদ ও মহব্বত লুকিয়ে থাকে, খাদ্যের মূল্য প্রদানের মধ্যে তা থাকে না। তাছাড়া খাদ্য ও খাদ্যের মান কখনোই এক নয়। **৯মতঃ** যাকাত ও ফিৎরা আদায়ের মধ্যে থাকে ত্যাগের এক অনাবিল আনন্দ। মুসলমানের ঈদ তাই ত্যাগের ও ভোগের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। **১০মতঃ** আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকল মানুষ ভাই ভাই-এই অনুভূতি জাগ্রত করার মাধ্যমে ঈদ পরস্পরকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে।

পরিশেষে ঈদের এই আনন্দঘন ও পবিত্র অনুভূতি মানবসমাজের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান থাকুক- আল্লাহ পাকের নিকটে আমরা সেই প্রার্থনা করি।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, ১৭৭২; আবুদাঊদ, ঐ হা/১৮১৮ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ।

প্রবন্ধ

সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা

*- শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম**

[শেষ কিস্তি]

সপ্তমতঃ অনিষ্টকর কু-ধারণা, অপরের ছিদ্রান্বেষণে গুপ্তচরবৃত্তি ও গীবত (পরনিন্দা) হ'তে বিরত থাকাঃ

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّهَ ط إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারু পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পসন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণা কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ১২)*।

এ আয়াতে পারস্পরিক হক্ব ও সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। অত্র আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (১) ظن বা ধারণা (২) تجسس বা কোন গোপন দোষ সন্ধান করা ও (৩) গীবত অর্থাৎ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে শ্রবণ করলে অপসন্দীয় মনে করত।

এক্ষণে কোন বিষয়ে সঠিক কিছু না জেনে শুধুমাত্র অতিরিক্ত অনুমান ও অনিষ্টকর ধারণার ফলে সমাজে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও বহু অন্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এরূপ অলীক সন্দেহের ফলে অনেক জীবন ও সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

ظن -এর অর্থ প্রবল ধারণা। আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে- 'অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক'। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। এখন কোন্ ধারণা পাপ নয় এবং কোন্ ধারণা পাপ তা জানা প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। যাতে করে পাপযুক্ত ধারণা হ'তে আত্মরক্ষা করা যায়। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আয়াতে ظن 'ধারণা' বলতে অপবাদ বোঝানো হয়েছে।[১] অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ আরোপ করা। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিৎ ঐ সমস্ত খারাপ

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, পাইকগাছা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

১. কুরতুবী ঐ, পৃঃ ১৬/২৮২।

ধারণা পরিহার পূর্বক প্রত্যেক মানুষের উপর সু-ধারণা পোষণ করা। কেননা প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ 'ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর'।[২]

এ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের জানা উচিৎ যে, إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 'কতক ধারণা পাপ'। তদুপরি ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا 'তোমরা যখন একথা শ্রবণ করলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি' *(নূর ১২)*। এছাড়া وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا 'তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়' *(ফাতহ ১২)* এতে মুমিনদের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করার তাগিদ আছে। অপরপক্ষে একটা সুবিদিত বাক্য আছে إِنَّ مِنَ الْحَزْمِ سُوْءَ الظَّنِّ অর্থাৎ 'প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা'।[৩] আর এজন্যই রাসূল (ছাঃ) হুঁশিয়ার করেছেন যে, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ– 'ধারণা (কু-ধারণা) থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা (কু-ধারণা) সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা' *(মুত্তাফাক্ব আলাই)*।

উল্লেখিত আয়াতের দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে কারো দোষ অনুসন্ধান করা। এ আয়াতের আলোকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কারো দোষ অনুসন্ধান করা উচিৎ নয়। এমনও হ'তে পারে যে, যার দোষ অন্বেষণ করা হয়; তার চেয়ে দোষ অন্বেষণকারী বেশী দোষে দুষ্ট। কাজেই অপরের দোষ খোঁজ করার পরিবর্তে নিজের দোষ অনুসন্ধান পূর্বক আত্মসংশোধনে মনোনিবেশ করা প্রত্যেকের উচিৎ। উপরন্তু অপরের দোষ গোপন রাখাই উত্তম। কেননা হাদীছে আছে, 'যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির একটা দোষ গোপন রাখল, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটা বড় দোষ গোপন রাখবেন'।[৪] তাছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَجَسَّسُوْا وَلاَتَحَسَّسُوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا– 'তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না, পরস্পরে ঘৃণা পোষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, অপরের দোষ অন্বেষণ করো না, একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না। তোমরা সকলে আল্লাহ্র বান্দাহ হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৫] আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ– 'তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাদের দোষ অন্বেষণ করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে তিনি তার স্বগৃহে লাঞ্ছিত করে দেন'।[৬] বায়ানুল কুরআনে আছে, 'গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারু কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ تجسس -এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান করা জায়েয।[৭]

আলোচ্য আয়াতের নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'গীবত'। অর্থাৎ কারু অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ– 'গীবত কাকে বলে তোমরা কি জান? উত্তরে ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে অধিক জ্ঞানী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার ভাইয়ের সেই বিষয় প্রকাশ করা, যা সে অপসন্দ করে। একথা শ্রবণ করে জনৈক ছাহাবী বললেন, আমি যে বিষয়ে বলে থাকি তা যদি তার মধ্যে দেখতে পাই? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যে বিষয়ে বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহ'লে তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি তার মধ্যে তা অনুপস্থিত থাকে তাহ'লে তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।[৮]

এ আয়াতে গীবত সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। তাই গীবত থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অত্যন্ত যরূরী। কেননা এ গীবতের ফলে সংশোধনের পরিবর্তে

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮; কুরতুবী ১৬/২৮২; ইবনে কাছীর ৪/২৭১।*
৩. *বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, জুন ১৯৯৩), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
৫. *বুখারী ও মুসলিম, কুরতুবী ১৬/২৭৪; ইবনে কাছীর ৪/২৭২।*
৬. *কুরতুবী ১৬/২৮৪-২৮৫; ইবনে কাছীর ৪/২৭৩।*
৭. *সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৪।*
৮. *কুরতুবী ১৬/২৮৫-২৮৬; ইবনে কাছীর ৪/২৭২; মিশকাত হা/৪৮২৮।*

সমাজে দিন দিন পাপ প্রবণতা বেড়ে চলে। তাছাড়া আয়াতে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ আছে- أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا- *'তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পসন্দ করে?'*। এ আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানের অপমানকে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণের প্রতি আমাদের গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ এবং সাথে সাথে এর মর্ম উপলব্ধি করে হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন। রাসূল (ছাঃ)-এর মর্মস্পর্শী ঘোষণা, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا- 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য এ পবিত্র শহর, এ পবিত্র মাস, এ পবিত্র দিনের ন্যায় তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান হারাম ঘোষণা করা হ'ল'।[৯]

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য ঘোষণা করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচুতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারু উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতঃই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শ্রবণও নিজে গীবত করার মতই'।[১০]

হযরত মায়মূন (রাঃ) বলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, একথা ঠিক কিন্তু তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রাঃ) নিজে কখনও কারু গীবত করেননি এবং তার মজলিসে কারু গীবত করতে দেননি'।[১১]

আবূদাঊদ শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, মে'রাজের হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَمَّا عُرِجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ- 'ফিরিশতা জিবরীল (আঃ) আমাকে যখন বিভিন্ন বিষয় দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখগুলো ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষসমূহের গোশত আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। অর্থাৎ তারা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইয্যতহানি করত'।[১২]

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও হযরত জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا" গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ'। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গীবত করে, তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না'।[১৩]

বায়ানুল কুরআন ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আছে, 'কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকে হারাম করা হয়নি বরং কতক গীবতের অনুমতি আছে। যেমন কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারু দোষ বর্ণনা করা যরূরী হ'লে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরীয়ত সম্মত হ'তে হবে। উদাহরণতঃ কোন অত্যাচারীর অত্যাচারের কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারু সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা। কোন ঘটনা সম্পর্কে ফৎওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা। মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা। কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট

৯. ইবনে কাছীর ৪/২৭৩; মিশকাত হা/৫০৫৫।
১০. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৪।
১১. ঐ, পৃঃ ১২৮৪-১২৮৫; কুরতুবী ১৬/২৮৭।
১২. কুরতুবী ১৬/২৮৭; ইবনে কাছীর ৪/২৭৪; মিশকাত হা/৫০৪৬।
১৩. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৫; মিশকাত হা/৪৮৭৪, ৪৮৭৫।

ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরূহ।[১৪] এসব মাসআলার সারকথা এই যে, কারু দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজন বশতঃই আলোচনা হওয়া চাই।

আলোচ্য আয়াত হ'তে মুসলিম সমাজের প্রত্যেকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, প্রত্যেকে যেন উপরোক্ত হীনতামূলক জঘন্য কার্যাদি হ'তে দূরে থাকে।

অষ্টমতঃ বংশমর্যাদার গৌরব না করাঃ

মহান আল্লাহ্র ঘোষণা, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ- 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ১৩)*।

পূর্বোল্লেখিত আয়াত সমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, কোন মানুষ যেন অপর মানুষকে নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে এবং নিজের বংশগত মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য বা ধনসম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এগুলো গর্বের বিষয় নয়। এ ধরণের গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে, 'সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে আল্লাহ যে পার্থক্য করেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য'।

তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে ত্বাওয়াফ করেন। যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায়। ত্বাওয়াফ শেষে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসাসহ এই ভাষণ দেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا- فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَالنَّاسُ بَنُوْ آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ- 'হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সকল মানুষ মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত। (১) সৎ-পরহেযগার ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত এবং (২) হতভাগা-পাপাচারী, যে আল্লাহ্র কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। সকল মানুষ আদম (আঃ)-এর বংশধর। আর আদম (আঃ)-কে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'।[১৫]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার মানুষের কাছে ইয্যত হচ্ছে ধন-সম্পদের নাম এবং আল্লাহ্র কাছে ইয্যত হচ্ছে পরহেযগারীর নাম'।[১৬]

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল- أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ- 'মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্কে সবচেয়ে যে ব্যক্তি বেশী ভয় করে, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত'।[১৭]

বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ) আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী সময়ে উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে মিনা-তে যে ভাষণ দেন, তা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ- قَالَ يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ- 'হে মানবমণ্ডলী! সাবধান! তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! কোন আরবীর অনারবীর উপর তাক্বওয়া ব্যতীত মর্যাদা নেই। অনুরূপ কোন অনারবীরও আরবীর উপর তাক্বওয়া ব্যতীত প্রাধান্য নেই। কালো রং বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর তাক্বওয়া ব্যতীত লাল রং বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপ লালের উপরও তাক্বওয়া ব্যতীত কালোর মর্যাদা নেই। সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দেই নাই? উপস্থিত সকলে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, যারা উপস্থিত থেকে আমার এ ঘোষণা শুনেছ, তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট তা পৌঁছে দিও'।[১৮]

১৪. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৫; মিশকাত হা/৪৮৭৪, ৪৮৭৫।

১৫. ইবনে কাছীর ৪/২৭৮; কুরতুবী ১৬/২৯২-২৯৩।
১৬. সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৮৫।
১৭. ইবনে কাছীর ৪/২৭৭।
১৮. কুরতুবী ১৬/২৯৩।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বংশগত, দেশগত বা ভাষাগত পার্থক্যই হ'ল পারস্পরিক পরিচয়। আয়াতের আলোকে এটাই ফুটে উঠেছে। যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিই আবার তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। মোটকথা হ'ল- বংশগত পার্থক্যকে শুধুমাত্র পরিচিতির নিমিত্তে ব্যবহার করা আমাদের উচিৎ। গর্বের জন্য তা ব্যবহার করা আদৌ সমীচীন নয়।

নবমতঃ স্বীয় পবিত্রতার দাবী হ'তে বিরত থাকাঃ

সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (ছাঃ)-এর হক্ব, অতঃপর পারস্পরিক হক্ব ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপরই পরকালে সৎকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার একমাত্র উপায়।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠী হ'ল পরহেযগারী বা আল্লাহভীতি। আর এই পরহেযগারী বা আল্লাহভীতি একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা শুধুমাত্র আল্লাহ নিজেই জানেন। সেজন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ পবিত্রতার দাবী করা ঠিক নয়। শেষের আয়াত সমূহে একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মূল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য মুখে মুমিন বলে সমাজে নিজেকে প্রকাশ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এটাই সার্বজনীন নিয়ম-নীতি ও বিধান। কাজেই লোক দেখানো কোন প্রকার আমল করা কারু জন্য ঠিক নয়। এতে মানুষের কাছে সে বিষয়ে পরিচিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা নিন্দনীয় অগ্রহণযোগ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা হুজুরাতে যে সমস্ত বিধান, রীতি-নীতি ও সামাজিক শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে, তা যদি বর্তমান ঘুণেধরা সমাজের মানুষ সঠিকভাবে অনুসরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করে, তাহ'লে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির পরিবর্তে ফিরে আসবে শৃংখলা ও অনাবিল শান্তি। যদিও এ সমস্ত নির্দেশ ও শিক্ষা আজ হ'তে ১৪০০ বছর পূর্বের। তথাপিও আল-কুরআন যেহেতু সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ, মুক্তি ও হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু এ সমস্ত বিধানাবলী ও শিক্ষা সর্বযুগের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তসমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন!- আমীন!!

হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রতিশ্রুতি

*-কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী**

মহামহীম বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল এই ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা নির্দিষ্ট কোন একটি এলাকা বা ভূখণ্ডের মানুষের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত হননি। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দীপ্ত আলোকবর্তিকা নিয়ে। তাঁর শুভাগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণ স্বীয় উম্মাতদেরকে দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু ধর্ম যদিও কোন নবী বা রাসূল কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম নয়, তদুপরি হিন্দু ধর্মগুরুগণও হিন্দু শাস্ত্রে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের যে অনুপম বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা পর্যালোচনা করলে সত্যিই বিস্ময়াভিভূত হ'তে হয়।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে হিন্দু শাস্ত্র সমূহে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের যে সমস্ত মহানিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠক সমাজে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও পরিচয়ঃ

হিন্দু ধর্মে তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত মহামানবদেরকে বলা হয় 'অবতার' বা 'ঋষি'। হিন্দু শাস্ত্র সমূহে অন্তিম অবতার বা অন্তিম ঋষি (সর্বশেষ প্রেরিত মহামানব)-এর আগমনের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'নরাশংস' যেমন অথর্ববেদে উল্লেখ আছে-

'ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে'
'হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর!
'প্রশংসিত জন' লোকদের মধ্য হ'তে উত্থিত হবেন'।[১]

নরাশংস শব্দটি দু'টো শব্দের সমন্বয়। নরাশংস শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় নর+আশংস=নরাশংস। 'নর' অর্থ মানুষ বা পুরুষ এবং 'আশংস' অর্থ প্রশংসিত। অতএব নরাশংস অর্থ 'প্রশংসিত মানুষ' বা 'প্রশংসিত পুরুষ'। এদিকে 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থও প্রশংসিত পুরুষ।

হিন্দু শাস্ত্র ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে অন্তিম অবতারের নাম হবে 'কীরে'। যথা-

'যো রধুস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য

** কামিল ২য় বর্ষ, হাদীছ বিভাগ, আরামনগর কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।*

১. গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিংস হাউস, অক্টোবর ১৯৯৮), পৃঃ ২৬।

যো ব্রাহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ'।[২]

'কীরে' শব্দের অর্থ অধিক প্রশংসাকারী। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অপর নাম 'আহমাদ'। আহমাদ শব্দের অর্থও অধিক প্রশংসাকারী। এ সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ-

'আমি [ঈসা (আঃ)] এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে 'আহমাদ' *(ছফ ৬)*।

সুতরাং এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, হিন্দু শাস্ত্রে প্রতিশ্রুত অন্তিম অবতারই হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি অন্তিম অবতার বা সর্বশেষ নবী ছিলেন। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নবী' *(আহযাব ৪০)*।

(অন্তিম অবতার) সর্বশেষ নবীর পরিচয় সম্পর্কে 'ভবিষ্য পুরাণে' বর্ণিত হয়েছে-

'এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিতঃ।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ।।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্।
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ।[৩]

'মহামদ নামে ইতিহাস বিখ্যাত একজন বিদেশী ধর্মগুরু অনেক শিষ্যসহ আবির্ভূত হবেন। তিনি মরুভূমি নিবাসী নৃপতি (রাজর্ষি) হবেন। তিনি গঙ্গাজলে দৈনিক পাঁচবার স্নান করে মনস্তুষ্টি করবেন'। উপরে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সবগুলোই হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ইতিহাস বিখ্যাত মহাপুরুষ। তিনি বিদেশ মরুভূমির দেশ তথা মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্য তথা নিবেদিত প্রাণ ছাহাবী ছিল। তিনি গঙ্গাজলে দৈনিক পাঁচবার স্নান করে মনস্তুষ্টি করতেন। অর্থাৎ দৈনিক পাঁচবার অযূ করে ছালাত আদায় করতেন।

পিতা-মাতার নাম ও জন্মস্থানঃ

'কল্কি পুরাণে' সর্বশেষ নবীর (অন্তিম অবতার) পিতা-মাতার নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

'শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভাবাম্য হম্
সুমত্যাং বিষ্ণুযশস্য গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্

'অন্তিম অবতার 'শম্ভল' দেশে প্রসিদ্ধ পুরোহিত বিষ্ণুযশার গৃহে তার ঔরসে সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন'।[৪]

উপরোক্ত শ্লোকে অন্তিম অবতারের জন্মস্থান 'শম্ভল' বলা হয়েছে। শম্ভল শব্দটি শন্ (শান্তকরণ) হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব, শম্ভল অর্থ- যে স্থানে শান্তি লাভ হয় বা শান্তির স্থান। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আত-ত্বীনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরব দেশকে শান্তির স্থান (بلد الامين) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং প্রতীয়মান হ'ল যে, আরব দেশই কল্কি পুরাণে বর্ণিত 'শম্ভল' দেশ।

অন্তিম অবতারের পিতার নাম 'বিষ্ণুযশা'। বিষ্ণুযশা শব্দটি বিষ্ণু ও যশা এ দু'টো শব্দের সমন্বয়। বিষ্ণু অর্থ ভগবান বা ঈশ্বর এবং যশা অর্থ দাস বা বান্দা। অতএব, বিষ্ণুযশা অর্থ ভগবানের দাস বা ঈশ্বরের দাস বা বান্দা। অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দা। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ (عبدالله)। ইহা عَبْدٌ ও اللّٰه এ দু'টো শব্দের সমন্বয়। عَبْدٌ অর্থ দাস বা বান্দা আর اللّٰه অর্থ আল্লাহ। অতএব আব্দুল্লাহ (عَبْدُ اللّٰه) অর্থ আল্লাহ্র বান্দা বা দাস।

অন্তিম অবতারের মাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে 'সুমতি'। সুমতি শব্দের অর্থ শান্ত বা মননশীল স্বভাবযুক্তা। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাতার নাম 'আমিনা'। 'আমিনা' শব্দের অর্থ শান্ত বা মননশীল স্বভাবযুক্তা।

উপরোক্ত শ্লোকে আরও বর্ণিত হয়েছে, অন্তিম অবতার প্রধান পুরোহিতের গৃহে বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। আর এ কথা ধ্রুব সত্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রধান পুরোহিত (মক্কার বিখ্যাত কোরাইশ বংশে পবিত্র কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লীর) গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

অশ্বারোহন ও তরবারী ধারণঃ

'ভাগবত পুরাণে' বর্ণিত হয়েছে-

অশ্বমাশু গারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ
অসিনাসধু দমন.....।

'অন্তিম অবতার ঈশ্বর প্রদত্ত অশ্বারোহন করবেন এবং তরবারী দ্বারা দুষ্টের দমন করবেন....'।[৫]

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত স্বর্গীয় 'বোরাক' নামক অশ্বে আরোহন করে 'মি'রাজ' যাত্রা করেন। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করতেন ও অসাধু দমন করতেন। তাঁর 'যুলফিক্বার' নামক একটি উৎকৃষ্ট তরবারী ছিল।

---

২. *সুশান্ত ভট্টাচার্য, বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (ঢাকাঃ নও মুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ৫ম সংস্করণঃ ১৯৯৭), পৃঃ ৪৯।*
৩. *বিশ্বনবী, পৃঃ ২৬।*
৪. *বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পৃঃ ৫৪।*
৫. *মাসিক মদীনা, জুন' ৯৯, পৃঃ ১৪৮।*

চার সহচরের সাহচর্য লাভঃ

'কল্কি পুরাণ' -এ বর্ণিত হয়েছে-

'চতুর্ভি ভ্রাতৃভিদেংব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম'

'চারজন সহযোগীর সঙ্গে তিনি শয়তানের বিনাশ সাধন করবেন'।[৬]

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ চারজন সহচর ছিলেন। তাঁরা ইসলামের ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে তাঁদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইসলামের জন্য জানমাল উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা হ'লেন খুলাফায়ে রাশেদার চার খলীফা (১) হযরত আবুবকর (রাঃ) (২) হযরত উমর (রাঃ) (৩) হযরত ওছমান (রাঃ) ও (৪) হযরত আলী (রাঃ)।

ঈশ্বর কর্তৃক সাহায্য লাভঃ

'কল্কি পুরাণে' উল্লেখ রয়েছে-

'যাত মুয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণে রতাঃ'

'অন্তিম অবতার ঈশ্বর কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য লাভ করবেন'।[৭] পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রায় প্রতিটি যুদ্ধে আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য লাভ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে -

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ - بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, তখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ'তে পার। (হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)!) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাযার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন? বরং তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহ'লে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাযার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করবেন' *(আলে-ইমরান ১২৩-১২৫)*।

খৎনাকৃত, দাড়ি বিশিষ্ট ও জিহাদ দ্বারা পবিত্রঃ

ভবিষ্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে-

'লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষক।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনোমম॥
বিনা কৌলং চপশবস্তোষাং ভক্ষ্যা মতা মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি॥
তস্মাম্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্মদূষকাঃ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ'।

'অন্তিম অবতার লিঙ্গের ত্বকচ্ছেদনকৃত হবেন। তিনি শিখাহীন (মাথায় টিকিহীন) ও দাড়িবিশিষ্ট হবেন। তিনি এক বিপ্লব আনয়ন করবেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনাধ্বনি করবেন। তিনি সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করবেন। কিন্তু শূকরের মাংস ভক্ষণ করবেন না। তিনি পূত তৃণলতা দ্বারা পবিত্র হওয়ার সন্ধানে থাকবেন না; বরং যুদ্ধ (জিহাদ) দ্বারা পবিত্র হবেন। তিনি ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমান নামে পরিচিত হবেন। তাঁর দ্বারা মাংসাহারীদের ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হবে'।[৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরে বর্ণিত প্রতিটি বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাড়িবিশিষ্ট, খৎনাকৃত (লিঙ্গের ত্বকছেদন) ছিলেন। শুধু তাই নয়, দাড়ি রাখা ও খৎনা করা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য সুন্নাতও বটে। তিনি জটাধারীও ছিলেন না। তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনাধ্বনি তথা আযান প্রবর্তন করেন। তিনি শূকরের গোশত ভক্ষণ করতেন না। কেননা শূকরের গোশত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হারাম ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ ইচ্ছে-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ

'নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

অষ্ট গুণে গুণান্বিতঃ

অন্তিম অবতার আটটি গুণে গুণান্বিত হবেন। এ সম্পর্কে 'ভাগবত পুরাণে' বলা হয়েছে-

'অশ্বমাশু গারুহ্য দেবদত্তং জগৎ পতিঃ
অসিনাসাধু দমন মষ্টৈশ্বর্য গুণান্বিতঃ'।

'অষ্টগুণে গুণান্বিত অন্তিম অবতার ঈশ্বর কর্তৃক অশ্বে আরোহণ করে তলোয়ার দ্বারা দুষ্টের দমন করবেন'।[৯] হিন্দু শাস্ত্র মহাভারতে উপরোক্ত অষ্ট গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে-

'অষ্টৌগুণাঃ পুরুষং দীপযন্তি
প্রজ্ঞা চ কৌলাং চ দমঃ শ্রুতং চ।
পরাক্রমচ বহুভাষিতা চ
দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ॥ (মহাভারত)

---

৬. *মাসিক মদীনা, জুন' ৯৯, পৃঃ ১৪৮।*
৭. *বেদ-পুরানে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পৃঃ ৬৪।*
৮. *মাসিক মদীনা, জুলাই'৯৮, পৃঃ ৪৩।*
৯. *ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ শ্লোক।*

'অন্তিম অবতার আটটি গুণে গুণান্বিত হবেন। উক্ত গুণগুলো হচ্ছে- প্রজ্ঞা, কুলীনতা, ইন্দ্রিয় দমন, শ্রুতি জ্ঞান, পরাক্রম, অল্পভাষিতা, দান ও কৃতজ্ঞতা'।[১০]

(১) প্রজ্ঞাঃ

প্রজ্ঞা হ'ল জ্ঞানের নির্যাস, জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অসাধারণ প্রজ্ঞাধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে-

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

'তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল (হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে) প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত তথা প্রজ্ঞা' *(জুম'আহ ২)*।

মার্কিন ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট "The Hundred" নামক গ্রন্থে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, সমাজ সংস্কারক, কবি-সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট পয়গম্বরগণের তালিকা প্রণয়ন করেন। তিনি স্বয়ং খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে এক নাম্বারে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম লিখে মন্তব্য করেন-

"He was the only man in history who was supremely successful on both the riligious and secular levels."

'তিনিই হচ্ছেন ইতিহাসের সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন'।[১১]

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভার কথা উল্লেখ করে জর্জ বার্ণাডশ' বলেছেন- "If all the world was united under on leader, then, Muhammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness".

'যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক নায়কের শাসনাধীনে আনা হ'ত, তবে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য নেতা রূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন'।[১২]

I believe that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the Modern World he would succeed in solving its problems in a way that would bring the much needed peace and happiness."[১৩]

(২) কুলীনতাঃ

অন্তিম অবতার প্রধান পুরোহিতের পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কার প্রধান পুরোহিত, কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লী আব্দুল মুত্তালিবের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) ইন্দ্রিয় দমনঃ

অন্তিম অবতার ইন্দ্রিয় দমনকারী হবেন। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ইন্দ্রিয়জীত, দয়ালু, শান্ত, উদার ইত্যাদি অনুপম গুণের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক ইউলিয়াম মুর বলেন, "Modesty and kindness, petience, Self denial and reveted the affection of all around him."[১৪]

(৪) শ্রুতঃ

'শ্রুত' শব্দটি 'শ্রু' ধাতু হ'তে উৎপন্ন হয়েছে। শ্রুত অর্থ ঈশ্বর কর্তৃক যে ব্যক্তিকে শ্রবণ করানো হয়। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ কর্তৃক শ্রুত (অহি) প্রাপ্ত হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى- 'রাসূল (ছাঃ) নিজ প্রবৃত্তিতে কোন কিছু বলেন না, তাঁর প্রতি অহি না আসা পর্যন্ত' *(নাজম ৩-৪)*।

(৫) পরাক্রমশালীতাঃ

অন্তিম অবতারের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি পরাক্রমশালী হবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) মহাপরাক্রমশালী ও নিপুণ রণ বীর ও শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ছিলেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সহ বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি সুনিপুণ হাতে মুজাহিদ বাহিনী পরিচালনা ও বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে পৃথিবীর বুকে ইসলামের সুমহান শান্তি, ন্যায় ও সাম্যের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেন।

(৬) অল্প ভাষণঃ

অন্তিম অবতাবের অন্যতম একটি গুণ হ'ল অল্প ভাষণ। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ এমন হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, কেউ তাঁর ভাষণ ভুলত না এবং সকলে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁর ভাষণ শ্রবণ করত। এ সম্পর্কে রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মীথ বলেন- "In his intercourse with others, he would sit silent among his companions for a long time together, but truely

---

১০. মুহাম্মদ শাহজাহান খান, বেদ-পুরাণ বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), (ঢাকাঃ সুলেখা প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ১৫৯।

১১. মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০০, পৃঃ ৯।

১২. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, দ্বাদশ সংস্করণঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪), পৃঃ ৯৯-১০০।

১৩. মাসিক মদীনা, জুন' ৯৯, পৃঃ ১৪০। গৃহীতঃ Genuine Islam by George Bernard shaw, Vol-1, 1963.

১৪. বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পৃঃ ৬৬-৬৭। গৃহীতঃ Life of Mohamet by Sir William Muir, p-525.

was more eloquent than other men's speech, for the moment, speech was called for, it was forth coming in the shape of same weighty apothegm or proverb, such as Arabs love to hear."[১৫]

(৭) দানঃ

অন্তিম অবতারের সপ্তম গুণ হ'ল দান। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন দানের মূর্তপ্রতীক। তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন গরীব-দুঃখীদের মাঝে। তিনি ছিলেন অনাথ, গরীব-দুঃখীদের পরম বন্ধু ও তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর বলেন- "Indeed, out side the prophet's house was a bench or gallery, on which were always to be found a number of poor, who lived entirely upon his generosity and were hence called the people of the bench."[১৬]

(৮) কৃতজ্ঞতাঃ

হিন্দু শাস্ত্র মহাভারতে বর্ণিত অন্তিম অবতারের শেষ বা অষ্টম বৈশিষ্ট্য হ'ল কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা ছিল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নে'মতের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ। মদীনার আনছারদের সাহায্য ও মক্কার মুহাজিরদের অভূতপূর্ব ত্যাগের জন্য তাঁদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর বলেন- "He was says and admiring follower, the handsomest and bravest, the bright faccd and most generous of men."

উপরোক্ত আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, উপরে বর্ণিত অন্তিম অবতারের প্রতিটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং এ কথা ধ্রুব সত্য যে, হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত প্রতিশ্রুত অন্তিম অবতারই হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

অন্‌কথাঃ

'অন' সংস্কৃত শব্দ। ইহার অর্থ 'না'। 'অন্‌কথা' দ্বারা বুঝায় আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হিন্দু সমাজে মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে তুলসী গাছের নিচে রেখে 'অন্‌কথা' পাঠ করানো হয়। অন্‌কথার শ্লোক হ'ল-

'লা-এলহা হরতি পাপম্ ইল্লইল্‌হা পরম পদম
জন্ম বৈকুণ্ঠপর অপ ইনুতি ত জপি নাম মোহাম্মদম'।

অর্থঃ 'লা ইলাহা' বললে পাপ মোচন হয়, 'ইল্লাল্লা' বললে উচ্চপদবী লাভ হয়। যদি স্বর্গে বাস করতে চাও, তবে মুহাম্মাদ নাম জপ কর'।[১৭]

সারাজীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে অন্তিম শয্যায় আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে ও হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে ঠিকই স্বীকৃতি দেন। যদি জীবিত থাকতে এই স্বীকৃতি দিতেন, তাহ'লেই তারা ইহকাল ও পরকালে লাভবান হ'তেন।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূলঃ

হিন্দু শাস্ত্র 'আল্লোপনিষদ'-এ আল্লাহ্‌র অনেক গুণাবলী ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে-

'হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ
আল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ আল্লাম॥
অল্লো রসুল মহমদ কং বরস্য অল্লো অল্লাম্।।
আদল্লাহ্‌বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম।।

'আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ আলোকময়, অক্ষয়, অদ্বিতীয়, চিরপরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ'।[১৮]

অল্লোপনিষদে আরও বর্ণিত হয়েছে-

'হযরাসি মিত্রো ইল্লা কবর ইল্লাং
রসূল মহমদ রকং বরস্য অল্লে অল্লো-পনস্তংদুধ্যু
অল্লা ইল্লালা অনাদি স্বরুপায় অথর্বনীং শাখাং হ্রী জনানাম
পশু সিদ্ধান জলচরান অদৃষ্টং কুরুকুরু ফট্
অসুর সংহারিনীং হ্রং অল্লোহ রসূর মহমদ রকং বরস্য
অল্লো-অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা।'[১৯]

উপরোক্ত শ্লোকগুলোতে স্পষ্টতঃ 'অল্লা' বা আল্লাহ এবং রসূল মহমদ উল্লেখ থাকলেও হিন্দু অনুবাদকগণ অনুবাদের সময় 'অল্লা'-এর অনুবাদ করেছেন 'পরেশ' এবং মূল শ্লোকে রসূল মহমদ থাকলেও ব্যাখ্যায় শুধু রসূল রাখা হয়েছে এবং বঙ্গানুবাদে রসূলকেউ বাদ দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য আলোচনা দ্বারা পূর্ণিমা শশীর ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল যে, হিন্দু ধর্মে প্রতিশ্রুত অন্তিম অবতারই আমাদের নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

---

১৫. বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পৃঃ ৬৮; গৃহীতঃ Mohammad and Mohammadanism by Rev. Bosworth Smith, p-110.

১৬. বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), পৃঃ ৬৮।

১৭. মাসিক মদীনা, আগষ্ট ১৯৯৫, পৃঃ ৫৩।

১৮. আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম (ঢাকাঃ ইসলাম প্রচার সমিতি, পঞ্চম প্রকাশঃ জুলাই ১৯৯২), পৃঃ ১০৯-১১০।

১৯. আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, পৃঃ ১১১।

আল্লার চাবুক

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের পাকড়াও বড় কঠিন' *(বুরূজ ১২)*। অর্থাৎ পৃথিবীর অত্যাচারী জনগোষ্ঠি যত বড় শক্তিরই অধিকারী হোক, তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি পাকড়াও করবে তখন তারা সে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। বিগত বছরে ভূমিকম্পে তুরস্কে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইস্তাম্বুল সহ বড় বড় শহরগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। অগণিত বনু আদমের প্রাণহানি ঘটেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অটোমান সুলতানের তৈরী নীল মসজিদসহ সোফিয়া প্রাসাদের কোন ক্ষতি হয়নি।[১] অথচ এই প্রাসাদগুলি প্রায় হাযার বছর পূর্বে নির্মিত। একইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ইন্দোনেশিয়ায় দাবানলে মাইলের পর মাইল বনাঞ্চল উজাড় হয়ে চলেছে। ইরানের ভূমিকম্পেও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সেদেশের। ইন্দোনেশিয়ার পরেই পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশ প্রতি বৎসরই প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সয়লাব হচ্ছে। বাংলাদেশের বন্যা প্রসঙ্গে অক্টোবর'৯৮ **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদকীয়তে বিবৃত হয়েছে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইতিপূর্বেও হয়েছে। কিন্তু '৯৮ সালের ন্যায় এত ভয়াবহ, এত প্রলম্বিত এবং এত মারাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়নি কখনো দেশবাসীকে। যদি প্রশ্ন করা হয়, আমরা কেন বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছি? আমাদের জীবনযাত্রা কেন বার বার ব্যাহত হচ্ছে? যারা 'প্রকৃতির খেয়ালীপনাই এর জন্য দায়ী' বলেন, তারা নিজেদের হাতে সৃষ্ট সামাজিক অবক্ষয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, যা প্রকারান্তরে দায়িত্বহীনতার শামিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য যে, মানুষের জ্ঞান-বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায়, মানুষ যখন আল্লাহ ও তার প্রেরিত নবী-রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপ-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, মানুষের নৈতিকতাবোধ যখন একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, তখন ঐ জাতির উপর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। ইতিপূর্বেও আল্লাহপাক বহু জাতিকে তাদের কৃতকর্মের ফলে সমূলে ধ্বংস করেছেন'।

আমরা এই ভয়াবহ দুর্যোগের সময়ে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব যে, দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীসহ, মন্ত্রী মহোদয়গণ ধৈর্যের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য আকুল আবেদন জানান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তারা পরম পরাক্রান্ত আল্লাহ তা'আলাকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন। কিন্তু কেউ কি এ পর্যন্ত তা করতে পেরেছে?

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তা'আলার চাবুকের কষাঘাত রূপে দেখা দিয়েছে এইড্‌স নামক মরণব্যাধি। এইড্‌স এর প্রলয়ঙ্করী ছোবল সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যাধি যেভাবে ধেয়ে আসছে, তাতে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এই রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেও আজ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। আর তা পারবে কি-না সন্দেহ।

এইড্‌স যৌনাচার ও যৌন বিকৃতির ফল (Pervernion)। সমকামিতা (Homosex) হ'তে এইড্‌স -এর বিস্তৃতি। আইন করে এটিকে জায়েয করারও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হযরত লূত (আঃ)-এর সময় সমকামিতার দরুণ আল্লাহ তা'আলা ঐ দেশকে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এইড্‌স মার্কিন মুল্লুকে সবচেয়ে বেশী আঘাত হেনেছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রদত্ত উপকরণাদি এবং অবাধ, মুক্ত যৌনাচার সহ সকল ভোগবাদী কর্মপ্রবাহ মিলে মিশে যে ক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত করেছে, তার প্রান্তসীমায় অবস্থান করছে আজকের মার্কিন সমাজ। এরপর আর যাবার রাস্তা নেই। 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিনের এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক মনে করে যে, যুক্তরাষ্ট্র নৈতিক ও অধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন। এই অবক্ষয়ের হাত হ'তে নিজেদের মুক্ত করার জন্য মার্কিনীরা সদ গুণাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

'দৈনিক ইনকিলাব'-এর 'আদিগন্ত' কলামে কলামিষ্ট রাহাগীর লিখেছেন, 'মার্কিন মুল্লুকে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন এক ব্যক্তি। কারণ তার রচিত একটি গ্রন্থ নাম তার উইলিয়ম বেনেট। বইটির নাম 'বুক অব ভার্চুস' অর্থাৎ সদগুণাবলী বিষয়ক গ্রন্থ। বইটি অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ১০ লাখ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। এতে বলা যায় মার্কিনীরা সদগুণাবলী বিষয়ক গ্রন্থটিকে পরম উৎসাহে গ্রহণ করেছে'। এ প্রসঙ্গে রাহাগীর বাংলাদেশেরও জন্য অনুরূপ সদগুণাবলী বিষয়ক গ্রন্থ গ্রন্থনার জন্য আবেদন করেছেন।

এই দেশের অবস্থাটি কি? উন্নত বিজ্ঞানের প্রদত্ত উপকরণাদি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আসতে শুরু করেছে। এই দেশের সামর্থ্যবান মানুষ অপরিসীম কৌতুহল ও অদম্য আগ্রহে যে সব উপকরণ বিজ্ঞানের অবদান নামে লুফে নিচ্ছে, সে সবের সাথে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন দর্শন এবং সেই সাথে বিজাতীয় সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মূলতঃ এ কারণেই বুদ্ধিবৃত্তি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক,

---

* *এম, এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

১. *দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ই আগষ্ট ১৯৯৯।*

পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জিত হ'তে শুরু করেছে। এছাড়া ন্যায়-নীতি ও মানব কল্যাণে দায়িত্ববোধ বলে যে অপরিহার্য সদগুণ এ দেশে একদা বহাল ছিল। তার বড় সংকট এখন। এ কারণে সদগুণাবলী বিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য তাগিদ দিয়ে রাহাগীর বলেন, 'আমি বলতে চাই যে, অবক্ষয় পশ্চিমা খৃষ্ট জগতে আঘাত হেনেছে। তার ঢেউয়ে মুসলিম বিশ্বও সয়লাব হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র বাংলাদেশ-এর জন্য সদগুণাবলী নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মুসলিমদের এই সদগুণাবলী বিষয়ক গ্রন্থের প্রয়োজন। বড় আফসোস যে, আজ হ'তে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে ইসলাম দুনিয়ার শাসনে যে জীবন ব্যবস্থা, যে ন্যায়-নীতির অমূল্য রতন দিয়েছে তা কি আমরা কোন দিন তাকিয়ে দেখেছি? আমাদের পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেই সদগুণাবলীর ব্যবস্থা আছে। আলাদা করে সদগুণাবলী রচনার প্রয়োজন আছে কি? আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক আলোকময় বস্তু এসেছে, উহা স্পষ্ট (কিতাব) কুরআন। এর দ্বারা আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিদেরকে শান্তির পন্থা সমূহ প্রদর্শন করেছেন, যারা তার শান্তি অন্বেষণ করে এবং তাকে নিজ করুণায় অন্ধকার হ'তে বের করে আলোর (ঈমানের) দিকে আনেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন' *(মায়েদা ১৫-১৬)*।

'আজকের দুনিয়ায় এটা সত্যিই বড় দুর্যোগময় চিত্র। তবুও এখনও সেখানে ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে ইসলাম। ১৪ শত বছর আগে ইসলাম মানুষকে এ পাশবিক ক্ষুধার দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। সুতরাং এখনও মানবজাতির জন্য ইসলামই একমাত্র ভরসাস্থল। ইসলামই মানুষকে আবার লোভ-লালসা মুক্ত করে উন্নত মানসিকতার অধিকারী করতে পারে এবং পুণ্য ও কল্যাণের আদর্শে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে'।[২]

আল্লাহ্র চাবুকের কষাঘাত হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে একমাত্র কুরআন মজীদের সক্রীয় রূপায়ন দিয়েই তার সুসমাধান সম্ভবপর। বিপদগ্রস্ত মানবমণ্ডলীর সব ব্যাধি ও সংকট নিরসনের উপযোগী একমাত্র ধর্ম ইসলাম। সুতরাং বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জন্য আলাদাভাবে সদগুণাবলী বিষয়ক পুস্তক রচনার প্রয়োজন আছে কি?

এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রাম- মানব রচিত সব মতবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি ক্বায়েমের তিক্ত ও কষ্টকর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত হ'তে হবে। নিজেদেরকে সত্য ধর্মের দাবী অনুযায়ী উন্নত করে নিতে হবে। আল্লাহ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ তার সুস্পষ্ট পরিচিতি না জানতে পারলে আমরা পরিপূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারব না। আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র প্রতি গভীর প্রত্যয় স্থাপন করে সমুন্নত হ'তে হবে। পারিপার্শ্বিকতাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সমসাময়িক কালের উপায়-উপকরণ ও কর্মপদ্ধতির অবগতি থাকতে হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন, যারা সময়ের প্রবাহকে উপলব্ধি করে এবং ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে'।[৩]

যারা আল্লাহকে ভুলে ত্বাগূতের পিছনে ছুটে, আল্লাহ্র চাবুক তাদের উপরই বর্ষিত হ'তে থাকে। আল্লাহ্র সে চাবুক ব্যক্তিগত হোক, সমাজগত হোক বা দেশভিত্তিক হোক না কেন তা থেকে কেউ নিস্তার পাবে না।

'আল্লার চাবুক' (Scourge of God) শব্দটি সৈয়দ আমীর আলী 'হিষ্ট্রি অব সারাসিন' (আরব জাতির ইতিহাস) গ্রন্থে বাগদাদের আব্বাসীয় বংশের খলীফাদের অধ্যায়ে ব্যবহার করেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ-শোক, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ মহামারি ছাড়াও আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে। যখন কোন জনপদের রাজা-বাদশা ও জনগণ আল্লাহকে ছেড়ে ভোগ-বিলাস আর আমোদ-ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেয়, আল্লাহ তখন সে ভূখণ্ডের উপর অত্যাচারী বাদশাকে, শাসনকর্তাকে, দণ্ডমুণ্ডের অধিপতি করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ উন্মাদনার স্পৃহা জাগিয়ে দেন। বাগদাদের খলীফাদের রাজত্বকাল এরূপ ঘটনাবহুল।

আব্বাসীয় খলীফা মুসতানছির ১২৪২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তদীয় পুত্র মুসতাছিম বিল্লাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি দুর্বল, চঞ্চল ও আমোদ প্রিয় ছিলেন। তার রাজত্বকাল দেশে গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা এবং বিদেশে বিপর্যয়ের অবিরাম কাহিনীপূর্ণ। তন্মধ্যে হালাকুখার বাগদাদ ধ্বংস অতীব দুঃখজনক। যা 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে আল্লাহ্র অভিশাপ নামে উল্লেখিত হয়েছে। বাগদাদের ধ্বংসকাহিনী বর্ণনা করতে ঐতিহাসিক গীবনের মত শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখনী প্রয়োজন বলে সৈয়দ আমির আলী মন্তব্য করেছেন।

হালাকু খার বাগদাদ ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনায় সৈয়দ আমীর আলী বলেন, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ পবিত্র কুরআন হস্তে গৃহ হ'তে বের হয়ে আশ্রয় পার্থনা করলে তাদেরকে পদতলে পিষিয়া মারা হয়। অতীব যত্নে প্রতিপালিত যে পুরললনাগণ জীবনে কখনও জনতার দৃশ্য অবলোকন

২. *মুহাম্মাদ কুতুব, ধর্ম কি অচল হয়েছে, পৃঃ ২৩।*

৩. *সাইয়েদ কুতুব, অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম, পৃঃ ৭৪।*

করতে সাহসী হয় নাই, তাদেরকে প্রকাশ্য রাজপথে টেনে এনে তাদের জঘন্যতম অত্যাচার করা হয়। খলীফা পরম্পরায় অতি যত্নে ও পরিশ্রমে আহরিত শিল্প ও সাহিত্যের সম্পদ সমূহ ও পুরাতন পারস্য সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কয়েক ঘন্টার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথ গুলিতে রক্ত স্রোত প্রবাহিত হয় এবং দজলার পানি ইহার গতিপথে বহুদূর পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়। লুণ্ঠন, হত্যা ও মানবতার অবমাননা ছয় সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি সৌধগুলিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। অধ্যাপক ও অধ্যয়নকারী সকলকে নিহত করা হয়। মূল্যবান গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত করা হয়। দুর্লভ পুস্তকগুলি অগ্নিদগ্ধ অথবা দজলার পানিতে নিমজ্জিত করা হয়। মানবজাতি পাঁচশত শতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হয়।

ইবনে খালদূনের মতে ছয় সপ্তাহের হত্যাকাণ্ডে ষোল লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাগদাদের ধ্বংসের সাথে সাথে পশ্চিম এশিয়ার উপর রাত্রির কালো ছায়া নেমে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলিম জগতের উপর দিয়ে যে অগণিত অসভ্য ও ধর্মহীন দলসমূহের ঝটিকা প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল, তাদের দ্বারা সম্পাদিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কথা আরব ও পারসিক লেখকগণ হৃদয় বিদারক সুরে বর্ণনা করে গেছেন।

হালাকুর আক্রমণ সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের উপর এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের উপর আপতিত সর্ববৃহৎ বিপর্যয় সমূহের ও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৈব-দুর্বিপাক গুলির অন্যতম। যদি কেউ বলে আল্লাহ্‌র জগত সৃষ্টি হ'তে এ পর্যন্ত কখনও পৃথিবী এরূপ বিপর্যস্ত হয় নাই, তবে তার উক্তি সত্য হবে। কারণ ইতিহাসে এমন নযীর নাই (ইবনুল আছীর)।[৪]

এক্ষণে আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নেই। ইতিপূর্বের বড় বড় জাতি সমূহও আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি এবং ছামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাঊনের সাথে যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন' *(ফাজর ৬-১৩)*।

৪. সৈয়দ আমীর আলী, আরব জাতির ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৮-৩৪০।

আমি কেন আহলেহাদীছ হ'লাম?

*-রশীদ আহমাদ**

সমস্ত প্রশংসা মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি জিন ও মানবজাতিকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর প্রিয় সাথী ও অনুসারীদের উপর।

আল্লাহপাক মানবজাতিকে ইসলামী ফিতরাতের উপরেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ-

'তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতি, যার উপর আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনরূপ পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ-

'প্রত্যেক নবজাত শিশু ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী কিংবা নাছারা কিংবা অগ্নি উপাসক বানায়'।[১]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ইসলামী ফিতরাত বা স্বভাবের উপরই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তথা সমাজ তাকে দ্বীন ইসলাম থেকে অপসারিত করে অন্য ধর্মাবলম্বী বা মতাদর্শী বানায়। ফলে সে আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে সরে গিয়ে ইহুদী অথবা নাছারা কিংবা মজূসী (অগ্নি উপাসক) হয়।

এমনিভাবে উক্ত আয়াত ও হাদীছকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে সত্যিকার অর্থে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী হয়েই জন্মগ্রহণ করে। তারপর সে পরবর্তীতে সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মূল দ্বীন থেকে সরে যায়। ফলে সে মু'তাযিলা, খারেজী, শী'আ কিংবা অন্য কোন বিদ'আতী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দলটি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী ছিলেন, তারা হচ্ছেন 'ছাহাবায়ে কেরামের দল'। পরবর্তীতে যারা এ দুনিয়ায় আসবেন, তাদের সবাইকে ছাহাবায়ে কেরামদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। চাই তা আক্বীদাগত দিক দিয়ে হৌক কিংবা আমলগত দিক দিয়ে হৌক। অর্থাৎ জীবনের

* মুদার্রিস, উনায়যা ইসলামিক সেন্টার, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত, হা/৯০, 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ।*

সর্বক্ষেত্রে তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ-

'অতঃপর যদি তারা তোমাদের ঈমান আনার মত ঈমান আনে, তবে তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো তারা হঠকারিতায়ই পড়ে থাকল' (বাক্বারাহ ১৩৭)।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করেই আমাদেরকে হক্ব-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। তবে যদি কোন বিষয়ে ছাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহ'লে তার সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহ থেকে নিতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূল এবং তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশের মালিক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্যে উপনীত হও, তবে সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক' *(নিসা ৫৯)*।

এ নির্দেশ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মুমিন আসবে সকলের জন্য। শুধু ছাহাবায়ে কেরামের জন্য নয়। কারণ আল্লাহ্পাক 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করেছেন। এর মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত ঈমানদার এ জগতে আসবে সবাই শামিল।

অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, মানুষ জন্মলগ্নে কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী বা আহলেহাদীছ* হয়ে থাকে। পরবর্তীতে পরিবেশ বা সমাজের কারণে সে অন্য মতাদর্শী হয়। ফলে সে আহলেহাদীছ বা কুরআন-সুন্নাহ্র সরাসরি অনুসারী থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে একদিন আমিও আহলেহাদীছ ছিলাম না। বরং হানাফী ছিলাম। তবে সত্যিকারের হানাফী ছিলাম না। কারণ সত্যিকারের হানাফী হ'লে মানুষ হানাফী থাকতে পারে না; বরং তাকে আহলেহাদীছই হ'তে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন,

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

'হাদীছ ছহীহ হ'লে সে হবে আমার মাযহাব'।[২] তথাপি হানাফী দাবীদার ছিলাম। কথিত হানাফী মাদরাসা থেকে ফারেগ হই। পরিশেষে আল্লাহপাক সঊদীতে আসার তওফীক্ব দান করেন। অতঃপর এখানকার ওলামায়ে কেরামের সংসর্গ এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আমি আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী বা আহলেহাদীছ হই।

এক্ষণে আমি কেন আহলেহাদীছ হ'লাম? এ ব্যাপারে আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়ে মাত্র দু'টি নমুনা পেশ করছি। আশা করি হক্ব অনুসন্ধিৎসু ভাইগণ কিছুটা হ'লেও উপকৃত হবেন।

প্রথমতঃ আমি আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা রাখতাম যে, এ সমস্ত ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে তার কোন অর্থ না নিয়েই এগুলির অর্থ আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে। যাকে আরবীতে "تَفْوِيْضٌ" বলা হয়। এ ধারণায় বিশ্বাসীদেরকে "مُفَوِّضَةٌ" বলা হয়।

এ বিষয়ে আহলেহাদীছ হওয়ার পরে আমার আক্বীদা হচ্ছে যে, কুরআন-সুন্নাহ্তে আল্লাহ্র নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে যা উল্লেখ হয়েছে তা যথার্থ। এ ক্ষেত্রে অন্যার্থ গ্রহণ কিংবা কোনরূপ অর্থ না নেয়া সবগুলিই বিদ'আতী বা নবাবিষ্কারকদের কার্যক্রম।

আল্লাহ যে আরশে আছেন বিদ'আতীরা তা মানতে রাযী নন। তারা বলে আল্লাহ্র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান। অথচ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদের সাত জায়গায় 'তিনি আরশে সমাসীন' বলে উল্লেখ করেছেন *(ত্বাহা ৫, সাজদাহ ৪ ইত্যাদি)*। এমনিভাবে তিনি বার বার বলেছেন, 'আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি'। তার মানেই তো হচ্ছে যে, আল্লাহ উপরে অর্থাৎ আরশে আছেন। সেখান থেকে কুরআন নাযিল করেছেন। এছাড়া কুরআন মজীদে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আরশে সমাসীন। মুসলিম শরীফে এসেছে, 'রাসূল (ছাঃ) এক ক্রীতদাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) তার মালিককে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ঈমানদার'।[৩]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে অর্থাৎ আরশে আছেন। কারণ আল্লাহ যদি আরশে না থাকতেন, তাহ'লে নবী করীম (ছাঃ) ঐ ক্রীতদাসীর কথায় স্বীকৃতি দিতেন না।

আবূদাঊদ শরীফে হাসান সনদে একটি হাদীছ এসেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আরশ পানির উপর এবং

* *ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' ও আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ' একই অর্থ বহন করে, যার অর্থ হাদীছের অনুসারী। আল্লাহ তা'আলা যেমন নিজেই কুরআনের ১৪ জায়গায় 'আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন)-কে 'হাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনকে 'হাদীছ' বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীছে ও হাদীছকে 'হাদীছ' নামে অভিহিত করা হয়েছে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১, বুখারী ১৭২ পৃঃ) বিধায় 'আহলেহাদীছ'-এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের (কুরআন-সুন্নাহ্র) অনুসারী' (বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬) ৩৬-৩৭ পৃঃ)।*

২. *শামী বৈরুত ছাপা তাবি ১/৬৭ পৃঃ।*

৩. *মালেক, মুওয়াত্ত্বা, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৩, 'বিবাহ' অধ্যায় 'তিন তালাক প্রাপ্ত' অনুচ্ছেদ।*

আল্লাহ আরশের উপর। সেখানে তিনি জ্ঞাত আছেন তোমরা কোন্ অবস্থায় রয়েছ'।

এ হাদীছ দ্বারাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরশের উপর সমাসীন আছেন। তবে তার জ্ঞান সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে আছে। এমনিভাবে ছাহাবীদের ঐক্যমত দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহপাক আরশে আছেন। কারণ ছাহাবীগণ কুরআন পড়েছেন ও শিখেছেন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে। কিন্তু কখনও তারা আল্লাহ যে আরশে আছেন এর বিপক্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এর দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহপাক আরশে আছেন এবং এটা তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্র ভাষ্য মোতাবেক মেনে নিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রমাণ থাকত। তাই ছাহাবীদের ঐক্যমত দ্বারাও প্রমাণিত যে, আল্লাহপাক আরশে আছেন। বিবেক দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহপাক আরশে আছেন। কারণ আল্লাহপাক উপরে থাকবেন কিংবা নিম্নে। আর নিম্নে থাকাটা আল্লাহ্র পক্ষে ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্র উপর অন্যান্য সৃষ্টির অবস্থান প্রমাণ করে, যা দ্বারা আল্লাহ্র পরিপূর্ণ উচ্চতা বাকী থাকে না। অতএব, আল্লাহ্র পক্ষে নিম্নে থাকাটা যখন অসম্ভব প্রমাণিত হ'ল, তখন তাঁর পক্ষে উপরে থাকাটাই অবশ্যম্ভাবী।

ফিতরাতও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ উপরে আছেন। কারণ যখনই মানুষ কিছু চাইতে উদ্যত হয়, তখনই তার অন্তর আকাশ অভিমূখী হয়। এ জন্য দো'আ করার সময় মানুষ স্বভাবগতভাবেও আসমানের দিকে হাত উঠায়। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে, আল্লাহ আরশে আছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহতে যেরূপ বিবরণ এসেছে সেরূপই আমি বিশ্বাস করি। এর মধ্যে কোন রকমের বিকৃতি, অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ, তুলনা দান, আকৃতির সাদৃশ্যদান না করেই আল্লাহ্র যাত, নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস করি। আর এটাই হচ্ছে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। যেভাবে ইমাম মালেক (রহঃ)-কে 'আল্লাহ আরশের উপর আছেন' এর আকৃতি সম্পর্কে কোন এক বিদ'আতী জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন,

اَلْاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُوْلٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ (البيهقى)

'আল্লাহ্র পক্ষে আরশে অবস্থান করাটা অজ্ঞাত নয়। এর আকৃতি বা ধরণ বিবেকাধীন নয়। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এর উপর বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব' *(বায়হাক্বী)*

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উক্ত বাণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ যে আরশে আছেন এ কথার উপর বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কিন্তু তাঁর আকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করা বিদ'আত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তাঁর (আল্লাহ্র) অনুরূপ কিছুই নেই' *(শূরা ১১)*। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হ'তে পারে যে, তাহ'লে আল্লাহ কি আমাদের সাথে নন? জবাব হ্যাঁ, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। তবে এটি গুণগত দিক দিয়ে, সত্তাগত দিক দিয়ে নয়। যেমন আবূদাঊদ শরীফের একটি হাদীছ আগে উল্লেখ হয়েছে যে, আল্লাহ আরশে আছেন। সেখান থেকে তিনি জ্ঞাত আছেন আমরা কোন অবস্থায় রয়েছি। এছাড়া কুরআন-সুন্নাহতে যে সমস্ত স্থানে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন বলে উল্লেখ হয়েছে, সেসবই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ গুণগত ভাবে আমাদের সাথে আছেন। একটু অনুধাবন করলেই তা সহজে বুঝে আসে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার ও মানার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয়তঃ আমি ছূফী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম। এমনকি মনে করতাম যারা ছূফী ইজম করে না তারা পথভ্রষ্ট।

আহলেহাদীছ হওয়ার পর এ ব্যাপারে আমার আক্বীদা বা বিশ্বাস এই যে, ছূফী মতাদর্শ একটি নবাবিষ্কৃত মতাদর্শ, যার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্র কোন দলীল নেই। এই মতাদর্শে বিদ'আত এমনকি শিরক পর্যন্ত রয়েছে। নিম্নে এর কিছু নমুনা তুলে ধরছি-

(ক) অনেক ছূফী আল্লাহ ব্যতীত নবীদের ও জীবিত-মৃত অলীদের নিকট প্রার্থনা করে থাকে। যেমন 'বাবা শাহজালাল সাহায্য কর! বড় পীর সাহায্য কর!' ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (অনুপস্থিত কিংবা মৃত ব্যক্তিকে) ডাকা স্পষ্ট শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَاتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَ لَايَضُرُّكَ ج فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

'আর তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি তা কর, তাহ'লে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আই ইবাদত'।[৪] অর্থাৎ ছালাতের মত দো'আও ইবাদত। ছালাত যে রকম আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সম্পাদন করা জায়েয নয়, তেমনি দো'আও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট করা জায়েয নয়। বরং এটি 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরক, যা ক্ষমার উপযোগ্য নয়।

(খ) ছূফীরা মনে করে যে, কিছু সংখ্যক অলী, কুতুব, আবদাল ইত্যাদি রয়েছেন, যাদের উপর আল্লাহ দেশ পরিচালনা, শহর পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। এ ধারণা রাখা সম্পূর্ণ শিরক। কারণ সবকিছুর পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহ তার বিধানে কাউকে শরীক করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَايُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهِ اَحَدًا-

৪. *আলবানী, ছহীহ তিরমিযী, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুত তাবরিয়াহ আল-আরাবী ১৯৮৮), ৩/১৩৮ পৃঃ হা/২৬৮৫।*

'আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না' (কাহ্ফ ২৬)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ج وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ– 'আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেন, তাহ'লে তিনি ছাড়া তা দূর করার মত আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তার অনুগ্রহ রহিত করার মত কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হ'তে যাকে চান কল্যাণ দান করেন। তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(ইউনুস ১০৭)*।

(গ) কোন কোন ছূফী অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তারা মনে করে স্রষ্টা আর সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ স্রষ্টা আর সৃষ্টি এক। এ কারণে অনেকেই মনছূর হাল্লাজের মত ভণ্ডকেও আল্লাহ্র অলী বলতে দ্বিধাবোধ করে না। অথচ এই মনছূর হাল্লাজ أنا الحق 'আমিই আল্লাহ' বলে দাবী করেছিল। এজন্যে তখনকার উলামায়ে কেরাম তাকে 'মুরতাদ' বলে ফৎওয়া দিয়েছিলেন। ফলে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যারা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী আমরা তাদেরকে বলব, আল্লাহপাক কুরআনে এবং নবী (ছাঃ) হাদীছে বলেছেন যে, যারা কাফের তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। এক্ষণে কাফেররা যে চিরকাল জাহান্নামে জ্বলে শাস্তি ভোগ করবে ওরা কি স্রষ্টা? আর স্রষ্টা কি নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবেন?

অতএব আমরা এই ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করব যে, এসো তাওবার মাধ্যমে হক্ব গ্রহণ করো এবং এই ভ্রান্ত মতবাদ পরিত্যাগ করে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার ব্যবধানের উপর বিশ্বাস করো। আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন! -আমীন!

(ঘ) ছূফীরা সমস্বরে উঁচু আওয়াজে যিকর করেন। অথচ এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

'তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রবকে আহ্বান কর। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*।

রাসূল (ছাঃ) একবার তাঁর ছাহাবীদেরকে উচুঁ স্বরে যিকর করতে দেখে বললেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর দয়া পরবশ হও। কারণ তোমরা বধির ও অনুপস্থিত কোন সত্তাকে ডাকছ না। বরং তোমরা সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তাকে ডাকছ, যিনি তোমাদের সাথে আছেন'।[৫] এখানে 'যিনি তোমাদের সাথে আছেন' বলে গুণগত দিক বোঝানো হয়েছে।

(ঙ) ছূফীরা মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এটি নবাবিষ্কৃত আমল। এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। অথচ আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে কেউ এমন আমল করল, যার স্বপক্ষে আমার কোন নির্দেশনা নেই, সে আমলটি প্রত্যাখ্যাত'।[৬] এ রকম জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদ'আত। কারণ এটিও নবাবিষ্কৃত আমল।

(চ) অনেক ছূফী মনে করে যে, নবী করীম (ছাঃ) এমনকি তাদের বুযুর্গরা পর্যন্ত ইলমে গায়েব জানেন। এ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ–

'বলুন! আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখেন না' *(নামল ৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ 'এবং তারই নিকট গায়েবের সমস্ত চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না' *(আন'আম ৫৯)*।

(ছ) অনেক ছূফী আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-কে মানুষ না মনে করে 'নূর' মনে করে। অথচ এ ধারণাটি সরাসরি আল্লাহ্র কালাম ও নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ 'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার নিকট এ মর্মে অহি আসে যে, তোমাদের প্রভু একজনই' *(কাহ্ফ ১১০)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যে রকম ভুলতে পার, সে রকম আমিও ভুলতে পারি'।[৭]

(জ) কোন কোন ছূফী মনে করে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য সৃষ্টিজগত সৃজিত হয়েছে। অথচ এটি একটি ভুল ও অলীক ধারণা। কেননা আল্লাহপাক কুরআন মজীদে বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জ্বিন এবং মানবজাতীকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*।

এমনিভাবে আল্লাহপাক তাঁর নবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ 'এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করতে থাক' *(হিজর*

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, আলবানী হা/২৩০৩, 'দো'আ' অধ্যায়, 'তাসবীহ-তাহমীদ' অনুচ্ছেদ।*

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩২৯ পৃঃ 'ই'তিছাম' অধ্যায়।*

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত হা/১০১৬, 'ছালাতে ভুল করা' অনুচ্ছেদ।*

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা,

৯৯)। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কোন মিথ্যাচারী একটি জাল কথা বানিয়ে নবী (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করেছে যে, 'হে নবী (ছাঃ)! যদি তুমি না হ'তে, তাহ'লে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করতাম না'।[৮] এ কথাটি মিথ্যা সম্বোধন করা হয়েছে নবীর দিকে। কিন্তু আক্ষেপ লাগে ঐ সমস্ত বক্তাদের উপর যারা এ বাক্যটিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বলে জনসমক্ষে পেশ করেন এবং লোকজনকে ভ্রান্ত করার পায়তারা করেন। তাদেরকে নবী করীম (ছাঃ)-এর এ ফরমানটির দিকে গভীরভাবে খেয়াল করে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করা উচিত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে কেউ আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[৯]

(ঝ) ছূফীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। যেমন নক্শবন্দী, মুজাদ্দেদী, সাহরাওয়ার্দী, ক্বাদেরী, শাযিলী ইত্যাদি। অথচ ইসলাম হ'ল একটি, শেষ নবী (ছাঃ) হ'লেন একজন, আল্লাহ হ'লেন এক। তাহ'লে ইসলামের মধ্যে এতদলে বিভক্তির মাধ্যমে ফাটল সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন?

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহ্র সরল পথ। এর ডানে-বামে আরো কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এসব পথের প্রতিটি পথে একটি করে শয়তান বিদ্যমান আছে আর নিজের দিকে আহ্বান করছে। তারপর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'নিশ্চিত এটিই আমার সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর এবং এছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ কর না। তাহ'লে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তিনি তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সংযত হ'তে পার'।[১০]

এছাড়া ছূফীদের আরও অনেক আক্বীদা ও আমল রয়েছে যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। আলোচ্য নিবন্ধে তাদের বিশেষ কয়েকটি আক্বীদা ও আমলের উল্লেখ করা হ'ল মাত্র। যেন হক্ব অনুসন্ধিৎসু ভাইগণ হক্বের পথে ফিরে আসতে পারেন এবং বাতিল পরিত্যাগ করতে পারেন। আশা করি তাদের জন্য এ আলোচনাটুকু হক্ব গ্রহণে সহায়ক হবে ইন্শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হক্ব বুঝার ও মানার তাওফীক্ব দিন।- আমীন!!

৮. *হাদীছটি জাল, দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলাতু আহাদীছিয যাঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ হা/২৫।*
৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮, 'ইলম' অধ্যায়।*
১০. *আন'আম ১৫৩; আহমাদ, রাযীন, আলবানী, মিশকাত হা/১৯১, 'ঈমান, অধ্যায়, কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ।*

ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ

*-ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান**

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। শুভ পরিণতি মুত্তাক্বীদের জন্য। আর শাস্তি যালিমদের জন্য। আল্লাহ অনুগ্রহ করুন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, তাঁর বংশধরদের প্রতি, তাঁর ছাহাবীগণের প্রতি এবং নিষ্ঠার সাথে যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে যাবেন তাদের প্রতি।

আমি বেশ কয়েক বৎসর যাবত বাহরাইনে আছি। এখানে শী'আ ও সুন্নী মিলে প্রায় সকলেই মুসলমান। সুন্নীদের মাঝে আহলেহাদীছ (সালাফী) ও মাযহাবী সবাই আছেন। কিন্তু কিছুতেই বুঝা যাবে না কে কোন্ মাযহাবের। কারণ প্রায় সকলেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন, ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন ও সশব্দে আমীন বলেন। রামাযান মাসে তারাবীহ পড়ার সময় যার ইচ্ছে আট রাক'আত, যার ইচ্ছে বিশ রাক'আত পড়েন। সাধারণ লোকদের মাঝে কোন ভুল পরিলক্ষিত হ'লে এবং ছহীহ হাদীছ অনুসারে তাদের বলে দিলে তারা সাথে সাথে মেনে নেন। কেউ এ কথা বলেন না যে, এটা তো আমাদের মাযহাবে নেই।

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের আলেম সমাজের কি হ'ল? তাঁদের কেউ যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারে তাদের জীবন পরিচালিত করতে চান তাহ'লে তাদেরকে ওয়াহ্হাবী, লামাযহাবী, গায়ের মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এমনকি কোন সঠিক দলীল ছাড়াই আহলেহাদীছ ফিত্না, ভ্রান্ত ফিরকা ইত্যাদি বলা হয়। আমাদের দায়িত্বশীল আলেম সমাজের যখন এই অবস্থা তখন অন্যেরা আহলেহাদীছ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবেন তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে চট্টগ্রাম হ'তে প্রকাশিত **মাসিক 'মুঈনুল ইসলাম'** পত্রিকার জুন ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তাক্বলীদ ও আহলেহাদীছ ফিত্না' শিরোনামের প্রবন্ধটি পাঠে আমি আশ্চর্য হয়েছি এবং এ বিষয়ে কলম ধরার মনস্থ করেছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনাই করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন। আর মানুষের জন্য করেন কল্যাণকর ও উপকারী।

আহলেহাদীছ কারা?

যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন এবং এই দুই মূল উৎসকে অন্য সকল মত ও পথের উপরে প্রাধান্য দান বিষয়ে ছাহাবা ও তাবেঈন-এর আদর্শ অনুসরণ করেন, তারাই আহলেহাদীছ। তা আক্বীদা, ইবাদত, মু'আমালাত, আখলাক, রাজনীতি ও সমাজনীতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। দ্বীনের মূল ও শাখা সকল

* *পোঃ বক্সঃ ২৬৩০, মানামা, বাহরায়েন।*

ক্ষেত্রেই তাঁরা আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা নাযিল ও প্রত্যাদেশ করেছেন তার উপর অবিচল থাকেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে আল্লাহ্র কিতাবকে হাদীছ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ 'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম হাদীছ বা বাণী তথা, আল-কুরআন' *(যুমার ২৩)*। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে অতি উত্তম হাদীছ বলে অভিহিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা নাজম ৫৯ নং আয়াত, সূরা তূরের ৩৪ নং আয়াত সহ বহু স্থানে কুরআনকে হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কিতাব আল-কুরআনই সর্বোত্তম হাদীছ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নির্দেশই সর্বোত্তম পথ নির্দেশ'।[১] অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অর্থাৎ হাদীছ বা ইসলাম-এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী অন্য কথায় আহলেহাদীছ ছহীহ। সাধারণভাবে 'আহলেহাদীছ' হিসাবেই এই দল পরিচিত।

যেমন হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি তারা হ'লো (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) অতঃপর আহলুল হাদীছগণ এবং (ঘ) ফক্বীহ্দের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন, যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং (ঙ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুবর্তী হয়েছেন।

বুঝা গেল যে, ছাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহ বিদ্বানগণই কেবল আহলেহাদীছ ছিলেন না বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আম জনসাধারণও সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন। যেমন 'আহলুর রায়'-এর পণ্ডিতগণ ছাড়াও তাঁদের সাধারণ অনুসারীগণ বিভিন্ন মাযহাবী নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন।[২]

আহলুর রায় কি?

'আহলুর রায়' অর্থ রায়-এর অনুসারী। পূর্বসূরী কোন ব্যক্তির রচিত উছূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান নেন, তাদেরকে শাহ অলিউল্লাহ্র ভাষায় 'আহলুর রায়' বলা হয়।[৩]

১. *ছহীহ মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/১৪১, কিতাব সুন্নাহ আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ; (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ ৫৭/১৯৯৬।*
৩. *হুজ্জাতুল্লাহ; বিস্তারিত জানার জন্যে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়ের পার্থক্য শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য ১/১২৯ (মিসরী ছাপাঃ ১৩২২ হিঃ)।*

আহলেহাদীছ নামকরণ ও পরিচিতিঃ

৩৭ হিজরীর পরে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ ধরে যখন খারিজী, শী'আ, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তখন ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের পবিত্র উদ্যোগ এসবের প্রসার রোধ করেছিল। তাঁরা এসব ফিৎনা হ'তে মুসলিম মিল্লাতকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে নিজেদেরকে 'আহলুস্ সুন্নাহ' বা 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন। অতঃপর তাদের অনুসারী হকপন্থী মুসলমানরাও নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করেন।[৪]

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের আনুগত্য চুল পরিমাণও অতিক্রম করে যাওয়া আহলেহাদীছগণের নীতি বিরুদ্ধ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সমকক্ষতায় দুর্বল হাদীছের অনুসরণ করাও আহলেহাদীছগণের রীতি বিরুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত আহলেহাদীছগণের যেমন কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নেই, তেমনি আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতের লিখিত পুস্তককে নিজস্ব গ্রন্থরূপে স্বীকার করেননি'।[৫]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'যে হাদীছ ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে তার উপর আমল করবে এবং উহাকে হাতে-দাঁতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। কেননা যা ছহীহ বলে প্রমাণিত, তার উপর আমল করাই বান্দার জন্য যথেষ্ট। একথা কারু নিকট অবিদিত নয় যে, মানুষের নিকট বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল সুন্নাত উপস্থাপন করাই তাদের জন্য অধিক কল্যাণবহ।[৬]

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতিঃ

প্রখ্যাত চার ইমামের প্রত্যেকেরই বক্তব্য হচ্ছে- 'ছহীহ হাদীছই আমাদের মাযহাব'। অর্থাৎ আমাদের রায়-এর বিরুদ্ধে ছহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছের উপরই আমল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মর্যাদা এবং তাঁর পথ যথার্থ ও সঠিক। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আরো বলেছেন, আমরা কোথা হ'তে মাসআলা গ্রহণ করেছি তা জানার আগ পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করা কারু জন্য জায়েয নয়।[৭] আহলে সুন্নাতের সকল ইমাম ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য তাদের অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে কারণ আমরা তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলতে পারি। কিন্তু তাঁদের মুক্বাল্লিদ অনুসারীগণ পরবর্তীকালে ইমামদের নামে মাযহাব রচনা করেছেন।

৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ
৫. *আবদুল্লাহেল কাফী, আহলেহাদীছ পরিচিতি।*
৬. *আলবানী, ছহীহ আল্-কালিমুত-ত্বাইয়িব।*
৭. *শা'রানী, মীযান ১ম খণ্ড ৫৫ পৃঃ।*

অনেক ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছের উর্ধ্বে ইমামের বা পরবর্তী কোন মাযহাবী বিদ্বানের ফৎওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ফলে ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আহলেহাদীছ হ'লেও তাঁদের অনুসারী মালেকী বা শাফেঈগণ তাক্বলীদের কারণে অনেক সময় আহলেহাদীছ থাকেন না। কারণ নিরপেক্ষভাবে হাদীছ গ্রহণ ও সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দান করার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আহলেহাদীছগণের রয়েছে, তাক্বলীদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুক্বাল্লিদগণ তা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। হাদীছ অনুসরণের কারণে নিজ ইমামের মাযহাবের রায়-এর বিপরীত হ'লেও কেউ মাযহাব থেকে বিচ্যুত হন না। বরং তিনি নিজ মাযহাবেরই অনুসারী থাকেন। তবে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের কথার দোহাই দিয়ে হাদীছের বিরোধিতা করে, সে ব্যক্তি কিছুতেই অটুট রজ্জু আঁকড়ে ধরে নেই। বরং এই অনমনীয় মনোভাবের কারণে সে ইমামদের নাফরমানীই করছে এবং তাদের কথার বিরোধিতা করে চলেছে।

আমরা আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর সাথে একমত। তিনি বলেছেন 'যে সকল মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অনিচ্ছা সত্ত্বে ছহীহ হাদীছের বিপরীত মতপ্রকাশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য ওযর। কেননা আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের বাইরের বিষয়ে দায়ী করবেন না। সে জন্য তাঁকে বিদ্রুপ করা যাবে না। অনেক জাহেল মূর্খ লোক যদিও এরূপ করে থাকে। বরং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ। কেননা তিনি মুসলমানদের অন্যতম ইমাম। তাদের অসীলায় এই দ্বীন সংরক্ষিত আছে এবং আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁরা ভুল-শুদ্ধ যাই করুন না কেন, এর বিনিময়ে পুরস্কার পাবেন। তবে তাঁর কোন অনুসারীর জন্য ছহীহ হাদীছ বিরোধী তাঁর মাসআলা মানা যরূরী নয়।[৮]

আহলেহাদীছগণ ছাহাবা, তাবেঈন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় ও পরবর্তী যুগের সকল মহামনীষী এবং বিদ্যার্থীকে আন্তরিকতার সাথে শ্রদ্ধা করেন। 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না' *(হাশর ১০)*।

আহলেহাদীছ বিভিন্ন নামেঃ

আহলেহাদীছ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে ও বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে 'আছহাবুল হাদীছ, আহলুস সুন্নাহ, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, আহলুল হক্ব, আহলুল আছার, মুহাদ্দেছীন, মুহাম্মাদী, আছারী, আনছারুস সুন্নাহ প্রভৃতি নামে কথিত হয়েছেন। সালাফে ছালেহীন-এর অনুসারী হওয়ার কারণে তাঁরা সালাফী হিসাবেও পরিচিত। আহলেহাদীছগণ সঊদী আরব ও কুয়েত প্রভৃতি দেশে সালাফী, ইন্দোনেশিয়াতে জামা'আতে মুহাম্মাদীয়া এবং পাকভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ নামে পরিচিত।

৮. *আলবানী, ছিফাতু সালাতিন নবী*।

ইসলামী মাযহাবঃ প্রত্যেক মুসলমানই এক মাযহাবের উপরে রয়েছে। তা হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম এক ও অবিভাজ্য দ্বীন। এতে কোন মাযহাব বা তরীকা নেই, যা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। সে কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য। চার মাযহাব বা এর বহির্ভূত অন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করা তার জন্য ওয়াজিবও নয় মুস্তাহাবও নয়। কোন মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের উপর সর্বদা আমল করার প্রয়োজন নেই। বরং সকল মাসআলায় কেউ কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের উপর অবিচলভাবে অনুসারী থাকলে সে গোষ্ঠীপ্রীতির দোষে দুষ্ট, বিভ্রান্ত ও অন্ধ অনুসরণকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে। সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে পবিত্র কুরআনের ভাষায়, যারা তাদের দ্বীনের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে, নিজেরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে, হে নবী! আপনার সাথে তাদের কোন সংশ্রব নেই' *(আন'আম ১৫৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। সকল দলই নিজ নিজ মতবাদে তুষ্ট' *(রূম ৩১-৩২)*। আল্লাহ আরও বলেন, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে মযবুতভাবে ধারণ কর, দলে দলে বিভক্ত হইও না *(আলে ইমরান ১০৩)*।

নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণের ফলে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুসলিম ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়। এরি পরিণতিতে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁ-এর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে মিশরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৫ হিঃ থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায়... এবং চার মাযহাবের বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়। বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুক্বাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এইভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। পরবর্তীতে ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের নিয়ম অনুযায়ী একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আল-হাম্দুলিল্লাহ।[৯]

একটু পূর্বেই আমরা দেখলাম মতপার্থক্যের কারণে তারা ইসলামের দ্বিতীয় মহান রোকন ছালাতের ব্যাপারেও ঐক্যবদ্ধ হ'তে ব্যর্থ হয়েছে। তারা একই ইমামের পিছনে

সবাই এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতে অনিচ্ছুক। কেননা তাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী ইমামের ছালাত বাতিল কিংবা কমপক্ষে মাকরূহ।

শুধু তাই নয়, কোন কোন অন্ধ অনুসারী আরও কঠিন মতভেদও পোষণ করেন। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সঙ্গে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীর বিয়ে-শাদীও নিষিদ্ধ করেন। আবার কোন কোন মশহূর হানাফী শাফেঈ মাযহাবকে আহলে কিতাবের অনুরূপ মনে করে বিবাহকে জায়েয বলেছেন *(আল-বাহরুর রায়েক)*। বুদ্ধিমানের জন্য পরবর্তী কালের আলেমদের মতভেদের কুফল বুঝার জন্য উপরোক্ত উদাহরণই যথেষ্ট।

মূলতঃ এক মাযহাবের কোন অনুসারী অন্য মাযহাব থেকে যা ইচ্ছা ও যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং নিজ মাযহাব থেকেও যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু ছাড়তে পারে। কেননা, সবটুকুই এবং সব মাযহাবই শরীঅত বা আল্লাহ্র আইনভিত্তিক। তাতে কোন অসুবিধা নেই। বাতিল হাদীছের উপর ভিত্তি করে মতভেদের উপর অর্থহীনভাবে অটল থাকার কোন যুক্তি নেই *(ছিফাতু ছালাতিন নবী)*।

অপরদিকে অনেকেই এ সমস্ত মাযহাবের দিকে সম্বন্ধিত হয়েও আক্বীদায় বিমুখ হয়। যেমন কবরে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে সাহায্য চায়, আল্লাহ্র বিশ্লেষণ সমূহকে সঠিক ও প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে এর অপব্যাখ্যা করে। বাস্তবে তারা তাদের ঐ সকল মাযহাবের ইমামদের আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা এ সকল ইমামদের আক্বীদাহ হচ্ছে- সালাফে ছালেহীনের আক্বীদাহ। যাঁরা ছিলেন সত্যিকার মুসলিম। আল্লাহ তাঁদের উপর রহম করুন ও সন্তুষ্ট হৌন এবং তাঁরাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হৌন! আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাঁদের সাথে আমাদের হাশর করুন। আমীন!

তাক্বলীদঃ

পারিভাষিক অর্থে, নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির প্রদত্ত শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ' বা 'তাক্বলীদে শাখ্ছী'। ইসলামী শরীয়ত মুসলিম উম্মাহ্কে ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ দিয়েছে, তাক্বলীদে শাখ্ছীর নয়। কোন মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয় এবং কেউ ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গলের খবর রাখেন না, তাই মানব রচিত কোন মতবাদই (সে মতবাদ ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই-ই হৌক না কেন), প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। সেই মতবাদে পৃথিবীতে শান্তিও আসতে পারে না। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যের তাক্বলীদ নিষিদ্ধ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য হ'ল এই যে, তাক্বলীদ হচ্ছে দলীল ছাড়াই রায়-এর অনুসরণ। পক্ষান্তরে ইত্তেবা হ'ল দলীল বা রেওয়ায়াতের অনুসরণ।[১০] অন্যদিকে মুজতাহিদের রায় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত যদি দলীল পাওয়ার সঙ্গে শর্তযুক্ত থাকে, তাহ'লে সেটাকে পুরোপুরি তাক্বলীদ বলা চলে না। কুরআনে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ অর্থে তাক্বলীদ নয় বরং 'ইত্তেবা' ও 'ইতা'আত' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছেও অনুসরণ অর্থে কোথাও তাক্বলীদ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। 'তাক্বলীদ' পরিভাষাটি মূলতঃ পরবর্তী যুগের প্রচলন।

তাক্বলীদ সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'আমার মতে ফৎওয়া প্রার্থীর নিকট সকল মাযহাবের ফৎওয়া বর্ণনা করার দরকার নেই। বরং তার মধ্যে কোন একটি ফৎওয়া বর্ণনা করাই যথেষ্ট। কেননা মুক্বাল্লিদ অনির্দিষ্টভাবে যেকোন মুজতাহিদের ইচ্ছা তাক্বলীদ (দলীলের অনুসরণ) করবে। তিনি বলেন, 'ফক্বীহগণ কোন মুক্বাল্লিদের এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবে গমনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে যে কথা বলেছেন.... তারা যদি এর দ্বারা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবভুক্ত হয়ে থাকার বাধ্যবাধকতাকেই ধারণা করে থাকেন, তবে বলা হবে যে, মুখে বলে বা নিয়তের মাধ্যমে একজন মুজতাহিদের অনুসরণকে অপরিহার্য গণ্য করার কোন শারঈ দলীল নেই। বরং দলীল ও মুজতাহিদের কথার উপরে আমলের প্রয়োজন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে (সকল বিষয়ে নয়)। যেমন আল্লাহ বলেন, 'জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কেবল তখনই হয় যখন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়। আর তার প্রেক্ষিতে যদি মুজতাহিদের নিকটে কোন কথা প্রমাণিত হয়, তখন তার উপর আমল ওয়াজিব হয়।[১১]

শাহ ছাহেব আরও বলেন, যদি মা'ছূম রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে- যাঁর আনুগত্য আমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেছেন মুক্বাল্লিদের মাযহাবের খেলাফ ছহীহ সনদ সূত্রে কোন হাদীছ পৌঁছে যায় এবং আমরা তা পরিত্যাগ করি ও উক্ত মুজতাহিদের কল্পনার অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে এবং সেদিন আমাদের জন্য কি ওযর থাকবে যেদিন আমরা বিশ্বপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হব? তিনি আরও বলেন, লোকেরা ধারণা করে যে, প্রচলিত মাযহাব সমূহের বাইরে যাওয়া শরীয়তের অনুসরণ ও আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করা হ'তে বের হয়ে যাওয়ার শামিল। তারা আরও মনে করেন যে, ঐ মাযহাবগুলির বাইরে কোন উত্তম ও মযবুত তরীকা নেই। অতএব এগুলোর কোন একটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার শামিল। সাবধান হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সব ব্যক্তিকে ভীষণভাবে তিরস্কার করেছেন। এছাড়া আরও বহু সন্দেহ-সংশয় লোকদের অন্তরে উপস্থিত হয়ে থাকে। তিনি বলেন, 'নিছক মুক্বাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হ'তে পারে না। বরং পৃথিবীর অধিকাংশ ফাসাদ ও বিশৃংখলা তাক্বলীদের উৎস হ'তেই পয়দা হয়েছে। তাক্বলীদপন্থী আলেমদেরকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন, এদের সমস্ত ইলমের পুঁজি হ'ল হেদায়া, শরহে বেকায়া প্রভৃতির মধ্যে। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে?[১২] আমার মতে আলেমদের উচিত তাক্বলীদী সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে আমল বিল হাদীছের প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করা।

[চলবে]

৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ৮৯।*
১০. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৫০-৫১।*
১১. *ইক্বদুল জীদ পৃঃ ১১২; আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১১২।*
১২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৬৭; ইক্বদুল জীদ পৃঃ ৩৯-৪৭; হুজ্জাতুল্লাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৩৫৫/১৯৩৬ খৃঃ) ১/১৫৪-১৫৬।*

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা,

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٣٥) عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَصَفَقَتْ وَرَقُ الْجَنَّةِ عَنِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَارَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا تُقِرُّبِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتُقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا–

(৩৫) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযানের জন্য বছরের প্রথম থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত জান্নাতকে সাজানো হয়। যখন রামাযান মাসের প্রথম দিন উপস্থিত হয়, তখন আরশের নীচে জান্নাতের গাছের পাতা থেকে আনত নয়না হুরদের উপর বায়ু প্রবাহিত হয়। তখন তারা বলে, হে প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্দিষ্ট করে দিন, যাদের দেখে আমাদের চোখ ঠাণ্ডা হবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ ঠাণ্ডা হবে'। হাদীছটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য)।[১]

(٣٦) عن سلام بن مسكين قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مَرْفُوْعًا: خَلِيْلِىْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اُوَيْسُ الْقُرْنِىْ –

(৩৬) সালাম ইবনে মিসকীন বলেন, আমাকে একজন লোক মারফূ সূত্রে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ওয়াইস কুরনী আমার বন্ধু'। হাদীছটি মুনকার।[২] এ হাদীছের বিরোধী ছহীহ হাদীছ রয়েছে যাতে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম'।[৩]

(٣٧) عن انس مرفوعا خَمْسٌ تُفْطِرُ الصَّائِمَ وتُنْقِضُ الْوُضُوْءَ: اَلْكِذْبُ، وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ، وَالنَّظْرُبِالشَّهْوَةِ، وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ–

(৩৭) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি কর্ম ছিয়াম ও ওযূকে নষ্ট করে দেয়। (১) মিথ্যা (২) গীবত বা পরনিন্দা, (৩) চোগলখুরী (৪) কামোত্তেজনার দৃষ্টিতে কোনদিকে তাকানো (৫) মিথ্যা কসম'। হাদীছটি জাল।[৪]

(٣٨) عن ابى هريرة مَرْفُوْعًا: خَمْسٌ مِنَ الْعِبَادَةِ: قِلَّةُ الطَّعَامِ عِبَادةٌ، وَالْقُعُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ فِى الْمَصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرْأَةٍ عِبَادَةٌ وَالنَّظْرُ فِىْ وَجْهِ الْعَالَمِ عِبَادَةٌ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَالنَّظْرُ فِىْ وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ –

(৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি কর্ম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (১) কম খাওয়া (২) মসজিদে বসে থাকা (৩) কুরআন তেলাওয়াত না করে কেবল কুরআনের দিকে লক্ষ্য করা (৪) ভূপৃষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য করা (৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার ধারণায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পিতা-মাতার মুখের দিকে লক্ষ্য করাও ইবাদত'। হাদীছটি যঈফ।[৫]

(٣٩) عن عائشةَ مَرْفُوْعًا: ذِكْرُعَلِىٍّ عِبَادَةٌ–

(৩৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আলী (রাঃ)-কে স্মরণ করা ইবাদত'। হাদীছটি জাল।[৬]

(٤٠) عن ابن عباس ان البنى صلى الله عليه قَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى–

(৪০) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) আমার নিকটে ঐরূপ, যেরূপ হারূণ মূসা (আঃ)-এর নিকটে'। হাদীছটি মিথ্যা।[৭]

(٤١) عن جابر مَرْفُوْعًا قَال: إِذَا كَتَبَ اَحَدُكُمْ كِتَاباً فَلْيُتَرِّبْهُ فَاِنَّهُ اَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَفِى التُّرَابِ بَرَكَةٌ–

(৪১) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ পত্র লেখে, তখন সে যেন তাতে মাটি মাখায়। কেননা সেটা প্রয়োজন পূরণে হবে অধিক ফলদায়ক এবং মাটিতে রয়েছে বরকত'। হাদীছটি যঈফ।[৮]

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/১৯৬৭, সিলসিলা যঈফা হা/১৩২৫।*
২. *ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, সিলসিলা যাঈফা হা/১৭০৭।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬০২০।*
৪. *আবুল ক্বাসেম খারক্বী, সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৮।*
৫. *আফীফুদ্দীন আবুল মা'আলী, সিলসিলা যঈফা হা/১৭১০।*
৬. *ইবনু আসাকির, সিলসিলা যঈফা হা/১৭২৯।*
৭. *তারীখু বাগদাদ, সিলসিলা যঈফা হা/১৭৩৪।*
৮. *তিরমিযী, সিলসিলা যঈফা হা/১৭৩৮।*

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

- শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*

[২য় কিস্তি]

লেনিনের নেতৃত্বে জার সম্রাটকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের সময়ে বলশেভিক পার্টির প্রয়োজন ছিল মুসলমান ও খৃষ্টানদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ। মুসলমানদের ধর্মাচরণ এবং জান-মালের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন স্বয়ং লেনিন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অন্যতম আপ্তবাক্য হ'লো- লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে কোন কৌশলই অন্যায় নয়। তাই গোটা মধ্য এশিয়ায় প্রথমে ইসলামের সাথে সহঅবস্থান, পরে ব্যক্তিজীবনে ইসলামী অনুশাসনের সীমিত অনুসরণের অনুমতি এবং শেষ অবধি ইসলামের উৎখাতের জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চীন, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ায়। এতসবের পরেও সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা ইসলামের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে চেচনিয়া, দাগেস্তান, কসোভো, বসনিয়া-হারজেগোভিনা, চীনের হোনান, গানসু, জিনজিয়াং, সিচুয়ান প্রভৃতি জনপদ।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মকে উচ্ছেদের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়, তার একটা ক্ষুদ্র নমুনা হ'লঃ 'যতটা নৃশংসভাবে কোকন্দ অধিকৃত হয় ও ভস্মীভূত হয়, তা মধ্যযুগীয় দেশজয়ী মঙ্গোলেরও (অর্থাৎ চেঙ্গিস খান) বিস্ময়ের কারণ ছিল। চৌদ্দ হাযারেরও বেশী লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মসজিদ ও ধর্মস্থানের অবমাননা চরমে পৌঁছে। মুসলিম সাহিত্যের সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অবরোধের ফলে স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের মজুদ খাদ্যশস্য এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ তার অধিকাংশই কমিউনিস্টগণ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। নয় লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়'।[১]

সোভিয়েতের ইসলামবিরোধী আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন মুস্তফা চোকাইয়েভ (কোকন্দ), জাবিদ খাঁ (আজারবাইজান), শামিল বেগ (দাগেস্তান) প্রমুখ। এই উদ্দেশ্যে নানা সংগঠনও গড়ে ওঠে। মুস্তফা চোকাইয়েভ গড়ে তোলেন 'মিল্লিজে তুর্কীস্তান বিরলিগা', জামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা গড়ে তোলেন 'বাসমাকী আন্দোলন', মুরাদ ওরাজভ 'তুর্কমেন আজতলিগি', আবদুর রহীম বাইয়েভ ও ওয়ালী ইবরাহীমভ 'মিল্লি ফিরকা' এবং মুহাম্মাদ আমীন ও ফতেহ আলী খাঁ 'আজারবাইজান প্রতিরোধ আন্দোলন'। অন্যান্য যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্যে বিদেশ সফর করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আয়ায ইসহাকী, জাকি ওয়ালিদী তুকতারভ, সাদরী মাকসুদী আরসাল, মির্যা বালা কুলতুক, হামদী ওরলু, সাইয়িদ শামিল, ইউসুফ আকচুরা, আলী মারদান বে তোপচিবাশী, ইসমাঈল বে গ্যাসপিরিলি, আবুসাদ আহতেম ও সাইয়িদ গিরাই আলকীন প্রমুখ বরেণ্য ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব।

ধর্ম তথা ইসলামকে সমূলে উৎখাতের জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহীত কর্মসূচীর ফলাফল জানা যাবে ডঃ হাসান জামানের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *'কমিউনিষ্ট শাসনে ইসলাম' হ'তেঃ*

'১৯০৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় রাশিয়াতেই মসজিদের সংখ্যা ছিল ৭০০০। ১৯৪২ সালের ১৬ই মে প্রকাশিত .Soviet War News-এ দেখা যায় যে, সমগ্র রাশিয়াতে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩১২ তে। ১৯১৭ সালে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮০০। ১৯১৮ সালে এর একটিরও অস্তিত্ব ছিল না। মসজিদ সমেত এসব ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব ও গুদামে পর্যবসিত করা হয়েছে।' (পৃঃ ১৩)।

কম্যুনিষ্টদের শঠতা ও প্রবঞ্চনার আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ককেশীয় মুসলমানরা ১৯১৭ সালে দাগেস্তান নামে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তুরস্ক, জার্মানী এমনকি রাশিয়াও এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে সার্বভৌম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বলশেভিক শাসনের সূচনাতেও দাগেস্তানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এমনকি ১৯২১ সালেও স্ট্যালিন দাগেস্তানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বলশেভিক পার্টির নীতি পরিবর্তিত হয়। শুরু হয় বিশ্বাসঘাতকতার নতুন ধারা। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে ককেশাস অঞ্চলে সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়। লেনিনের উত্তরসূরীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দাগেস্তানকে সোভিয়েত শাসনের আওতায় নিয়ে আসে। এজন্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় দশ লক্ষ মুসলমানকে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নির্বাসনে পাঠানো হয় সুদূর সাইবেরিয়ায়। পাইকারীভাবে হত্যা করা হয় বুদ্ধিজীবি ও ব্যবসায়ীদের। ধূলিস্যাৎ করে দেওয়া হয় শত শত মসজিদ ও মাদরাসা।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও এ অত্যাচারের বিভীষিকা হ'তে রেহাই পায়নি। তবে ইহুদীদের সৌভাগ্য তারা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে ইঙ্গ-মার্কিন তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত নতুন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলে এসে আশ্রয় নেয়। খ্রীষ্টানদেরও বিরাট এক অংশ পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি জমায়। দেশ ত্যাগের সুবিধা ছিল না শুধু মুসলমানদের। তাছাড়া তারা জন্মভূমি ও স্বদেশ ছেড়ে আসার চেয়ে নিজেদের আযাদী রক্ষার লড়াইয়ে শহীদ হওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছিল।

একই অবস্থা ঘটে মহাচীনেও। ইসলামের সঙ্গে চীনের মুসলমানদের সংযোগ বহু শতাব্দী প্রাচীন। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বেই ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টনে দেশের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মুসলমান বাস করে জিনজিয়াং (পূর্বের

---

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *Lt. Col. P.T. Elerton-In the Heart of Asia, 1926, p. 153।*

সিনকিয়াং) এলাকায়। এর আদি নাম ছিল পূর্ব তুর্কিস্তান। এর পরেই স্থান সিচুয়ান, ইউনান এবং কানসু (বর্তমানে গানসু) ও শানসী। চীনা কম্যুনিষ্টরা সর্বপ্রথম আঘাত হানে কানসু ও শানসী এলাকায়। মুসলমানরা এখানে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে কম্যুনিষ্টরা এ আন্দোলন ১৯৫০ সালে স্তিমিত করে দেয় এবং খুব সতর্কতার সাথে নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালাতে থাকে। অপরদিকে মুসলমানদের খুশী করার মানসে দ্বিতীয় জাতীয় কমিটিতে মা সুং তিং ও তা পু কোন্ নামে দু'জন মুসলিম সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জিনজিয়াং কম্যুনিষ্ট দখলে আসে ১৯৪৯ সালে। বহু আলিম, মুসলিম কর্মচারী ও নেতাকে বন্দী করা হয়। আহমদ জান, ইসহাক বেগ, লি সু বাং, চেং আন ফু, শাও শফূ, শাও চেং তান, আবদুল করীম আবাসভ, ডাঃ মাসুদ সাবেরী প্রমুখ গণ্যমান্য নেতাকে হত্যা করা হয়। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা দীর্ঘদিন ই মিং, আ হো মাইতি এবং শাই মুর নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৩৮ সালের হিসাব অনুযায়ী চীনে মুসলমানের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির কাছাকাছি, মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪২,৩২১টি। সেই চীনেই কম্যুনিষ্ট সরকার প্রদত্ত ১৯৫২ সালের তথ্য অনুযায়ী মুসলমানের সখ্যা এক কোটিরও নীচে, মসজিদের সংখ্যা মাত্র ৪০০০। মাত্র চৌদ্দ বছরে চার কোটি মুসলমান কোথায় হারিয়ে গেল? ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী লোকসংখ্যা তো বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা ছিল।

বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকার ১৯৫১ সালে সেদেশের ষাট হাযার মুসলমান পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের বুলগেরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের সম্পত্তিই শুধু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, তাদের নেতাদের গ্রেফতার ও গুমখুন করা হয়। সকল পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট দেশে প্রধান প্রধান দু-একটি মসজিদ বহাল রেখে বাকী সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলমানদের আরবী ভাষার নাম পরিত্যাগে বাধ্য করা হয় জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির হীন উদ্দেশ্যে। কুরআন-হাদীছ চর্চা দূরে থাক, শুধুমাত্র কুরআন শরীফ পড়াই ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম ও সোস্যালিজমের পতন দশা শুরু হওয়ার পর হ'তে এই অবস্থার পরিবর্তন হ'তে শুরু করেছে।

ইসলামের অবস্থান এ দু'য়ের বিপরীতে। ব্যক্তিজীবন হ'তে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন বাস্তবায়ন অর্থাৎ পূর্ণাংঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত বিধি-নির্দেশ বাস্তবায়ন ইসলামের দাবী। এই লক্ষ্যেই নবী-রাসূলরা সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন। ব্যক্তি পূজা, মূর্তি পূজা, ইন্দ্রিয় পূজা সকল কিছুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। মানুষ একমাত্র তার ইলাহ বা রব ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করবে না, আর কারো হুকুম মান্য করবে না এ শিক্ষা ইসলামের। মানুষের মনগড়া মতবাদ আসলেই তাগূতী মতবাদ। এ মতবাদ একটা-দু'টো নয়, শত-সহস্র। এসবের কিছু অস্ত্রের জোরে, কিছু অর্থের জোরে, কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে আবার কিছু শঠতা বা চতুরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে। আল্লাহদ্রোহীতা বা ধর্মের পূর্ণ উচ্ছেদ এরই আরেক চরম ও বিপরীত রূপ। কিন্তু এসবের পরিণাম ফল হয়েছে নিদারুণ হতাশাব্যাঞ্জক ও অমানবিক। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর মাধ্যমে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে যে কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। ইসলামের দূতরা তাই যখনই যেদিকে গেছেন মযলুম জনতা, তাগূতী ধর্মের পীড়নে ক্লিষ্ট জনতা, মনগড়া আইনের শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ জনতা তাদের সাদরে আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম তাদের আশার বাণী শুনিয়েছে। তাদের আত্মাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র দেশ-কাল-পাত্র সব কিছুকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে আল্লাহই মহান ও সর্বশক্তিমান এবং মানুষ একমাত্র তাঁরই দাস আর কারও নয়, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্যেই ক্লিমোভিচ দুঃখ করে বলেছেন- 'আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমরা ইসলামের সাথে এঁটে উঠতে পারি না। ইসলামের দুর্দম ধর্মবিশ্বাস বিরাট শক্তির পরিচায়ক'।[২]

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। পুঁজিবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিরংকুশ, সমাজতন্ত্রে এই স্বাধীনতা অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত। ইসলামে এই স্বাধীনতা শরীয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থায় একজন লোকের নিজের খেয়াল-খুশী মতো যেকোন কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে শুধু তারই তৈরী আইন অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্টে, ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক জান্তা। তার ভোগের পেয়ালা উপচে পড়লেও সে নিবৃত্ত না হ'লে দোষের কিছু নেই। শত সহস্র বনী আদম ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর থাকলেও তার খাবার টেবিল বহু বিচিত্র পদে সজ্জিত ও ভরপুর থাকা চাই। শুধু ভোগই নয়, বিনিয়োগ, বন্টন, উৎপাদন পারিবারিক জীবন, সাংসারিক জীবন সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও কাজে-কর্মে প্রতিফলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। ব্যক্তিকে সেখানে কথা বলার যন্ত্রের চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তার জীবনের সর্বক্ষেত্রই পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবই রাষ্ট্র তথা পার্টি নিয়ন্ত্রিত। যতটুকু স্বাধীনতা পার্টি অনুমোদন করবে তার বেশী চাইবার অধিকারও তার নেই। পার্টিই ঠিক করবে তার প্রতিটি আচরণ, তার কর্মক্ষেত্র, তার বিশ্বাস, এমনকি তার পরিবারও। এর ব্যত্যয় ঘটলো কি না তার তদারকী ও খোঁজ-খবর নেবার জন্যে রয়েছে গোয়েন্দা বাহিনী। সে বাহিনী এতই বিশাল, এতই ব্যাপক তার নেটওর্য়াক যে, সেখানে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার

২. *Klimovich, Islam vs Tsarsky Rossi, Moscow, 1936 /*

বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরি করে। পার্টি বসের এলাকার কমরেড চীফের সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সর্বপ্রধান বা একমাত্র ব্রত। তাইতো সুযোগ পেয়েই তারা ছিটকে বেরিয়ে আসে। এদের বিপুল সংখ্যক বিদ্যুতায়িত কাঁটা তারের বেড়ায় জীবন দিয়েছে, পাহারারত সেন্ট্রির গুলিতে লুটিয়ে পড়েছে। এরপরও সারাজীবন যাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষা পেয়েছে, সেই শ্রেণী শত্রুর দেশে যেয়ে আশ্রয় নেয়। সেই বার্লিন ওয়াল আজ আর নেই, কিন্তু তার রক্তাক্ত ক্ষত রয়ে গেছে হাযার হাযার পরিবারে। আজও তারা রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে ওঠে।

এর ভিন্ন একটা চিত্রও রয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যেটুকু সুযোগ এখন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মক্কা, মস্কো ও বেইজিং এর নাগরিকেরা অর্জন করেছে, তার ফলে তাদের প্রাত্যহিক জীবন আচরণে যে পরিবর্তন এসেছে, যত দ্রুত তারা পুঁজিবাদী সভ্যতার ভোগবাদী জীবনকে গ্রহণ করেছে, তা বিস্ময়কর। মেট্রোপলিস দু'টোর যুবক-যুবতীরা নিউইয়র্ক শিকাগো, লস এঞ্জেলস, শহরের মতো ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের জন্যে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মদ, জুয়া, ডিসকো নাচ, ক্যাবারে, পপ সঙ্গীত, ম্যাগডোনাল্ডের ফাস্ট ফুড, সফ্‌ট ড্রিংক্স হ'তে শুরু করে কালোবাজারী, চোরাকারবারী ও বেশ্যাবৃত্তি কিছুই বাদ নেই। সবই হাতের নাগালে পাবার জন্যে শুরু হয়ে গেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারা পাশ্চাত্যের উদ্দাম, উচ্ছৃংখল ও নৈতিকতাহীন জীবনের অন্ধ অনুকরণে মেতেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামেই। ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবন তাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদের কাছে তা তুলে ধরার সুযোগ ধ্বংস করেছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মোড়লরাই।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামের দাবী খুবই যৌক্তিক। ইসলামে ব্যক্তিকে তার রব স্বাধীনতা দিয়েছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরার, স্বাধীনভাবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার। এক্ষেত্রে তার নিয়ন্তা হবে তারই বিবেক, তার ধ্রুবতারা হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। বিবেক কখনোই মানুষকে অশুভ বা অন্যায়ের দিকে ধাবিত হ'তে রায় দেয় না। সেই রায় আরও সুন্দর, কল্যাণমুখী ও সমাজের জন্যে সর্বৈব মঙ্গলের হয়ে দাঁড়ায়, যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বান্দা যখন তার রবের রঙে রঙীন হয় তখন তার সমগ্র কর্মকাণ্ডই হয়ে ওঠে পূতপবিত্র ও কল্যাণময়। শরীয়াহ মানুষের প্রবৃত্তিগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার নিজের ও সমাজের কল্যাণই নিশ্চিত করে। এখানে না আছে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ, না আছে ব্যক্তি মানুষের মনগড়া আইনের নিগড়ে বন্দী হওয়ার কোন আশংকা। ব্যক্তি এখানে না প্রবৃত্তির দাস, না এখানে ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাই একাধারে যেমন খুবই মূল্যবান তেমনি সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তার ভূমিকা অসাধারণ।

৪. অর্থনৈতিক দর্শনঃ

অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তিনটি মতবাদের মধ্যে চরম বিরোধ ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। জড়বাদী জীবন দর্শনের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পুরোপুরিই ভোগবাদী ও ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খা নির্ভর। সমাজের কল্যাণ বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে গৌণ। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এই ইচ্ছারও রূপান্তর ঘটেছে। বক্ষ্যমাণ আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে ভূমিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে মার্কেন্টোইলিজম, সংরক্ষণবাদ, অবাধ অর্থনীতি এবং অধুনা উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাজার অর্থনীতির নামে অবাধ ও অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরীতে রাষ্ট্রও উৎসাহ ও মদদ যুগিয়েছে। সেভাবেই তৈরী হয়েছে দেশের বিচার ও আইন কাঠামো। নিজ দেশের সম্পদ যখন পর্যাপ্ত মনে হয়নি তখন ছলে-বলে-কৌশলে অন্য দেশের সম্পদ আহরণে তৎপর হয়েছে। কখনও এরা জোট বেধে চড়াও হয়েছে অন্যের উপর। কখনওবা একাকী প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল লুটে নিয়েছে। শুধু বাণিজ্যের নামেই পুঁজিবাদ যা করেছে ও করছে তা নজীরবিহীন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির স্বার্থেই গড়ে উঠেছে World Bank। বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্যে GATT, UNCTAD হ'তে উত্তরণ ঘটেছে WTO (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা) তে। অসম প্রতিযোগিতা ও অসীম মুনাফার জের ধরে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এরাই অর্থনীতির নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স সুইডেনের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানকে প্রকারান্তরে এরাই কুক্ষিগত কর রেখেছে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোয় বারবার আর্বিভাব হয়েছে মন্দার, কখনো তার রূপ হয়েছে মহামন্দার (Great Depression)।

চরম ব্যক্তিস্বার্থপরতা, একচেটিয়া কারবার, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অভিলাষ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে গুরুত্ব না দিয়ে বিলাস সামগ্রী উৎপাদন জোরদারের ফলশ্রুতিতে ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হয়েছিল এই মহামন্দা। একদিকে হাযার হাযার টন গম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, ক্ষেতের ভুট্টা ক্ষেতেই পুড়েছে, আপেল-আঙ্গুর-পীচ-কমলা গাছতলাতেই পচেছে, অন্যদিকে নিরন্ন বুভুক্ষু লক্ষ লক্ষ নর-নারী কর্মহীন উপার্জনহীন ও চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় কাটিয়েছে। ব্যাংকের পর ব্যাংক লালবাতি জ্বালিয়েছে, কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই গভীর সংকট হ'তে উত্তরণের জন্যে রাষ্ট্রকেই আবার গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসতে হয়েছে, পুঁজি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। অসহায় শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্যে ভাতা ও কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শাস্ত্রে পূর্ণপ্রতিযোগিতার কথা বলা থাকলেও বাস্তবে কাজ করে অপূর্ণ ও অসম প্রতিযোগিতা।

সুদ এই অর্থনীতির জীয়নকাঠি। সুদের মাধ্যমেই তার সকল লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সুদ যে অপরিমেয় ক্ষতি করে তা পুষিয়ে নেবার বা তার প্রতিবিধানের কোন উপায় নেই এই অর্থনীতিতে। পুঁজিবাজার, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, মুনাফা সকল কিছুরই নেপথ্যে নির্ণয়াক ও নির্ধারক শক্তি সুদ। রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সুদের হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও তা সব সময়ে ফলপ্রসু হয় না। এর পরিণাম ফলও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসে না। এ্যাডাম স্মীথের 'অদৃশ্য হাত' আজও কাজ করে চলেছে। মিল্টন ফ্রীডম্যান, ম্যাক্স ওয়েবার, গুনার মিরডাল, পল এন্থনী স্যামুয়েলসন, ডাবলিউ ডাবলিউ রষ্টো, আর্থার লুইস, টিডাবলিউ সুলজ, সাইমন কুজনেটস, জন কেনেথ গলব্রেথ অথবা অমর্ত্য সেন কেউই পুঁজিবাদের অশুভ চক্রের খপ্পর হ'তে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বরং একে সকলেই ঘষে-মেজে নাট-বল্টু পাল্টিয়ে প্রকারান্তরে এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই সহায়তা করেছেন। একজনের ভুল প্রেসক্রিপসন অন্যজন শুধরে দিয়েছেন। ফন হায়েক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারী হস্তক্ষেপের ঘোরতর বিরোধিতা করলেও কেইনস, গলব্রেথরা এগিয়ে এসেছেন সরকারের হাতকেই শক্ত করতে, যেন পুঁজিবাদের রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হয়ে গেলে তাকে আবার লাইনে তুলে দিয়ে সচল করা যায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে অবস্থান সমাজতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এর অপর নাম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Centrally Planned Economy)। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রই সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলাই হয়ে থাকে প্রলেতারিয়েতদের জন্যে অর্থনীতি নতুন করে বিনির্মাণ করা দরকার। আসলেই প্রলেতারিয়েতদের নিজেদের শ্রম ছাড়া বিক্রির অন্য কিছুই থাকে না। কারণ অন্য সব কিছুই ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের দখলে চলে গেছে। প্রকৃত অর্থেই তারা এখন সর্বহারা। সর্বহারার রাষ্ট্রের নামে পার্টির পক্ষে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে কোথায় কখন এবং কিভাবে উৎপন্ন হবে। একইভাবে উৎপাদিত দ্রব্য কত মূল্যে কতখানি কোন্ জায়গায় কার মাধ্যমে বিক্রি হবে সে সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের। প্রলেতারিয়েতরা এবং পার্টির কমরেড ডিরেক্টর ও পলিট্যবুরোর সদস্যরা কতখানি ভোগ করবে তারও সিদ্ধান্ত দেয় সরকারই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসকার লাঙ্গে বা জাঁ টিনবার্জেনের মতো অর্থনীতিবিদদের হাতেও এর পূর্ণতা আসেনি। খোলা বাজারে চাহিদা যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রে মূল্য নির্ধারিত হয়ে আসছে Trial and Error প্রক্রিয়ায়। ফলে কোন দ্রব্যের সঠিক বা উচিৎ মূল্য কি হবে সে বিষয়ে সমাজতন্ত্রে কোন সর্বসম্মত সমাধান নেই। বাজার অর্থনীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই অবস্থা কিছুতেই কাঙ্খিত হ'তে পারে না। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ অর্জিত হ'তে পারে না, পারেওনি। সোভিয়েত রাশিয়ার সুবিখ্যাত 'সিজার্স ক্রাইসিস' কিংবা চীনের 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড'-এর নেপথ্য কাহিনী যারা জানেন তাদের বিস্তারিত করে বলার দরকার নেই। এছাড়া সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নামে কৃষি জমি জবর দখলের পর যখন দেখা গেল উৎপাদনের পরিমাণ বিপ্লব পূর্বকালের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে, সৈন্য দিয়ে গ্রাম থেকে খাদ্য ছিনিয়ে এনেও শহরের অভাব পূরণ হচ্ছে না, লাল ফিতা ও পদক উপহার দিয়েও কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না, বরং লাশের স্তূপ বাড়ছেই, তখন কিচেন গার্ডেনের নামে ব্যক্তিগত খামার গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চীন রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়া কিউবা পোল্যাণ্ড হাঙ্গেরী কোন দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। আসলেই মানুষের স্বভাবধর্ম বা ফিতরাতকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে যাই-ই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই-ই পরিণামে বুমেরাং হয়ে আঘাত করেছে উদ্যোক্তাদেরকেই।

ইসলামের অবস্থান এ দু'য়ের মাঝামাঝি। ইসলাম ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি আবার তার পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধেও রাখেনি। রবং 'হিসবাহ' ও 'হিজর'-এর দ্বারা ইসলামী সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারী করে, শরীয়াহর সীমা লংঘনকারীকে শাস্তি দেয়। ব্যক্তিকে শরীয়াহ অনুমোদিত উপায় অনুসরণ করে শরীয়াহ সীমার মধ্যেই উপায়-উপার্জন করতে এবং ভোগ ও ব্যয়কে সীমিত রাখতে বলে। রাষ্ট্র এখানে না Laissez faire নীতি অবলম্বন করে, না এই অর্থনীতির কর্মকাণ্ড Command ভিত্তিক, অর্থাৎ পুরোপুরি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জন এই অর্থনীতি তথা জীবন দর্শনের অন্যতম দাবী। ব্যক্তির উৎপাদন ও উপার্জনে সমাজের অধিকার এখানে স্বীকৃত। যাকাত ও উশর আদায় ছাড়াও *ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ* এই অর্থনীতির অন্যতম ভিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' *(হাশর ৭)*।

তিনি আরও বলেন, 'তাদের ধন-সম্পদে যাঞ্চা ও বঞ্চিতদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে' *(আল-জারিয়াহ ১৯)*।

[চলবে]

রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

-মুহিব্বুর রহমান হেলাল*

উপক্রমণিকাঃ

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এই বিশেষ উন্নতির যুগে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যে ভিত্তিস্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তা মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার পরবর্তী উত্তরণ হিসাবেই চিহ্নিত করা যায়। কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকেন যে, 'ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী বা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর কোন অবদান নেই। তাদের ভাষায় ইসলাম নিতান্তই একটি পুরোনো রীতি-নীতি এবং এ কারণেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই'।[১] এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেন- "Do you want us to go back to the age when people lived in tents a thousand years ago"[২] বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানদের অবদান রয়েছে। এর মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অন্যতম। রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে অগণিত বিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারা মানব সভ্যতা আজ উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে অবস্থান করছে। তবে এ উন্নতি ও সমৃদ্ধি একদিনে আসেনি। আস্তে আস্তে বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে। আর এ সাফল্যের পিছনে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান অসামান্য।

রসায়ন কি?

মূলতঃ বস্তু বা পদার্থের গঠন, পরিবর্তন, সংমিশ্রণ এবং রূপান্তরকে রসায়ন বিদ্যা বলে।[৩] বৈজ্ঞানিক ডাল্টনের মতে, 'প্রত্যেকটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু নিয়ে গঠিত'।[৪]

নামকরণঃ

অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বৈজ্ঞানিকরা নানা রকম বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করেন এবং বিবিধ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। এ সময়ে রসায়নের নামকরণ করা হয় **'আল-কেমী'** (AL-CHEMY) অর্থাৎ কিমিয়া, অপরসায়ন, মধ্যযুগের রসায়ন শাস্ত্র, বিশেষ করে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তনের বিদ্যা, (Chemistry of the middle ages esp, bouser metals into gold, a, alchemic, alchemical)[৫] অপরসায়ন বিদ্যা (alchemy) হ'তে রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।[৬]

রসায়ন শাস্ত্রে কুরআনের অবদানঃ

রসায়ন শাস্ত্রে কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য। বিস্তৃত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও বিশ্লেষণ করার মতো অজস্র সূত্র এতে নিহিত। যেমন মানুষ সৃষ্টির রহস্য। অর্থাৎ কোন্ উপাদান হ'তে মানবদেহ গঠিত হয়েছে? আমাদের সৃষ্টির প্রথম উপাদান যে মাটি, তা কুরআনে বলা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط وَمَاتَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَاتَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَايُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ- وَمَايَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হ'তে, অতঃপর শুক্রবিন্দু হ'তে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল। আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। দু'টি সমুদ্র সমান হয় না- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হ'তে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(ফাত্বির ১১-১২)*।

আল্লাহ্‌র বাণী 'আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছেন' এই আয়াতকে রসায়ন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, আমাদের দেহ অভ্যন্তরে যে সমস্ত পদার্থ যেমন- ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, গন্ধক, লোহা, পটাশিয়াম ইত্যাদি বিদ্যমান, মাটির অভ্যন্তরেও ঠিক সেগুলো বিদ্যমান।[৭]

---

* আলিম ২য় বর্ষ, হাড়াভাংগা ফাযিল মাদরাসা, গাংণী, মেহেরপুর।

১. ডঃ মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, প্রবন্ধঃ গণিতবিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানদের অবদান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ ১৬৫।

২. তদেব।

৩. ডঃ মুহাম্মাদ সাউদ, ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন, অনুবাদঃ ডঃ সিরাজুল ইসলাম (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট ১৯৯৬), পৃঃ ৫৯।

৪. মুহাম্মাদ নুরল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ডিসেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ২৮৩।

৫. Ashu Tosh Dev, Student's Favourite Dictionary English to Bengali and English (Calkuta: New edition: August 1994).

৬. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণঃ আগষ্ট ১৯৯৩), পৃঃ ৫০৯।

৭. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৪।

'অতঃপর বীর্য হ'তে' কথাটাও অত্যন্ত মূল্যবান। সৃষ্টির প্রথম পর্যায় মাটি আর দ্বিতীয় পর্যায় বীর্য। মাটি দ্বারা দেহের কাঠামো ও সারাংশের সৃষ্টি হয়। আর বীর্য দ্বারা নব সৃষ্টি রূপলাভ করে। সম্মিলিত বীর্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার পর তা একবিন্দু রক্তে পরিণত হয়, তৎপর ধীরে ধীরে এক টুকরো গোশতের সৃষ্টি হয়। অভিনব রূপে এই টুকরা হ'তে হাত, পা, কান, জিহ্বা, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রতিটি অঙ্গ যখন নিজস্ব কার্য সম্পাদনে সক্ষম, তখনই এতে প্রাণের সঞ্চার হয়। মাতৃগর্ভস্থ শিশু মায়ের রক্তেই সেখানে প্রতিপালিত হয়। সেখান থেকে আবার এক সুনির্দিষ্ট কাল অন্তে বের হয়ে আসে।[৮]

দু'টি সমুদ্র পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছে অথচ একটার পানি লবণাক্ত, তিক্ত, পান করার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আর একটার পানি সুপেয়, পিপাসা দূরকারী। কোন রাসায়নিক পদ্ধতি হ'তেই বোঝা যায় না যে, লবণপানি এবং মিষ্টিপানি একত্রিত করলে তা একরূপ নেয় না কেন? সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক বিরাট আকারের ভাসমান জাহাজ ও এর অভ্যন্তরস্থিত প্রবাল, মুক্তা ও মূল্যবান পদার্থসমূহ গবেষণার বস্তু।[৯] তাই মহান আল্লাহ বৈজ্ঞানিকদের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন খুঁজে দেখতে ও তাঁরই অনুকম্পা খুঁজে বেড়াতে, যেন তার নিদর্শন সমূহ হ'তে আমরা অনেক কিছু বের করতে পারি। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন-

وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَاطِلاً ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ-

'আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয় সমূহ বৃথা সৃষ্টি করিনি। অবিশ্বাসকারীরাই এরূপ ধারণা করে। অতএব, অবিশ্বাসকারীদের জন্য পরিতাপ' (ছোয়াদ ২৭)।

কুরআনের উপরোক্ত বাণী গবেষণার পথকে সুগম করে দিয়েছে। এই বাণীর উপর বিশ্বাস রেখে যে কোন ক্ষুদ্রতম পদার্থকে কেন্দ্র করে যদি অনুসন্ধান চালানো যায়, তাহ'লে দেখা যায় যে, কোন পদার্থই অমূলক নয়, কোন পদার্থই বৃথা নয়। প্রতিটি সৃষ্টির পশ্চাতেই উদ্দেশ্য নিহিত। রাস্তার দূর্বাঘাস থেকে আরম্ভ করে শালবনের তমালতরু, ক্ষুদ্রাকৃতি ইলেকট্রন থেকে সর্ববৃহৎ হিমালয় পর্বত, নিকৃষ্ট কুনী পোকা হ'তে বৃহদাকৃতির হাতি, জন্মান্ধ উইপোকা থেকে সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন শকুন, উত্তপ্ত প্রখর মরুভূমি হ'তে সুগভীর মহাসাগর, ভারবাহী গাধা হ'তে বুদ্ধিসেরা শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টির কোনটাই খেলা নয়। বৃথা কোনটাই সৃষ্টি করা হয়নি।[১০]

৮. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।
৯. ঐ, পৃঃ ৩১৫।
১০. ঐ, পৃঃ ৩১৫।

চলুন আমরাও চিন্তাশীল হই ও যেকোন পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করি এবং আল্লাহ্‌র বৈজ্ঞানিক কৌশলের পর্যালোচনা করি। কুরআনের বাণী- أَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ-

'তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হ'তে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। পরে তখন তোমরা তদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক' (ইয়াসীন ৮০)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ - ءَ اَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ-

'তবে কি তোমরা অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করছ, যা তোমরা প্রজ্বলিত করে থাক? তবে কি তোমরাই ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমিই উহার সৃজনকারী' (ওয়াক্বিয়াহ ৭১-৭২)।

রসায়ন শাস্ত্রে পানি ছাড়া কোন পরীক্ষা চলে না। রসায়ন শাস্ত্রে যেমন পানির প্রয়োজন তেমনি অগ্নিরও প্রয়োজন। এই অগ্নির উৎপত্তিস্থল কোথায় তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? সেটা হচ্ছে গাছ থেকে। কেননা রসায়ন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, যে সমস্ত পদার্থ বেশী পরিমাণে সূর্যতাপকে আবদ্ধ রাখার ক্ষমতা অর্জন করে সেই সমস্ত পদার্থ হ'তেই সহজে অগ্নির সৃষ্টি হয়। অনুসন্ধান করে রসায়নবিদগণ দেখতে পেলেন যে, কোন বিশিষ্ট বৃক্ষের অভ্যন্তরে এই তাপ অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, যার ফলে সামান্য ঘর্ষণেই অগ্নির সৃষ্টি হয়।[১১] আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে যারা যত বেশী গবেষণা করেছে, তারা ততই সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করেছে। আল্লাহ্‌র বাণী-

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ط يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

'আর আপনার প্রভু মৌমাছির প্রতি নির্দেশ করছেন- পাহাড়, বৃক্ষ এবং সকল উচ্চস্থানে গৃহ স্থাপন করতে, তারপর রকম বেরকমের ফুলের মধু খেতে। অতঃপর চলতে থাক তোমার প্রভুর দেখানো সহজ পথ সমূহে। বাহির হয়ে থাকে তার পেট হ'তে বিভিন্ন বর্ণের পানীয়। তার মধ্যে আছে মানুষের জন্য আরোগ্যের দৃঢ় উপাদান। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল জাতির পক্ষে' (নাহল ৬৮-৬৯)।

১১. ঐ, পৃঃ ৩১৭।

উপরোক্ত আয়াতকে গবেষণা করে দেখা গেছে, একমাত্র মধুর ব্যবহারে হাযার হাযার কঠিন রোগ অতি অল্প দিনেই আরোগ্য হয়েছে। এ মধুর সন্ধান না পেলে চিকিৎসা বিজ্ঞান থাকত পশ্চাৎপদ। আর লক্ষ লক্ষ নর-নারী অকালেই ধরা হ'তে বিদায় নিত।[১২]

রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানঃ

অষ্টম শতকের প্রারম্ভে বাগদাদে বিজ্ঞান চর্চার উন্মেষ ঘটে। এ সময় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে রসায়ন শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী উন্নতি সাধিত হয়।[১৩] এই শতকে রসায়ন শাস্ত্রে মুসলমানগণ অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক হ্যামবুলট বলেন, 'আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র মুসলমানদেরই আবিষ্কার বলা যায় এবং এই দিক দিয়ে তাদের কৃতিত্ব অদ্বিতীয়।[১৪] আধুনিক রসায়নের যে শ্রেণী বিন্যাস এখন লক্ষ্য করা যায়, তার জনক ছিলেন মুসলিম রসায়নবিদ আল-রাযী।[১৫] সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করেন এই মুসলমানেরা।[১৬] এই সময়ের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রে যে সমস্ত মনীষী গবেষণা চালিয়েছেন, তাদের মধ্যে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ, ইমাম জা'ফর ছাদিক্ব, জাবির ইবনে হাইয়ান সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১৭]

জাবির ইবনে হাইয়ানকে বলা হয় **'আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক'** (Father of modern Chemistry)।[১৮] জাবির ৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম আবু আব্দুল্লাহ জাবির ইবনে হাইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আযাদী আল-তুসী আছ-ছুফী আল-ওমাধী।[১৯] যে সব ক্ষণজন্মা মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে রসায়ন বিজ্ঞানে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় ও রসায়ন বিজ্ঞান উৎকর্ষতার চরম শিখরে এগিয়ে যায়, জাবির ইবনে হাইয়ান তাদের অন্যতম। জাবির রসায়ন দ্রব্যকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন- দেহগতদিক (সোনা, রূপা ইত্যাদি) এবং আত্মগতদিক (মারকারী, সালফার ইত্যাদি)। যার ফলে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গবেষণার কাজ সহজতর হয়েছিল।[২০] জাবির ইবনে হাইয়ান দুই হাযারেরও বেশী বই লিখেন।[২১] এর মধ্যে শুধু রসায়ন শাস্ত্রের উপর পাঁচ শতের উপর পাণ্ডুলিপি লিখেন।[২২] অন্য মতে জাবির রসায়ন সম্বন্ধে ২৯০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২৩] রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের 'নিউটন' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই প্রখ্যাত রসায়নবিদ ৭৬৬-৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪] জাবির ইবনে হাইয়ানের রসায়ন শাস্ত্রের উপর লিখিত কয়েকটি বইয়ের নাম নিম্নরূপ- কিতাব আল-রহমা, কিতাব আল-তাজমি এবং আল-জিবাক আল-সরফি ইত্যাদি।[২৫]

ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কাসিয়ান হ্রদের দক্ষিণ তীরবর্তী 'বাই' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] তিনি অংক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্যে, রসায়ন শাস্ত্রে প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তার একটি গ্রন্থে বিশেষভাবে ২৫ প্রকারের রাসায়নিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে লিখিত ছিল। এই মুসলিম বিজ্ঞানী ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭] বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল-রাযী কিমিয়া সম্বন্ধেও একটি বই রচনা করেন। এই গ্রন্থটি জাবির ইবনে হাইয়ানের ভাবধারা হ'তে অনেকটা উন্নতমানের। এই গ্রন্থে বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণী বিভাগ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে উন্নতমানের আলোচনা আছে।[২৮]

খালিদ ইবনে ইয়াযীদ গ্রীকদের রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, চিকিৎসা পুস্তক এবং ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাবলীর আরবী অনুবাদ করেন। এই মুসলিম রসায়নবিদ ৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯]

দশম শতাব্দীতে ইবনে ওয়াশিয়াহ রসায়ন শাস্ত্রের উপর বহু পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার সূত্র ধরেই মাসলামাহ ইবনে আহমাদ রসায়ন বিজ্ঞানে 'প্রতীক'-এর প্রচলন করেন।[৩০] তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রুতবাত আল-হাকীম'।

একাদশ শতাব্দীর পর থেকে রসায়ন শাস্ত্রের উপর ব্যাপক গ্রন্থ প্রণীত হ'তে থাকে। এই শতকের রসায়নবিদদের মধ্যে অন্যতম আবূ নছর আল-ফারাবী।[৩১]

চতুর্দশ শতাব্দী ছিল এক আলোকময় যুগ। রশীদ আল-দ্বীন ও নখবত আল-ধার আল-দিমাশকী ছিলেন এই শতকের উল্লেখযোগ্য রসায়নবিদ।

---

১২. ঐ, পৃঃ ৩১৮।
১৩. ডঃ মুহাম্মাদ শামছুল হক, সাধারণ বিজ্ঞান (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বই ঘর, ১৯৯৫ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬।
১৪. ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৫০৯।
১৫. ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন, পৃঃ ৫৯।
১৬. ঐ, পৃঃ ৬১।
১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৩৩।
১৮. ঐ।
১৯. সাধারণ বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১।
২০. ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন, পৃঃ ৬১।
২১. সাধারণ বিজ্ঞান ২/২৩২।
২২. ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৫০৯।
২৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৩৩।
২৪. সাধারণ বিজ্ঞান ২/২৩২।
২৫. ডঃ ওসমান গণী, আব্বাসিয়া খেলাফত (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদাস, ১ম প্রকাশঃ ১৯৯৩ ইং), পৃঃ ২২৯।
২৬. সাধারণ বিজ্ঞান ২/২৩৩।
২৭. ঐ।
২৮. আব্বাসিয়া খেলাফত, পৃঃ ২৩০।
২৯. ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৬৮।
৩০. ইসলাম এবং বিজ্ঞানের বিবর্তন, পৃঃ ৬৩।
৩১. ঐ, পৃঃ ৬৫।

১৫শ শতাব্দী থেকে মুসলিম জগতে বিজ্ঞান চর্চায় যে অবরোহণ শুরু হয়, এই ২০শ' শতাব্দী পর্যন্ত তার আর উন্নতি হয়নি। এই বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জগতে আবার বিজ্ঞানের ঝঙ্কার যেটুকু শোনা যাচ্ছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অধ্যাপক আব্দুস সালাম এবং অধ্যাপক আহমাদ জেওয়ারের যথাক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে। পাকিস্তান ও ভারতের পরমাণু বোমার জনকও যে দু'জন তারাও মুসলমান।[৩২] পরমাণু বিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীরা যে অবদান রেখেছে তা আমাদের জন্য কম গৌরবের কথা নয়।

যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মুসলিম রসায়নবিদদের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা তারাই প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার করেন।[৩৩] খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে গিয়েছেন, তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সেডিলট বলেন, "The vast literature which existed during this period, the multifarious prouctions of genius, the precious inventions-all of which attest a marvellous activity of intellect justify the opinion that the Arabs were our masters in everything"[৩৪]

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, মুসলমানদের রসায়ন চর্চার অবদান বাদ দিয়ে কখনো আধুনিক রসায়নের উৎকর্ষতা কল্পনা করা যায় না। এজন্যই আজ বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার চরম ক্রান্তিলগ্নেও মুসলিম রসায়নবিদরা দেশ-কাল-পাত্রভেদে এখনও শ্রদ্ধেয়, এখনো সর্বজনবিদিত।

৩২. *দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।*
৩৩. *ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪৪।*
৩৪. *ঐ, পৃঃ ৫০৭।*

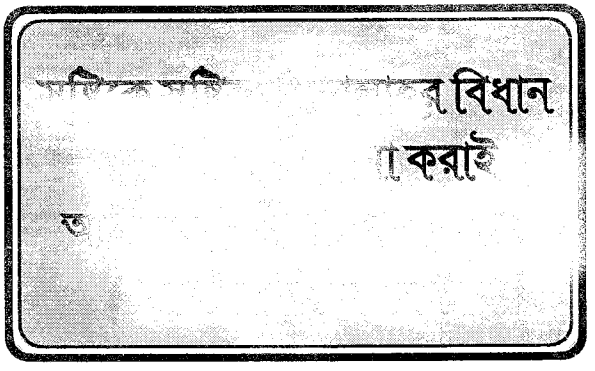

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(১) পশুর কৃতজ্ঞতাবোধ

স্নেহ-দয়া-মায়া-ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি আল্লাহপাক কেবল উন্নত জীব মানুষকেই দান করেননি। ইতর প্রাণী পশু-পাখিতেও দিয়েছেন। তাই মানুষ যেমন অতি আদর-যত্নে সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করে, পশু-পাখিও এদিক দিয়ে কম নয়। তারাও সহজেই মানুষের আদর-সোহাগ বুঝতে পারে।

এক ক্রীতদাস তার মনিবের দুর্ব্যবহারে অতীষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এক বনে ঢুকে পড়ে। বনের ভিতর দিয়েই পথ চলতে চলতে সে দেখতে পেল, একটি সিংহ একস্থানে স্থির হয়ে থেকে তার দিকে তার একটি পা বার বার উঠিয়ে কি যেন ইশারা করছে। সে সিংহটিকে অসুস্থ মনে করল। সিংহের ইশারায় সে সাহসে বুক বেঁধে আস্তে আস্তে সিংহের কাছে গেল। সে দেখল, ইশারা করা পায়ে একটি বড় কাঁটা বিঁধে রয়েছে। ফলে পা-টি ফুলে গেছে। সে পা থেকে কাঁটাটি বের করল। তারপর পথ চলতে লাগল।

এর কিছুদিন পর পলাতক লোকটি ধরা পড়ে গেল। আর ঐ সিংহটিও ধরা পড়েছে। ধৃত সিংহটি একটি সার্কাস পার্টির হাতে এসে গেল। যে শহর থেকে লোকটি পালিয়েছিল, সার্কাস পার্টি ঐ শহরে এল সার্কাস দেখাতে।

শহরের বিচারকমণ্ডলী পলাতকের অপরাধের শাস্তি হিসাবে ঐ সিংহকে দিয়ে তাকে ভক্ষণ করানো স্থির করল। তাহ'লে এটি একটি দৃষ্টান্ত হবে, যাতে আর কোন ক্রীতদাস এভাবে পালিয়ে না যায়। বিচার ব্যবস্থা নির্মম মনে হ'লেও সে যুগে সেটি মোটেই নির্মম ছিল না। যাহোক তারা ঘোষণা দিল, অমুক দিন অমুক সময় পলাতককে সিংহের সামনে ফেলা হবে। কিভাবে সিংহ তাকে ভক্ষণ করে, এ দৃশ্য দেখতে প্রচুর দর্শক উপস্থিত হ'ল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। মাঝখানে পলাতক লোকটি। এখন সিংহটিকে শিকল লাগিয়ে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ছাড়া পেয়ে সিংহটি আক্রমণাত্মকভাবে দৌড়ে তাকে শেষ করে দিবে। কিন্তু একি! সবাইকে বিস্মিত করে সিংহটি নীরবে পলাতকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। সিংহটি পলাতককে সঠিকভাবে চিনেছে। সে-ই তার পা থেকে কাঁটা বের করে দিয়েছিল।

একটি ইতর প্রাণী তার পা থেকে কাঁটা বের করার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। আর আমরা মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়ে, কৃতজ্ঞতার বদলে যত রকম অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে মোটেই কার্পণ্য করি না। এটা কি আমাদের চরিত্র হওয়া উচিত?

❐ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

(২) হাতেমের মহত্ত্ব

হাতেম দানশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর দানশীলতার সুনামে বাদশাহ নওফেল ক্রোধান্বিত হ'লেন। কারণ তিনিও একজন দাতা ছিলেন। কিন্তু হাতেমের দানের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। বাদশাহর দান হাতেমের দানের কাছে ম্লান ও নিষ্প্রভ। যেন চাঁদের আলোর কাছে তারার আলো। বাদশাহ শুধু এ কারণেই ক্রোধান্বিত হয়ে ফরমান জারী করলেন, যে কেউ হাতেমকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে'।

ঘোষণাটি হাতেমও শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর অবস্থানে থাকাটা নিরাপদ মনে করলেন না। তিনি এক গভীর জংগলে আত্মগোপন করে রইলেন।

পুরস্কারের লোভে অনেকেই হাতেমকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। এক কাঠুরে ও তার স্ত্রী হাতেমের লুকিয়ে থাকা জংগলে কাঠ কাটতে এল। স্ত্রী বাদশাহের ঘোষণার কথা স্বামীকে শুনিয়ে বলল, 'আমরা যদি হাতেমকে পেতাম, তাহ'লে তাঁকে বাদশাহের নিকট হাযির করলে আমাদেরকে আর কাঠ কেটে খেতে হত না'। স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী মর্মাহত হ'ল এবং স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করল। কাঠুরে বলল 'আমি এভাবে ধনী হ'তে চাই না। একজন অতি সৎ ব্যক্তিকে বিপদে ফেলে আমি বড় হওয়াকে ঘৃণা করি'। স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী নীরব হয়ে রইল।

হাতেম স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি ভাবলেন 'আমার এভাবে লুকিয়ে থাকায় সার্থকতা কি? বরং আমি কাঠুরেকে ধরা দিলে তারা আমাকে বাদশাহর নিকট হাযির করে পুরস্কৃত হয়ে উপকৃত হ'তে পারবে'। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে কাঠুরেকে ধরা দিলেন। কাঠুরে তাঁকে নিয়ে বাদশাহর নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালো।

এর মধ্যে হাতেমকে খুঁজছে এমন কতিপয় লোক সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা হাতেমকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাদশাহর নিকট উপস্থিত করল এবং পুরস্কার দাবী করল। কি ঘটে তা জানার জন্য কাঠুরে ও তার স্ত্রী তাদের সাথে গেল। হাতেম বললেন, এই কাঠুরেই প্রথমে আমাকে ধরেছে। অতএব, পুরস্কার সেই পাবে। কাঠুরে বলল, 'না, আমি তাঁকে মোটেই ধরিনি। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের ধরা দিয়েছেন। যাতে আমরা তাঁকে আপনার নিকট হাযির করে পুরস্কার পেয়ে উপকৃত হই'। বাদশাহ কাঠুরের কথা শুনে বুঝলেন, হাতেম যথার্থই একজন পরোপকারী ব্যক্তি। তাই তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং কাঠুরেকে পুরস্কৃত করলেন।

❐ ঐ

(৩) ধারণা করা ঠিক নয়

আমরা অনেক রাজার রাজ্য পরিচালনার ইতিহাস জানি। প্রজা সাধারণের খোঁজ-খবর নেওয়ারও অনেক ঘটনা জানি। আমীর বা বাদশাহ প্রজাদের সুখ-দুঃখ জানার জন্য গভীর রাত্রে রাজ্যময় সফর করে বেড়াতেন, এমন ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়।

আমি যে রাজার কাহিনী লিখছি, তিনি প্রজাদের খবর নিতেন শুধু কেউ তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে কি-না? কেউ তার চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে কি-না? তার রাজত্ব চলে যাবে কি-না ইত্যাদি জানার জন্য। তিনি যেন সব সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন এ উদ্দেশ্যেই গোপনে রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিরক্ত হয়ে অবশেষে তিনি একজন চর নিয়োগ করলেন।

প্রতিদিনের মত সেদিনও চর বেরিয়েছে প্রজাদের খোঁজ-খবর নিতে। গভীর রাত। প্রজাসাধারণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চারিদিকে কোন সাড়া-শব্দ নেই। প্রচণ্ড গরমের পর সন্ধ্যারাতে মৃদু বৃষ্টি হয়েছিল। সেকারণ লোকেরা গভীর ঘুমে বিভোর।

চর ঘুরছে। চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছে। কোন বাড়ী অতিক্রমের সময় যদি ঘরের ভিতরে ফিস ফিস শব্দ শুনা যায় তবে থমকে দাঁড়ায়। কান পেতে থাকে রাজার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি-না জানার উদ্দেশ্যে। চর যাচ্ছে। হঠাৎ রাস্তার পার্শে একটা খড়ের ঘর নযরে পড়ল। বাড়ীওয়ালা যে নেহায়েত গরীব দেখেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তবে লোকটি খুব ঈমানদার ও সত্যবাদী।

একটু পরেই বাড়ীওয়ালার গলার স্বর শোনা গেল সবাই ঘুমিয়েছে? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ। চর ভাবল, ব্যাটা এখন রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, তাই সবাই ঘুমিয়েছে কি-না সে কথা জানতে চাচ্ছে। চর বেড়ার সাথে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্ধকার রাত। ঘরটিও অন্ধকার। চর মনোযোগ দিয়ে শুনছে বাড়ীওয়ালার সব কথা। চর শুনতে পায় বাড়ীওয়ালার কণ্ঠঃধার পরিশোধ করেছ? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ। চর ভাবল হয়ত কিছু ধার নিয়েছিল তা দিয়েছে কি-না জেনে নিল। বাড়ীওয়ালা আবার বলল, ধার দিয়েছ? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ দিয়েছি। চর মনে মনে চিন্তা করল ব্যাটা দেখতে গরীব হ'লেও আসলে বড় লোক। পরবর্তী বাক্য শ্রবণে চর আরও বিস্মিত হ'ল। বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞেস করল, পানিতে ঘি ঢেলেছ? স্ত্রী জবাব দিল, হ্যাঁ ঢেলেছি।

চমকে উঠল চর। কি সাংঘাতিক? ব্যাটা মিচকে শয়তান। রাজার কাঙাল হয়ে দিনে দিনে কত ক্ষমতা বানিয়েছে। রাজার নিকট এক্ষুণি খবরটা দেওয়া দরকার যে, একদিন সুযোগ পেলে আপনাকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করে নিবে। পাওয়া গেছে বহুদিন পর একটা সুযোগ। ব্যাটাকে ধরিয়ে দিতে পারলে বখশিশ জুটবে রাজার কাছ থেকে।

রাজার নিকট যাওয়ার জন্য যখনি প্রস্তুত নিয়েছে, তখনই শুনতে পায় 'এসো আমরা দু'বাতি লাগিয়ে ভাত খাই'। স্ত্রী বলল, আচ্ছা লাগাচ্ছি। চর ভাবল আর দেরি করা যায় না। যে লোক দু'টা বাতি লাগিয়ে ভাত খায় সেকি যেন তেন বড় লোক। এতো রাজার চেয়েও বেশী টাকার মালিক। চর মহাখুশী। এমন একটা খবর রাজাকে দিতে পারলে তার কপালে কিছু জুটবেই। চর হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে রাজার

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা,

কাছে রিপোর্ট পেশ করল। রাজা বলল ঠিক আছে? ব্যাটাকে সকালে সৈন্য পাঠিয়ে ধরে নিয়ে এসো। পরদিন সকালে লোকটি ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুচ্ছে। এমন সময় রাজার সৈন্য গিয়ে হাযির। তাদের সরদার বলল, এই ব্যাটা, চল, তোকে রাজা ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন। আকাশ থেকে পড়ল লোকটি। কেন আমি কি করেছি? সরদার বলল, 'সে কৈফিয়ত রাজার কাছেই দিবি'।

রাজার দরবারে আজ লোকে লোকারণ্য। কেননা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর আজ বিচার হবে। সরদার লোকটিকে রাজার সামনে হাযির করল।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে দু'টোর দিকে জেগেছিলে?

জি, জাঁহাপানা।

এমন কিছু কথা বলেছ, যেগুলোর অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে। তাই তোমার দশ বছরের জেল হবে।

না, মহারাজ! আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিনি। তাহ'লে কথা গুলোর মানে কি? কি বোঝাতে চেয়েছিলে তুমি?

লোকটি খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অতঃপর মৃদুস্বরে বলল, মহারাজ! বেয়াদবী মাফ করবেন। যদি অভয় দেন তো বলি।

দিলাম বল!

আমি একজন গরীব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। বুড়ো বাপ-মা বেঁচে আছেন। ছেলে মেয়েও ছয়টি। সংসারে দশ জন লোক। উপার্জনকারী একমাত্র আমি। দিন চলতে চায় না। কাজ-কাম শেষ করে অনেক রাতে বাড়ী ফিরি। বাড়ীর কর্তা হিসাবে প্রথমেই সবার খোঁজ-খবর নেই সবাই ঘুমিয়েছে এই বলে। যেমঃ

ধার শোধ দিয়েছ? এর মানে হচ্ছে বুড়ো বাপ-মা কত কষ্ট করে মানুষ করেছে। তাদের কাছে আমি ঋণী। তাঁদের ঋণটা আগে শোধ করা দরকার। আমি না করলে কে-ইবা করবে। 'ধার দিয়েছ' অর্থ চারটি ছেলের পিছনে যা খরচ করছি সেগুল ধারস্বরূপ থেকে যাচ্ছে। আমরা বুড়ো হ'লে আবার ছেলেরা আমাদের আদর-যত্ন করবে। 'পানিতে ঘি ঢালা' মানে হচ্ছে, দু'টো মেয়ের পিছনে যা খরচ হচ্ছে তাতে তো আমার কোনই লাভ হবে না। তাছাড়া জানেন তো এত টাকা-পয়সা খরচ করে মেয়েকে বড় করেও তারপর বিবাহ দিবার সময় চাই আরও অনেক টাকা। যা 'ডিমান' নামে বর্তমান সমাজে প্রচলিত। বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের আর কোন খোঁজ-খবর নিবে না।

জাঁহাপনা! তেল কেনার পয়সা জোটেনা। দু'টো পাটখড়িতে আগুন লাগিয়ে ভাত খাই। তাই দু'টো বাতি লাগিয়ে ভাত খাবার কথা বলেছি।

রাজা গল্প শুনে বিস্ময়াভিভূত হ'লেন। বললেন, শুধু চরের কথার উপর ভিত্তি করে বিচার করলে কি অন্যায়ই না করতে যাচ্ছিলাম। অতঃপর রাজা কোষাধ্যক্ষকে রাজকোষ থেকে লোকটিকে দুই হাযার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাজার এই দান গ্রহণের সময় লোকটির মুখে থেকে কথা বের হচ্ছিল না। চক্ষু চুইয়ে অঝোরে তপ্ত অশ্রুধারা ঝরছিল।

❑ *মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান*
শামসুন বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া।

কবিতা

আহ্বান

-মুহাম্মাদ বায়েছ আলী আখন্দ
এম,এ, এলএলবি
নারুলী, বগুড়া।

জাগো মুমিন-মুসলমান, জানাই তোমাদের আহ্বান
প্রাণের ধর্মকে রক্ষা করতে, জান করি কুরবান।
ইসলামের শত্রু যারা, দিয়েছে আজি মাথা চাড়া
তাইতো ফিলিস্তিনী মুসলিমরা হয়েছে রাজ্যহারা।
চেচনিয়া বসনিয়ার নৃশংসতার কথা ভেবে
দুনিয়ার মুসলিম এক কাতারে দাঁড়াও সবে।
কুচক্রী মহলকে ডরাইনা মোরা, বীর মুসলিম জাতি
সাম্য-মৈত্রীর পথে চলি মোরা, বিশ্বে করেছি খ্যাতি।
খালিদ-অলীদ, ওমর-মূসা, সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম
ধর্মের পথে জিহাদ করে, দিয়ে গেছে মোদের ঋণ।
ওহোদ-বদর-খন্দক যুদ্ধের কথা, মনেতে স্মরণ করে
এক কাতারে দাঁড়াও সবে, হায়দারী-হুংকারে।
মুহম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত মোরা, মুখে পাক কুরআনের বাণী
এক আল্লাহ ছাড়া মা'বূদ নাই, তাইতো মোরা জানি।
সেরা ধর্মের অনুসারী হয়েও মার খাচ্ছি বিধর্মীর হাতে,
এখনও কি ভাংবে না ঘুম, লজ্জা নাই কি তাতে?
আল্লাহ মোদের সাথে আছেন, আরও আছে বুকের হিম্মৎ
এসো এক কাতারে দাঁড়াই, করো না দ্বিমত।
মুসলমানেরা ভাই ভাই, তাও কি গেছি ভুলে
রক্তের বন্ধন ছিন্ন হয় না, হাযারো দূরে গেলে।
জেরুযালেম হয়েছে হাতছাড়া, বাবরী মসজিদ ধ্বংস
এখনও যদি ঘুম না ভাঙ্গে, হতে হবে নির্বংশ।
ফেরাউন, নমরূদ ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ্র গযবে পড়ি
এসো মুসলিম হও আগুয়ান, সেই কথাটি স্মরি।
সালমান রুশদীর মত কাফেরেরা ছড়াচ্ছে বিশ্বে বিষোদগার
এসো তাদের কালো হাত ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিকার করি তার।
আরব বাংলাদেশে তফাৎ নেই, মোরা একই মায়ের সন্তান
প্রাণের ধর্মকে রক্ষা করতে এসো, জান করি কুরবান।
মুখে মোদের পাক কালামের বাণী, ধমনীতে ইসলাম,
সারা পৃথিবী জুড়ে একই মুসলিম জাতি মোরা, একই পাক কুরআন।
সারা জাহান করেছে শাসন ওমর (রাঃ) ধুলার তখতে বসি,
সে কথা মোরা ভুলেছি কেমনে, একবিংশ শতাব্দীতে আসি।
আজতো মোদের সবকিছু আছে, আরও আছে বুকের বল,
সেই রণহুংকারে হুংকার ছেড়ে বীর কদমে এগিয়ে চল।
ইসলামের অবমাননায় এক সাথে জানাই প্রতিবাদ,
প্রয়োজন বোধে শহীদ হব, মুক্ত হবে পুলছিরাতের পথ।
একই কা'বা, একই কুরআন, একই তৌহীদের বাণী,

এসো মুসলমান হও আগুয়ান, হুংকার দাও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি।
একই নবীর উম্মত মোরা, নাই কোন ভেদাভেদ,
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর, রেখ না মনে খেদ।
তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চললে পথ হবে পরিষ্কার
এসো মুসলিম ভাই-বোনেরা প্রতীক্ষার সময় হয়েছে পার।
আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সাচ্চা মুসলমান হও ভাই
নবীর শাফা'আত পাবে তোমরা, নইলে উপায় নাই।
রোজ-হাশরের বিচারের দিনে, জিজ্ঞাসিবেন আল্লাহ সবে
ইবাদত-বন্দেগী কেমনে করেছ, তখন কি জবাব দেবে?
উম্মতী উম্মতী করে রাসূল (ছাঃ) হয়ে যাবেন উন্মাদ,
তার আদর্শের অনুসারী না হ'লে, গুনতে হবে প্রমাদ।
তাইতো বলি হে মুসলিম, শোন অধমের আহ্বান,
আহলেহাদীছে যোগ দিয়ে হও প্রকৃত মুসলমান।

***

বন্যা কবলিত সাতক্ষীরা

-ইসহাক্ব হোসাইন
সহকারী শিক্ষক
মাদরা প্রাথমিক বিদ্যালয়
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সাতক্ষীরাবাসীর কাছে বন্যা ছিল এক অবিশ্বাস্য কাহিনী
উহা যে ভাসিয়ে দিতে পারে বাড়ী-ঘর একথা তারা কভু ভাবেনি।
বন্য পশুদের মত হ'ল গৃহহীনদের অবস্থা
রাস্তায় নিল আশ্রয় বাড়ী-ঘরের প্রতি হারিয়ে আস্থা।
বন্যার কবলে পড়ে হারিয়ে গেল অসংখ্য প্রাণ
লোভী ব্যক্তিরা বলে যায় যাক প্রাণ, তবু পাই যেন ত্রাণ।
ত্রাণলোভীদের একান্ত প্রার্থনা
প্রতি বছর আসে যেন অনুরূপ বন্যা।
সবলেরা লুটলো বহুত ফায়দা
দুর্বলদের অবস্থা হ'ল ভীষণ বেকায়দা।
কুঁড়াতে যেয়ে ত্রাণ, দুর্বলেরা হারাল প্রাণ
দুর্বলেরা পেয়েছে শুধু সবলদের ত্রাণের ঘ্রাণ।
বিরাজ করছে সর্বত্র ধনীদের ধনলিপ্সার লড়াই
এক নিমিষে হ'ল অবসান ধনীদের ধনের বড়াই।
আশরাফ-আত্বরাফ সবাই হ'ল সমান
পরিশেষে বুঝল সবাই আল্লাহ্-ই চিরমহান।
ত্রাণের নিমিত্তে মহিলাদেরকে ডাকল কত কোম্পানী
ত্রাণের লোভে পথে হ'ল বাহির ঘরের গৃহীনী।
কভু ভাবতে পারেনি সাতক্ষীরাবাসী
সহসা একদিন হবে তারা বানভাসি।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❒ **দ্বীপনগর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** সানজিদা, সারাফী, আব্দুল্লাহ, উম্মে সাঈদা, উম্মে সাফিয়া, শামসুন্নাহার, তানযীমুল ইসলাম ও নাসিম।

❒ **শিরোইল কলোনী উচ্চবিদ্যালয়, হাজরাপুকুর, রাজশাহী থেকেঃ** আসাদুযযামান।

❒ **সাহাবাজ, কাউনিয়া, রংপুর থেকেঃ** রওশন হাবীব।

❒ **রংপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নোয়াগাঁও, নরসিংদী থেকেঃ** মনোয়ারুল ইসলাম, নূরুয্যামান ও সোহরাব আলী।

❒ **রাজারবাগান, সাতক্ষীরা থেকেঃ** মহসিন, মনির ও মরিয়ম।

❒ **রুদ্রেশ্বর, কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট থেকেঃ** রায়হানুল ইসলাম (রানা)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান অদ্ভুদ (ভিন্ন অমিল)-এর সঠিক উত্তর

১. লন্ডন। ২. পানি। ৩. শার্ট। ৪. নৌকা। ৫. মুদ্রা।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ ১. সৌদী আরব। ৪. মেলা। ৫. জবা। ৬. মানুষ। ৭. মন। ৯. কলেমা। ১১. আল-কুরআন

উপর-নীচঃ ১. সৌরজগত। ২. রহমান। ৩. মালা। ৪. মেষ। ৮. রামাযান। ৯. কবর। ১০. দাল।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)ঃ

	১		২			
৩				৪		৫
		৬		৭		
		৮				
৯				১০		

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❒ পাশাপাশিঃ
১. ইসলামী নেতার আরবী প্রতিশব্দ।
৩. তিন অক্ষরের যন্ত্রদানব।

৮. শক্তিশালী-এর তিন অক্ষরের অপর নাম।
৯. খারাপ কাজের প্রতিফলের নাম।
১০. এক প্রকার ইবাদতের নাম।

❐ উপর-নীচঃ
(১) দালান তৈরীর প্রধান বস্তু।
২. বিরক্তিকর পতঙ্গ বিশেষ।
৩. মুসলমানদের বিশেষ ইবাদতকারীর নাম।
৫. একজন প্রখ্যাত মুসলিম কবির নাম।
৬. রুকূ ও সিজদার দো'আর বিশেষ নাম।
৭. ফুল বাগান-এর প্রতিশব্দ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানঃ

১. কোন ছাহাবী মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট গোপনে মক্কায় পত্র প্রেরণ করেছিলেন?
২. কোন ছাহাবী তাঁর মায়ের বিবাহ পড়িয়েছিলেন?
৩. কোন যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গেছিল?
৪. তা'আউয, তাসমিয়া এবং ছহীহাইন বলতে কি বুঝায়?
৫. কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে ১০ বছর কাটিয়েছিলেন?

❐ *সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২২০) পিয়ারপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ জয়নাল হক্ব
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ আব্দুল গফূর
পরিচালকঃ মাওলানা আব্দুল আযীয
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মাহবূবুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুত্ত্বালেব
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ এমাযুদ্দীন।

(২২১) পিয়ারপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ জয়নাল হক্ব
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ্জ আব্দুল গফূর
পরিচালকঃ মাওলানা আব্দুল আযীয
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তহমিনা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ লায়লী খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ শ্যামলী খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকাঃ নূরেছা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ হাসীনা খাতুন।

(২২২) জাইগীর গ্রাম জামে মসজিদ (বালক) শাখা, শিবনগর চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ নেফাউর রহমান
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ সেলিম রেযা
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ রেযাউল করীম

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ তৌফীকুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ এখতুখালুল আলম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

(২২৩) বোধখানা (বালক) শাখা, ঝিকরগাছা, যশোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুনছুর আলম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
পরিচালকঃ হাফেয নযরুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ হাফেয মাশকূর আলম
সহ-পরিচালক ঃ মুস্তফা হেলাল।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হারুন-অর রশীদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফযলে রাব্বী
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আনছারুল ইসলাম।

যেলা গঠনঃ

(৩৫) কুষ্টিয়াঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া (আন্দোলন সভাপতি)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মাজীদুল ইসলাম (যুবসংঘ সভাপতি)
পরিচালকঃ মাওলানা মুহসিন আলী
সহ-পরিচালকঃ মাওলানা নযরুল ইসলাম
সহ-পরিচালকঃ মাওলানা তহিদুল ইসলাম
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মুকীত।

সোনামণি সমাবেশঃ

যাদু নয় বিজ্ঞান

ক্যালেণ্ডার না দেখে ৩৬৫ দিনের বার বের করার অভিনব কৌশলঃ

(শুধু ২০০১ সালের জন্য)

১। প্রথমে ইংরেজী ১২ মাসের নিম্নে প্রদত্ত মান মুখস্থ করতে হবেঃ
(ক) জানুয়ারী+অক্টোবর (জা-অ)-এর প্রত্যেকের মান =২
(খ) ফেব্রুয়ারী+মার্চ+নভেম্বর (ফেমন)-এর প্রত্যেকের মান=৫
(গ) সেপ্টেম্বর+ডিসেম্বর (সেডি)-এর প্রত্যেকের মান =৭

(ঘ) এপ্রিল+জুলাই (এজুল)-এর প্রত্যেকের মান =৮

(ঙ) মে, আগষ্ট, জুন (মেআজু)-এর প্রত্যেকের মান=৩, ৪ ও ৬।

২। সূত্রঃ (মান+তারিখ)- ৭

যেমনঃ মার্চ মাসের ৩ তারিখ কি বার?

উত্তরঃ আমরা জানি, মার্চ মাসের মান=৫

অতএব, {(৫+৩)-৭)}=ভাগফল ১ ও ভাগশেষ ১।

এখানে ভাগফলের কোন প্রয়োজন নেই। ভাগশেষ ১। তাই মার্চ মাসের ৩ তারিখ শনিবার।

(ভাগশেষ ০ হ'লে শুক্রবার, ১ হ'লে শনিবার, ২ হ'লে রবিবার, ৩ হ'লে সোমবার, ৪ হ'লে মঙ্গলবার, ৫ হ'লে বুধবার এবং ৬ হ'লে বৃহস্পতিবার)

৩। উল্লেখিত নিয়মে যোগ করার পর যোগফল ৭ অথবা তার বেশী হ'লে ৭ দিয়ে ভাগ করবে এবং ৭ এর কম হ'লে ভাগ করার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে বছরের ৩৬৫ দিনের বার বলে দেওয়া সম্ভব।

❐ *তোমাদের ভাইয়া*
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

পবিত্র রামাযান উপলক্ষে বিশেষ সোনামণি সমাবেশ ও প্রশিক্ষণঃ

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে পবিত্র রামাযান মাসে বিশেষ সফরসূচীর আওতায় রাজশাহী যেলায় ৩৮টি এবং অন্যান্য যেলায় ১১টি সহ সর্বমোট ৪৯টি সফরসূচী গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ৪/৫টি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। এ সময় ৬টি নতুন শাখা ও ২টি যেলা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

রাজশাহী যেলাঃ

সোনামণিদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ই ডিসেম্বর চারঘাট উপযেলার ঝাউবোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ সমাবেশে প্রায় ২০০ জন সোনামণি ও ১০০ জন যুবক, সুধী ও উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে চাইপাড়া, ভাটপাড়া ও ঝাউবোনা এলাকায় সোনামণি স্লোগান সম্বলিত এক আকর্ষণীয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সোনামণি এলাকা পরিচালকদ্বয় ফারূক হোসাইন ও আব্দুল মতীন। এ সমাবেশে সোনামণি সংগঠনের উপর পূর্বের লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আযগর আলী ও সার্বিক সহযোগিতা করেন আনোয়ারুল ইসলাম, ইমাম, অত্র মসজিদ। একসঙ্গে ৩০০ জনের আনন্দমুখর পরিবেশে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২৯ নভেম্বর মহানগরীর শামসুন্নাহার মাদরাসা, ১ ও ২ ডিসেম্বর মোহনপুর উপযেলার দরিয়াপুর, গোপালপুর, ডুমুরিয়া ও পিয়াররপুর, ৩ ডিসেম্বর মহানগরীর বায়তুল আমান জামে মসজিদ; ৫ ডিসেম্বর মহানগরীর বহরমপুর জামে মসজিদ এবং চারঘাট উপযেলার পাষন্ডিয়া ও চক-কাপাশিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ৬ ডিসেম্বর মহানগরীর সন্তোষপুর ও ভুগরইল জামে মসজিদ; ৮ ও ৯ ডিসেম্বর গোদাগাড়ী উপযেলার সারাংপুর জামে মসজিদ ও উছড়াকান্দর জামে মসজিদ; ১০ ডিসেম্বর পুঠিয়া উপযেলার ভালুকগাছি পাঁচানি পাড়া জামে মসজিদ; ১১ ডিসেম্বর দূর্গাপুর উপযেলার মহিপাড়া ও খাসখামার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ; ১৪ ডিসেম্বর বাগমারা উপযেলার ইছলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের প্রশিক্ষণ ও সমাবেশে ৫০ থেকে ৩০০ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দমুখর ও আকর্ষণীয় ভাব বিরাজ করছিল।

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সোনামণিদের উদ্দেশ্যে সোনামণিদের চরিত্র গঠন, সোনামণি সংগঠন, ইসলামী সাধারণ জ্ঞান, যাদু নয় বিজ্ঞান, প্রশিক্ষণের নীতিমালা, সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সর্বোপরি পবিত্র রামাযানের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক যিয়াউল ইসলাম, সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, মুস্তাফীযুর রহমান, খুরশীদ আলম ও রাজশাহী যেলার পরিচালক নযরুল ইসলাম, সহ-পরিচালক আব্দুল মুহাইমিন, আব্দুস সাত্তার, এরশাদ আলী ও হাফেয ইদরীস আলী প্রমুখ। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট উপযেলা ও শাখা পরিচালক ও সহ-পরিচালকবৃন্দ আলোচনা রাখেন ও সার্বিক সহযোগিতা করেন।

***

আত-তাহরীকের গুণ

-মুসাম্মাৎ শিরীন আখতার
৮ম শ্রেণী, রুকনপুর স্কুল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

হে অপূর্ব আত-তাহরীক
তোমার জন্য পথ চেয়ে
আছে কত পথিক।
তোমার জন্য হাল ছেড়েছে কৃষক
কাজ ছেড়েছে মজুর
তোমাকে নিতে বাধ্য হয়েছে কাঞ্জুস।
তুমি শুনাও মোদের
কুরআন-হাদীছের বাণী
তোমার এই অমূল্য বাণী
আর কোথাও শুনতে পাই না জানি।
তুমি জান্নাতের পথ দেখাবে
একটি প্রতীক
তোমায় পেয়ে মোরা
পথ খুঁজে পেয়েছি সঠিক।

***

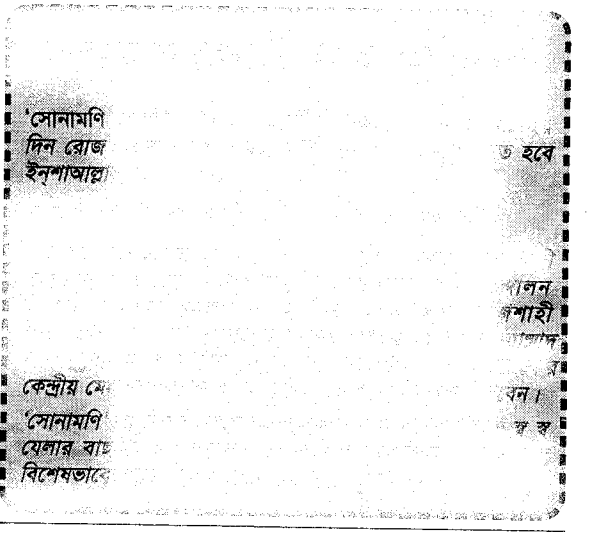

স্বদেশ

৩০ হাযার শিক্ষক চাকরি হারাচ্ছেন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন নিয়মের কারণে সারাদেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার প্রায় ৩০ হাযার শিক্ষক অচিরেই চাকরি হারাচ্ছেন। গত ২৪শে আগষ্ট শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ১০% বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে কতিপয় শিক্ষক নেতার ৯ দফা চুক্তির পরিণতিতে এসব শিক্ষক আর চাকরিতে বহাল থাকতে পারছেন না। এসব শিক্ষকের নাম গত অক্টোবর মাসের এমপিওতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে আর কখনোই তাদের চাকরি সরকারি অনুমোদনের বা এমপিওভুক্তির সম্ভাবনা নেই বলে তারা এখন সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজ-মাদরাসার জন্য দায় হয়ে উঠেছেন। যে কারণে ঐ সব প্রতিষ্ঠান এসব শিক্ষকের চাকরির আর প্রয়োজন নেই বলে তাদের জানিয়ে দিতে শুরু করেছে।

গত ২৪শে আগষ্ট বেসরকারী শিক্ষকদের একটি অংশের শিক্ষক সমিতির সাথে বেতন বৃদ্ধি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে ৯ দফা চুক্তি হয়েছে, তাতে শিক্ষা জীবনে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত কাউকে আর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না এবং এ ধরনের যারা ইতিমধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু এমপিওভুক্ত হননি তাদের চাকরিও আর কখনো সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত বা এমপিওভুক্ত হবে না বলে শর্ত রয়েছে। তবে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে যারা আগেই এমপিওভুক্ত হয়ে গেছেন, তাদের চাকরি বহাল থাকবে এবং তারা যথারীতি সরকারী বেতন-ভাতা পাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকরা তাদের এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবী জানালেও গত ৩ মাসে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

চুক্তির খেসারত হিসাবে এই ৩০ হাযার বেসরকারী শিক্ষক এখন চাকরি হারালে বেকার হয়ে পড়বে এবং তাদের পরিবারের প্রায় দেড় লাখ সদস্যও পথে বসবে। তাছাড়া এই শিক্ষকদের অধিকাংশেরই এখন চাকরির বয়স নেই এবং অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও চাকরির অবকাশ নেই। তাছাড়া এদের অনেকেই ভবিষ্যতে এমপিওভুক্তির আশায় মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজে চাকরি নিয়েছিলেন। অনেকেই যথেষ্ট মেধাবী এবং ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর ক্ষেত্রেও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে শিক্ষা জীবনে একটি তৃতীয় বিভাগ পাওয়া বা পাসকোর্সে মাষ্টার ডিগ্রী নেয়া অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সরকারের অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণী এবং পাসকোর্স এখনো নিষিদ্ধ নয়।

দুর্নীতি রোধ ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ছাড়া এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে না

-বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যাংকিং খাত সংস্কার এবং দুর্নীতি রোধ ছাড়া বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে না। বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেডারিক টি টেম্পল একথা বলেছেন। একই সাথে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (এফবিসিসিআই) সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারূণ বলেছেন, দেশে ধনিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যদি ৫০ জন ধনীর পেশাভিত্তিক খোঁজ নেওয়া হয়, তাহ'লে সেখানে ব্যবসায়ীদের পাওয়া যাবে না। ঐ ৫০ জনের মধ্যে রয়েছে পুলিশ, মিটার রিডার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা। এরা কোন বিনিয়োগ ছাড়াই অধিক পরিমাণে উপার্জন করে। এদের জবাবদিহিতা এবং এই সংস্কৃতির পরিবর্তন যরূরী। **'বেসরকারী খাতের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা'** শীর্ষক এক সেমিনারে গত ২৮শে নভেম্বর তারা একথা বলেছেন।

মিঃ ফেডারিক টি টেম্পল বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতের সংস্কার কাজে এক শ্রেণীর ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এরাই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করে না। অশুভ কৌশলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। আর এদের সহায়তা করে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, এক শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা। যখনই কোন সংস্কার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখনই তারা বাধা হয়ে দাড়ায়। কারণ তারা মনে করে সংস্কার কর্মকাণ্ডের ফলে অনেকে চাকুরিচ্যুত হবে। সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমে যাবে। রাজনৈতিক নেতাদের আয়ের উৎস কমে যাবে। তিনি যে কোন অবস্থায় এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সংস্কার কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে প্রতি ৮ মিনিটে ১ জন যক্ষ্মায় মারা যায়

বাংলাদেশে প্রতি ৮ মিনিটে ১ জন করে লোক যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। গত ২৭শে নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একথা বলা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৭০ হাযার লোক যক্ষ্মা রোগে মারা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে গত বছর ৭ লাখের বেশী লোক যক্ষ্মায় মারা গেছে। এদিকে এ অঞ্চলের প্রায় ৪০ ভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ লোকের এই রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি রয়েছে।

ঢাকায় মনোরেল চালুর পরিকল্পনা

রাজধানী ঢাকায় মনোরেল ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৩ হাযার ২শ' ৩৮ কোটি টাকা। নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (বিওটি) ব্যবস্থার অধীনে উঁচু দিয়ে চলাচলকারী গণরেল যোগাযোগ ব্যবস্থা (মনোরেল) স্থাপনের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। এই ব্যবস্থার ফলে রাজধানীতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে যাতায়াতের লক্ষ্যে জনগণের জন্যে নতুন পথ সৃষ্টি হবে। এ ব্যবস্থায় প্রথম পর্যায়ে প্রতিদিন ৪ লাখ এবং প্রতি ঘন্টায় ১০ হাযার যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এই রেল ব্যবস্থা ভূমি থেকে ৩০/৬০ ফুট উপর দিয়ে যাবে এবং ১শ' ফুট স্থানের মধ্যে বাঁক নেয়ার ব্যবস্থা রাখার ফলে বর্তমান কাঠামোর সঙ্গে সবচেয়ে কম অসুবিধা সৃষ্টি করবে। এই রেলের গতি হবে ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৫০ মাইল। বিদ্যুৎচালিত মনোরেল ব্যবস্থার জন্য প্রতিদিন ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। সরকারী কর্মকর্তারা

বলেছেন, এতে বর্তমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ওপর কোন চাপ পড়বে না। তবে এই ব্যবস্থার জন্য অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হবে।

উল্লেখ্য, পরিকল্পনার আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রথম দফায় তিনটি পথ নির্মাণ করা হবে। পথগুলো মূলতঃ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল, নৌ টার্মিনাল, প্রধান রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, শহরের কেন্দ্রস্থল, বাণিজ্যিক এলাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও সংযোগস্থল হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে ২১ হাযারের বেশী এইডস রোগী

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০০ উপলক্ষে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ১লা ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁও-এ এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি শেষে সমাজ সেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুয্যাম্মেল হক্ব বাংলাদেশে ২১ হাযারেরও বেশী এইডস ভাইরাস বহনকারী রোগীর অবস্থানের কথা স্বীকার করে বলেন, প্রতিবেশী দেশ ভারতে এইডস-এর যে ভয়াবহতা রয়েছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশ থেকে আমাদের দেশে এইডস দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। এইডস-এর মত ভয়ানক মরণ ব্যাধি সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

মংলা বন্দরে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৪ জন নিহত, আহত শতাধিক

গত ৭ই ডিসেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মংলা সমুদ্র বন্দরে শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একজন শ্রমিকসহ চারজন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হচ্ছে নাছির গাযী (শ্রমিক), রিপন (পথচারী), অভিজিৎ বণিক (পথচারী) ও ফারুক (পথচারী)।

গত ২রা ডিসেম্বর থেকে রোলাইয়া নামে শ্রমিকদের একটি অংশ অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করলে মংলা বন্দর অচল হয়ে পড়ে। এ নিয়ে শ্রমিক-মালিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ৬ই ডিসেম্বর দুপুরে মংলা শহরে সকল দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সকল প্রকার যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। এমনকি মংলা নদীর খেয়া পারাপারও বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। শ্রমিকদের জোরপূর্বক ধর্মঘট করানো এবং ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে শ্রমিকদের অপর একটি অংশ মংলা থানায় ১১ জনের নামে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। এ ঘটনায় পুলিশ উক্ত মামলার তিনজন আসামীকে গ্রেফতার করলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

অতঃপর গত ৭ই ডিসেম্বর ধর্মঘটী শ্রমিকরা পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট বন্ধ করতে বাধ্য করে। নদী পারাপারও তারা বন্ধ করে দেয়। এতে মংলা শহরের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মাঝে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় মংলার ইউএনও, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ পুলিশের একটি দল ব্যবসায়ীদের দোকানপাট খুলতে সহযোগিতা করে। তাদের হস্তক্ষেপে নৌ পারাপারও স্বাভাবিক হয়। দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে যাওয়ার পর পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেটের দলটি মংলা শহরের চৌরাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছলে প্রায় হাযার খানেক বিক্ষুব্ধ শ্রমিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐ দলটিকে ঘিরে ফেলে এবং বোতল, ককটেল ও বোমা ছুঁড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। তখন শ্রমিকরা বেপরোয়া হয়ে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা গুলি চালায়। শ্রমিক-পুলিশের এই গোলাগুলিতে একজন শ্রমিকসহ চারজন নিহত হয় এবং পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটসহ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ ও শ্রমিকরা একে অপরকে দায়ী করেছে। পুলিশ বলছে, শ্রমিকদের একটি অংশের উচ্ছৃঙ্খলতা ও সশস্ত্র হামলার কারণে জননিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মঘটী শ্রমিকরা বলছে, বিনা কারণেই পুলিশ তাদের উপর গুলি চালিয়েছে।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় হাইকোর্টের বিভক্ত রায়

শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার আপীল ও ডেথ রেফারেন্সে হাইকোর্টের দুই বিচারপতি দু'ধরনের রায় দিয়েছেন। ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি মোঃ রূহুল আমীন মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ১০ জন অভিযুক্তের রেফারেন্স মঞ্জুর করে তাদের ফাঁসির আদেশ বহাল রেখেছেন। অবশিষ্ট মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ৫ অভিযুক্তের রেফারেন্স নামঞ্জুর করে তিনি অভিযোগ থেকে তাদের অব্যাহতি দান করেন। বেঞ্চের জুনিয়র বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক সিনিয়র বিচারপতির সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ১৫ জন অভিযুক্তের আপীল খারিজ এবং ডেথ রেফারেন্স মঞ্জুর করেন। বেঞ্চের দুই বিচারপতির মধ্যে রায় প্রদানে বিভক্তি সৃষ্টি হওয়ায় এ ব্যাপারে তৃতীয় বেঞ্চ গঠনের জন্য ফাইল প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চের উভয় বিচারপতি যে ১০ জন অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান, মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশীদ, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শরীফুল হক হালিম, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এএম রাশেদ চৌধুরী, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) একেএম মহিউদ্দীন আহমাদ, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) এসএইচএসবি নূর চৌধুরী, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আব্দুল আযীয পাশা ও ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ। বেঞ্চের সিনিয়র বিচারক যে ৫ জন মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিয়েছেন তারা হ'লেন, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মহিউদ্দীন আহমাদ (আর্টিলারী), ক্যাপ্টেন (অবঃ) কিসমত হাশেম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) নাজমুল হোসেন আনছার, মেজর (অবঃ) আহমাদ শরফুল হোসেন এবং রিসালদার মোসলেম উদ্দীন ওরফে মুছলেহ উদ্দীন। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক্ব শেষোক্ত ৫ জন অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন। উল্লেখ্য যে, চলতি বছর ২৮শে জুন থেকে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চে একই সাথে আপীল ও ডেথ রেফারেন্স শুনানি শুরু হয়ে গত ২৮ নভেম্বর তা সমাপ্ত হয়।

বিচারপতি মুহাম্মাদ রূহুল আমীন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক্বকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানি সমাপ্ত হবার ১৫ দিন পর ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিভাগ এ রায় প্রদান করেন।

২০তম বিসিএস-এর ফলাফল কেলেঙ্কারি তদন্তে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ উপেক্ষিত

২০তম বিসিএস-এর ফলাফল কেলেঙ্কারি নিয়ে শুধু সারা দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর দারুণ সমালোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন বিদেশী দাতা সংস্থা এবং ঢাকায় অবস্থিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দূতাবাসেও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) এই ন্যক্কারজনক দলীয়করণের বিষয়ে সমালোচনা হয়েছে। দেশের প্রথম শ্রেণীর সরকারী পদসমূহে মেধাহীন দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগের এই রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় তারা বিস্মিত হয়েছেন। এর ফলে একদিকে সরকারের সুনাম যেমন আন্তর্জাতিকভাবে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পিএসসি'র ভাবমূর্তিও ধুলায় লুটিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, ২০ তম বিসিএস-এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ নিয়ে ভাইবা সম্পন্নের পর কথিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটা পূরণের ব্যাপারে পিএসসি ফলাফল প্রকাশের পূর্বে নিয়মানুযায়ী প্রেসিডেন্টের মতামত চাইলে তিনি মেধাহীন অযোগ্য প্রার্থীদের দিয়ে প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডারে ঐ কোটা সম্পূর্ণ পূরণ না করে এবং মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটা প্রয়োজনে খালি রেখেই (ফলাফলের ভিত্তিতে) সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ফলাফল তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দলীয় আনুগত্য বজায় রাখতে পিএসসি প্রেসিডেন্টের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টার পরামর্শে মেধাহীন অযোগ্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ও ক্যাডারদের প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রহসনমূলক ফলাফল চূড়ান্ত করে। এভাবে ফলাফল প্রকাশের আগে ও পরে দু দু'বারই প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য হয়। এখন তার চূড়ান্ত অনুমোদন বা স্বাক্ষর ছাড়া ঐ বিতর্কিত তালিকা থেকে ২০ তম বিসিএস উত্তীর্ণদের কারও নিয়োগ পাওয়া সম্ভব নয়।

পিএসসির একটি নিরপেক্ষ মহল থেকে জানা গেছে, প্রশাসন ক্যাডারের চূড়ান্ত মেধাতালিকা থেকে প্রথম ১০ জন ও পুলিশ ক্যাডারের প্রথম ৭ জনের নাম ঠিক রেখে বাকী সব ফলাফল ওলোট-পালোট করে পুনরায় তালিকা তৈরী করা হয়।

এবারের বিসিএস-এর ফলাফল তৈরীতে শুধু ছাত্রলীগের রাজনীতিই নয়, আঞ্চলিক এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে মোটা অংকের উৎকোচ প্রদানের ঘটনাও ঘটেছে। ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ হ'লেই সব ফাঁস হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটায় যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে, যথাযথ তদন্ত করলে তাদের বেশীরভাগই ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সন্তান বলে ধরা পড়বে। এদের দাখিল করা সনদও ঠিক না। অনেকে মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে এ ধরনের সনদ যোগাড় করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের পিতা-মাতার কেউ আদৌ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটাটি 'ছাত্রলীগ কোটা' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এর বাইরেও অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি রয়েছে। অযোগ্য প্রার্থী দিয়ে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা' পুরোপুরি পূরণ করা হ'লেও যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও 'জেলা কোটা' এবং 'মহিলা কোটা' সম্পূর্ণ পূরণ করা হয়নি।

আবার মৌখিক পরীক্ষায়ও কোন নিয়ম-নীতি মানা হয়নি। ৪৫% নম্বর পেয়ে কোন রকমে পাস করেছেন এমন দলীয় মেধাহীন প্রার্থীদের মৌক্ষিক পরীক্ষায় পক্ষাপাতিত্ব করে হাস্যকরভাবে ৯০% থেকে ৯৫% পর্যন্ত নম্বর দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যেসব যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতমপক্ষে ৬০%-৭০% নম্বর পেয়েছেন তাদের মৌখিক পরীক্ষায় মাত্র ৪০% বা ৪৫% নম্বর দিয়ে পিছিয়ে দেখা হয়। এই লজ্জাজনক ফলাফল জালিয়াতি স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডারেই হয়েছে সর্বাধিক।

ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত

সাতক্ষীরা যেলার প্রায় চার হাযার পরিবার ঈদুল ফিতরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। এরা নিজ গৃহে ফিরে যেতে পারেনি। অনেক পরিবার এখনো রয়ে গেছে এখানে সেখানে। খাদ্য, বস্ত্র এবং অর্থের অভাবে দিনে একবেলা খাদ্য জুটছে না অনেক পরিবারের।

দীর্ঘদিনের বন্যায় সাতক্ষীরা যেলার প্রায় আট লাখ আদম সন্তান গৃহহীন হয়ে পড়ে। তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে। বন্যার পানি সরে গেলে আশ্রয়হীন পরিবারগুলো স্ব-স্ব বাড়ীতে ফিরে গিয়ে দেখেছে এক অন্য চিত্র। মাটির দেয়ালের বাড়ীর মালিকদের ঘরের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বেসরকারীভাবে ত্রাণ সামগ্রী দেয়ার সাথে সাথে আশ্রয়হীনদের দেয়া হয়েছিল সরকারী ত্রাণ। যে ত্রাণ ছিল চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য।

বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর সরকার ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসে মাত্র দশ কেজি চাল বরাদ্দ করে। আর গৃহ নির্মাণের জন্য দেয় মাত্র এক হাযার টাকা। একটি পরিবারের দশ কেজি চাল কতদিন চলতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর এক হাযার টাকায় গৃহ নির্মাণ করা আদৌ সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। এমতাবস্থায় সাতক্ষীরা যেলার প্রায় চার হাযার পরিবার ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

বানভাসিদের সাথে আলাপ করলে তারা অঝোরে কেঁদে ফেলে। পরিবারের ছেলেমেয়েদের নতুন জামা-কাপড় তো দূরের কথা, পুরাতন কাপড়ও যোগাড় করতে পারেনি। কয়েকজন গৃহবধূ বলেন, ঈদে তাদের ছেলেমেয়েদের সেমাইও রেঁধে দিতে পারেনি। কারণ, সেমাই-চিনি কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। অপরদিকে জ্বালানি কাঠের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বন্যার কারণে শীতের ফসল একেবারেই হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, ত্রাণ বিতরণ বিশেষ করে শাড়ী লুঙ্গি বিতরণে করা হয়েছে দলীয়করণ। কোন কোন গ্রামে শতকরা দশ জন সরকারীভাবে নতুন শাড়ী-লুঙ্গি পেয়েছে।

বিদেশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইসরাঈলের তীব্র নিন্দা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তীনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদ গোলান মালভূমি থেকে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে এবং জেরুযালেম সম্পর্কে ইসরাঈলী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। সাধারণ পরিষদ যে ৬টি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তার মধ্যে ৪টিই ফিলিস্তীন সম্পর্কিত। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলের সঙ্গে জোট বেঁধে এই ৪টি প্রস্তাব এবং গোলান মালভূমি থেকে ইসরাঈলী সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। পূর্ববর্তী বছরের মত ওয়াশিংটন এবারও 'জেরুযালেমে ইসরাঈলের প্রশাসন অবৈধ আর তাই সেটি বাতিল' শীর্ষক ভোট দানে বিরত থাকে। ফিলিস্তীনী প্রতিনিধি নাছের আল-কিদওয়া বলেছেন, ভোটের ফলাফল দেখে বুঝা যায় একমাত্র ইসরাঈলই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। যার অর্থ গোটা বিশ্ব একদিকে আর ইসরাঈল অন্যদিকে। তিনি বলেন, এই প্রস্তাবগুলো ইসরাঈলের প্রতি এই বার্তা বহন করছে যে, তাদের নীতি ও আচরণ অগ্রহণযোগ্য। গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এই সহিংসতায় (৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত) কমপক্ষে ৩শ' ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছে। এদিকে ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ বলেছে, ইসরাঈলী নির্যাতন-নিপীড়ন এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলোই বিশ্বব্যাপী মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে এনেছে

হেগ-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার অচলাবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণতা হ্রাসে মতৈক্যে পৌঁছানোর জন্য আলোচকগণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে দরিদ্র দেশগুলো ও পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, পরিবেশ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রথম সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে। সম্মেলনের বাইরে পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের টাঙানো বিশাল ব্যানারে লেখা ছিল 'আপনারা ব্যর্থ হ'লে আগামী প্রজন্ম আপনাদের ক্ষমা করবে না'। পরিবেশবাদীরা পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

পরিবেশ দূষণ রোধে মার্কিন অনিচ্ছায় দরিদ্র দেশগুলো ও পরিবেশবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের উপর খুবই ক্ষুব্ধ। কারণ যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ দূষণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ১৯৯৭ সালের সম্মেলনে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমনে শিল্পোন্নত দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। গ্রুপগুলো বলেছে, পরিবেশ ধ্বংসের জন্য মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলোই দায়ী। এ দেশগুলো শত বছর ধরে ব্যাপক তেল ও কয়লা ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের প্রতি মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংগঠন ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিএএন) বলেছে, পরিবেশ পরিবর্তনের খেসারত দিতে হচ্ছে কোটি কোটি মানুষকে। পরিবেশের মারাত্মক পরিবর্তনের কারণে তাদের জীবন ও জীবিকা আজ হুমকির মুখে। গত ২৫ নভেম্বর ১২ দিন ব্যাপী এই হেগ সম্মেলন শেষ হয়।

বিশ্বে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা ৮২ কোটি ৬০ লাখ!

বিশ্বে বর্তমানে ৮২ কোটি ৬০ লাখ ক্ষুধার্ত লোক রয়েছে। এই সংখ্যা হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ ভাগ। বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা সংক্রান্ত এক রিপোর্টে এ কথা বলা হয়। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক জ্যাকস দিওফ গত ৮ই ডিসেম্বর চিলিতে বলেন যে, ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা যদি অর্ধেক কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হয়, তাহ'লে সরকার ও বহুমুখী সংস্থাগুলোর অধিকতর রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে। চিলির প্রেসিডেন্ট রিকার্ডো লাগোস, কৃষিমন্ত্রী ডেইম ক্যাম্পোস এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের পর গত ৮ই ডিসেম্বর চিলিতে তার দু'দিনের সরকারী সফর শেষ করেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ বৈঠকঃ ৫ বছর পর' শীর্ষক এই সমাবেশ ক্ষুধার বিরুদ্ধে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত জোরদার করার এক সুযোগ সৃষ্টি করবে। ফাওয়ের আগামী সম্মেলনের সময় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, সবচেয়ে বেশী ক্ষুধার্ত লোক দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে।

ভারত ও শ্রীলংকায় মারাত্মক মানবাধিকার লংঘন

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে কাশ্মীরে মারাত্মক মানবাধিকার লংঘন এবং ভারতের খৃষ্টান ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছে। এছাড়া তারা শ্রীলংকায় শত শত বেসামরিক মানুষ নিহত এবং হাযার হাযার মানুষের গৃহহীন হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের কারণে সেখানে মানবাধিকার লংঘনের মারাত্মক সব ঘটনা ঘটছে। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' বলেছে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী নীতির সমর্থক কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপী এবং তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের ঐতিহাসিক অঙ্গীকারকে অবজ্ঞা করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সংখ্যালঘু খৃষ্টান, মুসলিম ও দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে একই ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। এতে চলতি বছরের মধ্যভাগে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ৩৫টি হামলার কথা বলা হয়েছে। এসব সহিংস ঘটনা মূলতঃ ঘটেছে বিজেপী শাসিত গুজরাট ও উত্তর প্রদেশে। রিপোর্টে বলা হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই রাজ্যটিতে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক কাশ্মীরী যুবকদের আটক, তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের লাঞ্ছিত এবং সন্দেহজনক মুজাহিদদের সংক্ষিপ্ত বিচারে ফাঁসি দেয়ার ঘটনা কোন গোপন বিষয় নয়।

বৃটেন ৪১টি দেশের ঋণ মওকুফ করবে!

বিশ্বের ৪১টি দরিদ্রতম দেশের কাছে পাওনা ঋণের অর্থ মওকুফ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বৃটিশ সরকার। সেই সাথে অন্যান্য

ধনী দেশগুলোকেও এ পথ অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে লন্ডনে জুবিলি ২০০০ আয়োজিত এক সমাবেশে চ্যান্সেলর গর্ডন ব্রাউন বলেন, ৪১টি দরিদ্র দেশের কাছে বৃটেনের পাওনা ঋণ এখন থেকে বন্ধ রাখা হবে অথবা একটি ট্রাস্ট গঠন করে সেখানে রাখা হবে, যাতে ঐসব দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের তহবিল যোগান দেয়া যায়। ব্রাউন বলেন, দারিদ্র্যকে আকস্মিকভাবে মহান বলা হ'লেও জীবনের চাহিদা অনেক। আমরা কেউ দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণ দিয়ে লাভবান হওয়ার সুযোগ নিতে পারি না। তৃতীয় বিশ্বের ঋণ মওকুফের নির্ধারিত সময়সীমার কয়েক সপ্তাহ আগে জুবিলি ২০০০ এ সমাবেশের আয়োজন করে। অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য দেশগুলোর ঋণ মওকুফের দাবী নিয়ে ১৯৯৬ সালে জুবিলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত বছর জার্মানের কোলন শীর্ষ সম্মেলনে ঋণদাতারা একমত হন যে, ৫২টি দরিদ্র দেশের ১০ হাযার কোটি ডলার ঋণ মওকুফ করা হবে। তবে জুবিলি ৩০ হাযার কোটি ডলার ঋণ মওকুফের প্রস্তাব করেছে।

রাশিয়ায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন!

রুশ পার্লামেন্ট সোভিয়েত আমলের জাতীয় সঙ্গীতকে রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের এই প্রস্তাব পার্লামেন্ট অনুমোদন করায় অনেকে এটাকে জাতীয় সমঝোতার পথে একটি সৌজন্যতা বলে প্রশংসা করেন। আবার অনেকে এটাকে কমিউনিষ্ট অতীত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বলে সমালোচনা করেছেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ ডুমা ৩৭৫-৫৩ ভোটে বর্তমান জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করে সোভিয়েত জাতীয় সঙ্গীত পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করে। অবশ্য সোভিয়েত আমলের জাতীয় সঙ্গীতের যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা কমিউনিস্ট নেতা ভ্লাদিমির লেলিনের প্রশংসা করা হয়েছে সেই অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে। এ সঙ্গীত পরিবর্তনে মন্তব্য করতে গিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট মিঃ পুটিন বলেছেন, পুরনো রুশ আমল ও সোভিয়েত আমলের প্রতীক সমূহের সংমিশ্রণ সমাজের তিক্ত বিভেদ অবসানে সাহায্য করবে। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন ও অন্যান্য রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতীক পরিবর্তনের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, এই সঙ্গীত ও প্রতীক কমিউনিস্ট অতীতের প্রতীক।

বাবরী মসজিদ ধ্বংস সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জন্য বাজপেয়ীকে ক্ষমা চাইতে হবে

বাবরী মসজিদ ধ্বংস সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। গত ৬ই ডিসেম্বর বাজপেয়ী এক বক্তব্যে বলেছিলেন, বাবরী মসজিদের স্থলে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা জাতীয়তাবাদী অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং অযোধ্যায় তাদের সে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার এ মন্তব্যে শুধু বিরোধী দল নয়, বিজেপী নেতৃত্বাধীন ভারতের মন্ত্রী সভায় যেসব দল অংশীদার তাদের নেতারাও কড়া সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেসের সংসদ সদস্য গোলাম নবী আযাদ বলেন, সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। সমাজবাদী পার্টির নেতা ভারতের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী মুলায়েম সিং যাদব দাবী করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে তার মন্তব্যের জন্য সংসদে ও সংসদের বাইরে দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের উগ্র হিন্দুরা উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার বাবরী মসজিদটি ধ্বংস করে। এ সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কমপক্ষে ৩০০০ লোক নিহত হয়।

বুশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

নজিরবিহীন বিতর্ক ও আইনী লড়াই শেষে রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশ বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ফ্লোরিডা রাজ্যের বিতর্কিত ভোট হাতে পুনঃগণনার পক্ষে ফ্লোরিডা সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সম্পূর্ণ বাতিল করে মার্কিন ফেডারেল সুপ্রীম কোর্টের ৯ জন বিচারকের মধ্যে ৭-২ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আদালত এ রায় দেয়। সমগ্র আমেরিকা এবং বিশ্বব্যাপী টান টান উত্তেজনা, প্রবল আগ্রহ আর অপেক্ষার মুখে গত ১২ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সময় রাত প্রায় ১০টায় ওয়াশিংটনে অবস্থিত আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত ফেডারেল সুপ্রীম কোর্ট এই রুলিং প্রদান করে। গত ৭ই নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ ৫ সপ্তাহ পর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পুত্র টেক্সাস রাজ্যের গভর্ণর জর্জ ডব্লিউ বুশ ৯৩০-৫৩৭ ভোটের ব্যবধানে ডেমোক্রেট প্রার্থী ক্লিনটন সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট আল-গোরকে পরাজিত করে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এর ফলে দীর্ঘ ৮ বছর পর রিপাবলিকরা আবার হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সুযোগ পেল। ডেমোক্রেট প্রার্থী আল-গোর জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আদালতের এ রায় মেনে নিয়েছেন এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে শরীক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। রায় ঘোষণার কিছুক্ষণ পরই তিনি বুশকে অভিনন্দন জানান। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এ রায়কে স্বাগত জানিয়ে সকলকে এ রায় মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

ধারণা করা হচ্ছে নতুন প্রেসিডেন্ট ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করতে পারেন। বুশ নিজেকে রক্ষণশীল আবার মধ্যপন্থী বলেও দাবী করেছেন। তবে তিনি পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের কোন আভাস দেননি। বুশ আগামী ২০ শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিবেন এবং বিল ক্লিনটনের কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

শিশু অধিকার ও মানবাধিকার!

গত ২০শে নভেম্বর ছিল 'বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস'। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শিশুদের অধিকার ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এই 'শিশু অধিকার সনদ' আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। এই সনদে যে মোট ৫৪টি ধারা আছে সেখানে ১৮ বছরের নীচে সব মানব সন্তানকে শিশু হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুদের রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বের সকল জনসাধারণের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৩ সাল থেকে প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম

সোমবার 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালিত হয়ে আসছে। একই লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর ইউনিসেফ (UNICEF) প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশু অধিকার তথা শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ও তার সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ সুন্দর করে সাজানো আছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের ন্যূনতম সে অধিকার ভুলণ্ঠিত হচ্ছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের নীচে শিশু ধরা হ'লেও খনি আইনে ১৬ বছরের কম বয়স্ক আদম সন্তানদেরকে 'শিশু' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং কঠিন ও ভয়াবহ স্থান খনিতে এই বয়স্ক সন্তানদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। কেবল এই খণ্ডচিত্রই নয় নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বের শিশু অধিকার কোন পর্যায়ে।

বিশ্বে ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকই শিশু। আর অর্ধেক মানুষ আজ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। গত একদশকে বিশ্বে ২০ লাখের বেশী শিশু নিহত এবং ৭০ লাখেরও বেশী আহত ও পিতৃ-মাতৃহারা হয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে ৩০টি সংঘাতপূর্ণ স্থানে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রায় ৩ লাখ শিশু সৈন্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতিসংঘের অবরোধের অর্থাৎ ১৫ বছর আগে ইরাকে প্রতি হাযারে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ৫৬টি আর এখন এই শিশু মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১৩১ থেকে ১৩৪ জনে। বিশ্বে প্রতিদিন নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে ৪০ হাযার শিশু মারা যায়। প্রতিদিন ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায় (ইউনিসেফ)। ৫-১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি শিশু রাতের ঘুম ব্যতীত বাকী সময় পুরোপুরিই কাজে ব্যস্ত থাকে খাদ্যের প্রত্যাশায়। প্রায় ১৩ কোটি শিশু কখনোই স্কুলে যায় না। সাধারণত দারিদ্র্যের কারণেই বছরে ১৩ কোটি শিশু শিক্ষার আলো পায় না। জন্মকালীন ওযন কম হওয়াতে প্রতিদিন পৃথিবীতে ৪০ লাখ শিশু মারা যায়।

এদিকে বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা ৫১.৫ মিলিয়ন। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬.১ মিলিয়ন। বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকের প্রায় ৫৬% ভাসমান। দিনে তিন বেলা খাবার প্রায় ৪৭% শিশু শ্রমিক। ৬১% শিশু শ্রমিক ভগ্ন ও রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ৩৯% স্বাস্থ্যবান (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। আইএলও পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের শিশু শ্রমিকরা প্রায় ৩০০ ধরনেরও বেশী অর্থনৈতিক কাজে শ্রম দিচ্ছে এবং প্রায় ৪৭ ধরনেরও বেশী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন ইলেক্ট্রিশিয়ান ও ওয়েল্ডিং এর কাজ, বেডিং স্টোর, ফোম, সাবান ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় কাজ এবং মাদক দ্রব্য বিক্রি ও বহন ইত্যাদি। আজ সারা বিশ্বে আমরা দেখতে পাই শিশু অধিকারের মারাত্মক লংঘনের চিত্র। সম্প্রতি শিশু অধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে ইসরাঈলী সৈন্যরা। ৮-১০ বছরের ফিলিস্তীনী শিশুদেরকে তারা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে। আজ পর্যবেক্ষক মহলে প্রশ্ন উঠেছে মানব রচিত নামসর্বস্ব এই শিশু মানবাধিকার সনদ নিয়ে? উল্লেখ্য, প্রায় ১৪শ' বছর পূর্বে ইসলামে শিশুদের মানবাধিকার রক্ষার কথা ঘোষিত হয়েছে।

মুসলিম জাহান

আচেহ ও ইরিয়ান জায়ায় শরী'আহ আইন জারি করা হবে

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ গোলযোগপূর্ণ আচেহ প্রদেশে শরী'আহ আইন জারি করার ঘোষণা দেবেন বলে সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে। সরকারী আনতারা সংবাদ সংস্থা আচেহ প্রদেশের গভর্ণর আব্দুল্লাহ পুতেহর উদ্ধৃতি দিয়ে এ খবর দিয়েছে। গত ৩রা ডিসেম্বর গভর্ণর জাকার্তায় প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদের সাথে সাক্ষাত করেন। পুতেহ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত প্রদেশের জন্য ব্যাপকভিত্তিক বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসন দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এরই প্রেক্ষিতে সেখানে শরী'আহ আইন প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগামী বছর থেকে তা কার্যকর হবে এবং এর মাধ্যমে স্বাধীনতার দাবী কার্যকর করা হবে। স্বায়ত্তশাসনের বদৌলতে প্রদেশ তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবে। শরী'আহ আইনের প্রচলনের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি দানের ব্যাপারে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং শিরোচ্ছেদ-এর মত ব্যবস্থা নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কঠোর রক্ষণশীলতা এবং ইসলামিক স্থাপনের মত ব্যবস্থাও গৃহীত হ'তে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ আচেহ প্রদেশ এবং ইরিয়ান জায়া দ্বীপবাসীদের স্বাধীনতার অব্যাহত দাবী পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। অন্যথায় তিনি খুব শক্ত হাতে তা দমন করবেন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতিসত্তা থেকে কাউকে আলাদা হ'তে দেবেন না। ইত্যবসরে ওয়াহিদ আচেহ বিদ্রোহীদের ২৪তম স্বাধীনতার দাবী বার্ষিকী পালনের ২ দিন আগে সেখানকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে ১ কোটি ৫ লাখ ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন।

ইরাকীরা সীমাহীন দারিদ্র্যে নিপতিত মানবিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা করুন!

-কফি আনান।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান সাধারণ ইরাকী নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরে বাগদাদ সংক্রান্ত জাতিসংঘ মানবিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গত ১লা ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এক বিপোর্টে বলেন, ইরাকের সাধারণ নাগরিকরা সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করছে এবং এ প্রেক্ষিতে ইরাক সংক্রান্ত জাতিসংঘ মানবিক কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বাধার কারণে এই কার্যক্রম নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন।

কানু রাজ্যে শরী'আহ আইন চালু

নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় সর্ববৃহৎ রাজ্য কানুতে ইসলামী শরী'আহ আইন চালু করা হয়েছে। এ রাজ্যে ইসলামী আইন মতে মাদক, পতিতাবৃত্তি, জুয়ার ব্যবসাসহ অন্যান্য অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। রাজ্যের গভর্ণর রবিও মূসা কাওয়ান কাওয়াসো এক আবেদনে রাজ্যের নাগরিকদের প্রতি আইন মান্য করে চলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এদিকে খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন থেকে বলা হয়েছে, এই আইন কার্যকর হ'লে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ও এর কবলে পড়বে। নাইজেরিয়ার মানবাধিকার সংস্থাও এ আইন প্রচলনের বিরোধিতা করেছে।

উল্লেখ্য, কানু শহরটি নাইজেরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক

কেন্দ্র। রাগোমোর পরেই এর স্থান। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি লাগোসের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

আফগানিস্তানের জন্য ২৩ কোটি ডলার সাহায্য দিতে জাতিসংঘের আহ্বান

জাতিসংঘ এ বছর আফগানিস্তানের জন্য ২২ কোটি ৯০ লাখ ডলার সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। ২১ বছরের অব্যাহত যুদ্ধ, ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরা দেশটির অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভকারী দেশগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানের স্থান ছিল তৃতীয়।

রামাযান মাসে দরিদ্রদের জন্য সাদ্দাম হোসাইন-এর প্রাসাদ উন্মুক্ত

পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন আবারও তার প্রাসাদগুলো দরিদ্রদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য ইফতার ও নৈশভোজের আয়োজন করেন। রামাযান শুরুর পর থেকেই এই ইফতারের আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীরা শতশত দরিদ্র ছিয়াম পালনকারীকে এসব প্রাসাদে স্বাগত জানান। তাদের জন্য যে খাবারের আয়োজন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ভাত, স্যুপ, গোশত ইত্যাদি। খাবার পর মিষ্টি, ফলমূল ও চায়ের ব্যবস্থাও করা হয়।

নওয়াজ শরীফ সঊদী আরবে নির্বাসিত

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ অবশেষে নির্বাসনে সঊদী আরব রয়েছেন। পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ গত ১০শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি বিমানে করে জেদ্দা পৌঁছেন। ছিনতাই ও সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ও বিদেশে তার চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে- যুক্তি দেখাবার পর পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাকে ক্ষমা করেন। এক সংক্ষিপ্ত সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, নওয়াজ শরীফ ও তাঁর পরিবারকে সঊদী আরবে প্রবাস জীবনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের জনগণ ও দেশের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, সামরিক নেতা জেনারেল পারভেজ মুশাররফের সাথে সম্মত শর্ত অনুযায়ী নওয়াজ শরীফকে যাবজ্জীবন সহ আর কোন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে না। তবে তার ৫০ কোটি রূপির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং দশ বছর প্রবাস জীবন কাটাতে হবে ও একুশ বছর রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, দেশের প্রধান নির্বাহী জেনারেল মুশাররফের পরামর্শক্রমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দেশের আইন বলে নওয়াজ শরীফের অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করে দিয়েছেন। তবে বাকী সাজা বহাল থাকবে। এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে গত ৯ই ডিসেম্বর রাতে এক ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, জনাব শরীফের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়কেও তারা প্রত্যাহার করেছে।

উল্লেখ্য, জনাব শরীফের এই রাজনৈতিক নির্বাসনের পিছনে সঊদী আরবই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সঊদী প্রিন্স আব্দুল্লাহ ওয়াশিংটনে সঊদী রাষ্ট্রদূত এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জনাব শরীফ সঊদী আরব পৌঁছে বলেন, তিনি রাজনীতি থেকে বাইরে থাকবেন। জনাব শরীফ উমরাহ পালনের পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হবেন। তিনি বর্তমানে হৃদরোগে ভুগছেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভবিষ্যতের অদ্ভুত বাসগৃহ

জাপানের মাতসুসিতা ইলেকট্রিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানী এমন একটি ইলেকট্রনিক্স বাসগৃহের নকশা প্রণয়ন করেছে, যাতে সুইচে হাত না দিয়ে যাবতীয় কাজ করা যাবে। এই বাসগৃহ কেবল বাসস্থানই হবেনা, এটা বিভিন্নভাবে রক্ষা করবে, নিরাপত্তা দেবে, কর্মকাণ্ডকে সুসংঠিত করবে, আহার দেবে, সুস্থ রাখবে। এই বাড়ীটির নাম দেয়া হয়েছে 'হোম ইনফেরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার'। ১১০ বর্গমিটারের তৈরী ইলেকট্রনিক্স বাসগৃহটির মধ্যে বেড় রুম, স্টাডি রুম, লিভিং রুম, বাথরুম ও কিচেন রুম সবই আছে। এই বাসগৃহের প্রতিটি জিনিষকে একটি কম্পিউটার সার্ভারের মাধ্যমের সাথে যুক্ত করা থাকবে।

এই বাসস্থানের স্টাডি রুমে একটি সাধারণ কম্পিউটারের মত দেখতে একটি কম্পিউটার রয়েছে। এটি থাকবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারের মাধ্যমে গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ করা যাবে, পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন রুটিন সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা যাবে। এর মাধ্যমে ফ্রন্ট ডোর ক্যামেরাটি ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে জানা যাবে দরজায় কে বেল টিপছে?

অসুস্থ হ'লে কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স নার্সকে ডাকলে কম্পিউটার রোগীর ব্লাডপ্রেসার ও অন্যান্য মৌলিক পরীক্ষা সম্পাদন করবে এবং পরীক্ষার সকল ডাটা সাথে সাথে রোগীর মনোনীত হাসপাতালে অথবা চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে দিবে। যদি রোগী সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়, তাহ'লে ঘরের ভেতরে বিডি-এর মাধ্যমে চিকিৎসক তার চেম্বারে বসেই প্রেরিত তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা করার সময় রোগীকে দেখতে পারবে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকলে চিকিৎসক রোগীকে বলবে এবং মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটার চিকিৎসকের এসব পরামর্শ ও নির্দেশনাবলী রোগীকে জানিয়ে দেবে।

যে চশমা স্মৃতি জাগাবে

আমাদের মধ্যে যাদের জন্য চোখে চশমা পরা যরূরী তাদের সুবাদেই বলতে হয়, কেমন হয় যদি আপনার চশমাটি দেখার কাজে সাহায্য করা ছাড়াও স্মৃতির দুয়ারে নাড়া দিয়ে ভুলে যাওয়া কোন কিছুকে স্মরণ করিয়ে দেয়? হ্যাঁ, এমনটি বিবেচনায় এনেই তৈরী প্রক্রিয়া চলছে 'মোমির গ্লাস' বা স্মৃতি জাগানিয়া চশমা'র। এর ফ্রেমটা হবে এমন যা আপনার স্মৃতিকে সজাগ রাখতে সাহায্য করবে। আপনি মুদি দোকানে গিয়ে বিস্কুট কিনতে ভুলে যান, বাড়ী ফেরার পথটা ভুলে যান, তখনই ইয়ারপিসের সাহায্যে চশমাটি আপনাকে বলে দিবে যে, 'আপনি বিস্কুট কিনতে ভুলে গেছেন' অথবা 'বাড়ী যেতে হ'লে বাঁ দিকের পথ ধরুন'।

বয়স বেশী হ'লে অনেকে অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন না। তাদের কথা বিবেচনা করে নিউইয়র্কের 'সেন্টার ফর ফিউচার

হেলথ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়াররা এ জাতীয় ছোটখাটো যন্ত্র উদ্ভাবনে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। তবে এর জন্য কিছুটা সময় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে।

পাকিস্তানে ডাইনোসরের প্রথম জীবাশ্ম আবিষ্কার

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে এই প্রথমবারের মত ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। গত ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপে একজন মুখপাত্র গযনফর আব্বাস জানান, ধারণা করা হচ্ছে ডাইনোসরের এসব জীবাশ্ম প্রায় ৬ কোটি ৫০ লাখ বছর থেকে ৭ কোটি ২০ লাখ বছর আগের। পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপের একদল বিশেষজ্ঞ বারখান জেলায় এসব ডাইনোসরের জীবাশ্ম দেখতে পান।

অদ্ভুত নাপিত মাছ

মাছটির নাম হচ্ছে 'বারবার ফিশ'। থাকে সমুদ্রের পানিতে। এই নাপিত মাছ সমুদ্রের সমস্ত মাছের বন্ধু। অন্য সকল মাছেরই শরীরে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী থাকে। এই পরজীবী শরীরে বেশী হয়ে গেলে শরীর যখন অপরিস্কার হয়ে যায় তখনি সে ছুটে যায় নাপিত মাছের কাছে। নাপিত মাছও সে তেল চেটে খেয়ে তাকে পরিস্কার করে দেয়। এজন্যই নাপিত মাছ অন্য সব মাছের বন্ধু।

ক্লোন করা মুরগীর ডিম থেকে ক্যান্সারের ওষুধ তৈরী

এডিনবরার বিজ্ঞানী যারা ১৯৯৭ সালে ক্লোনের মাধ্যমে মাদী ভেড়ির বাচ্চা ডলীর উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তারাই এবার এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে রূপান্তরিত মুরগীর ছানা উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছেন। এ মুরগীর ছানার ডিম ক্যান্সার নির্মূলের ওষুধের অন্যতম উৎপাদন সম্পৃক্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দি মেইল পত্রিকা গত ৩রা ডিসেম্বর এ খবর দিয়েছে। এডিনবারের বোসলিন ইনিষ্টিটিউটের গবেষকগণ জিএম গোষ্ঠীভুক্ত এক মুরগী থেকে ব্রিটনী নামের মুরগীর ছানা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

রূপান্তরিত মুরগীর সাদা বর্ণের ডিমে এমন ধরণের প্রোটিন রয়েছে যা ক্যান্সার নির্মূলের ওষুধের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজে আসবে এবং এ ওষুধ শরীরে কৃকঅর্বদ ডিম্বাকোষের ও স্তনের ক্যান্সার নিরাময়ে সহায়ক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বায়োটেক কোম্পানী তিরাজেন ইনকর্পোরেশন ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলন করেছে। উল্লেখিত কোম্পানীর সহযোগিতায় উপযুক্ত ইনিষ্টিটিউটের গবেষকগণ গত ২ বছর যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে কথিত মুরগীর ছানা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। উৎপাদিত এ ধরনের মুরগী থেকে বছরে ২৫০টি ডিম পাওয়া যাবে। প্রতিটি ডিম থেকে ১শ' এমজি (০.০০৩৫ আউন্স) অথবা তারও বেশী প্রোটিন পাওয়া যাবে বলে পত্রিকা জানিয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

ফিলিস্তীনী মুসলমানদের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে মিছিল ও পথ সভা

গত ২৭শে নভেম্বর সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপর ইসরাঈলী দখলদার বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ এবং মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ মাঠ হ'তে এক মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে কোর্ট চত্বরে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের। পথসভা পরিচালনা করেন যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বক্তাগণ সন্ত্রাসী ইসরাঈলের নগ্ন হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং ফিলিস্তীনী মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁরা মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ, বেহায়াপনা, মদ, জুয়া, লটারী, নগ্ন পোষ্টার, ছবি প্রদর্শন ও ও হোটেল সমূহ দিনের বেলায় বন্ধ রাখার দাবী জানান। পথসভা শেষে যেলা প্রশাসকের নিকট সংগঠনের পক্ষ হ'তে উপরোক্ত দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

তাবলীগী সভা

গত ৭ই ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার অন্তর্গত কামারখন্দ থানার ইসলামপুর (বড় কুড়া) শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জামতৈল সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক জনাব আলমগীর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মতীন প্রমুখ।

'দা'ওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ বলেন, মুমিনের জন্য শুধু ঈমান ও আমলই যথেষ্ট নয়, বরং সাথে সাথে দা'ওয়াত ও ছবরের গুণ অর্জন করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে সমাজের সর্বস্তরে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানান।

তা'লীমী বৈঠক

২৮ শে নভেম্বরঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন মারকাযের হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয জনাব লুৎফর রহমান।

৫ই ডিসেম্বরঃ অদ্য রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'মাহে রামাযানে ছায়েমের করণীয় ও বর্জনীয়' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র উপাধ্যক্ষ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান। বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত, তাজবীদ ও দো'আ শিক্ষা দেন হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

মাওলানা সাঈদুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছায়েমকে খানাপিনা পরিত্যাগ করতঃ শরীয়ত বিগর্হিত কর্মসমূহ পরিত্যাগ করতে হবে। সাথে সাথে শরীয়ত নির্দেশিত কর্তব্যগুলো সম্পাদন করতে হবে। তবেই ছিয়াম সাধনা সার্থক হবে।

১২ই ডিসেম্বরঃ অদ্য মঙ্গলবার বাদ আছর নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'রামাযানের শিক্ষা' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন শায়খ সাঈদুর রহমান। অতঃপর দো'আ শিক্ষা দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দেন হাফেয লুৎফর রহমান।

প্রশিক্ষণ

বক্তা, দাঈ ও ইমাম প্রশিক্ষণঃ

গত ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর রোজ শনি ও রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী বক্তা, দাঈ ও ইমাম প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে দেশের ১২টি সাংগঠনিক যেলা হ'তে বাছাইকৃত ১৯ জন বক্তা, দাঈ ও ইমাম অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' 'জাতীয়তাবাদ' 'দা'ওয়াতকে প্রভাবশীল করার উপায়' ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। দরসে কুরআন পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দরসে হাদীছ পেশ করেন তাবলীগ সম্পাদক শায়খ শিহাবুদ্দীন সুন্নী। 'দাঈ'র দায়িত্ব ও গুণাবলী' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও বিশুদ্ধ ক্বিরাআত প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান।

দু'দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বক্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বক্তৃতা প্রতিভা আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নে'মত। এর মাধ্যমে সমাজকে সহজে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অতএব আল্লাহ প্রদত্ত এই অমূল্য নে'মতকে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করুন। আসুন! আমরা এই মহান শিল্পকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে যথাযথভাবে কাজে লাগাই।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁঃ

নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর ২০০ দু'দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ জনাব ক্যাপ্টেন (অবঃ) আতাউর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলী।

সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ৫টি অর্জনীয় গুণাবলী ও ৫টি বর্জনীয় দোষাবলী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। তিনি পবিত্র মাহে রামাযানে বিশেষভাবে তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় দাঈ জনাব আতাউর রহমান তাওহীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মুসলিম ঐক্যের ভিত্তির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি চকসিদ্ধেশ্বরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য, আল্লাহ্র রাস্তায় দান, তা'লীমী বৈঠক, সাংগঠনিক রিপোর্ট ও কর্মীদের গুণাবলীর উপর প্রশিক্ষণ দেন। তিনি পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলী 'জামা'আতী যিন্দেগী'র উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান কায়েমের আন্দোলনে শরীক হৌন

-আমীরে জামা'আত

গত ২৩শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার পুরানো ঢাকার মোগলটুলী এলাকাবাসীর উদ্যোগে বাৎসরিক ওয়ায মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ডাঃ আবু যায়েদ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার সমূহ জেঁকে বসেছে। তিনি এসব থেকে ফিরে এসে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোবারক আলী খত্বীব, পুরানা মোগলটুলী জামে মসজিদ; মাওলানা এহসানুল্লাহ খতীব, বংশাল পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ; হাফেয আবু সাঈদ খত্বীব, মালিটোলা জামে মসজিদ; মাওলানা আব্দুল মান্নান খত্বীব, বংশাল রোড জামে মসজিদ; হাফেয মাওলানা ইসমাঈল সাবেক খত্বীব, পুরানা মোগলটুলী জামে মসজিদ প্রমুখ। সভায় ইসলামী জাগরণী পেশ করেন সোনামণি সদস্য আব্দুল্লাহ বিন আযীমুদ্দীন।

রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে মিছিল

(ক) কলারোয়াঃ গত ২৫শে নভেম্বর কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স হ'তে একটি মিছিল কলারোয়া উপযেলা শহর প্রদক্ষিণ করে এবং চৌরাস্তা মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক

জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ কামারুযযামান ও কলারোয়া এলাকা সভাপতি জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ বনী আমীন। পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি আনোয়ার এলাহী ও মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান প্রমুখ।

(খ) সাতক্ষীরাঃ ২৬শে নভেম্বর রবিবার বাদ যোহর পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ হ'তে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সদর এলাকার উদ্যোগে যেলা সভাপতি আনোয়ার এলাহীর নেতৃত্বে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে সাতক্ষীরা শহরে একটি ধর্মীয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সাতক্ষীরা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে 'তুফান কোম্পানী মোড়ে' এক পথসভায় মিলিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র খুলনা অঞ্চলের সহকারী দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান এবং যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস,এম, আযীযুল্লাহ।

মাহে রামাযান উপলক্ষে যুবসংঘের দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপ্ত

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। গত ১১ই ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন যেলার বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৩৫টি সাংগঠনিক যেলাকে ৮টি জোনে ভাগ করে প্রতি জোনে দুইদিন করে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। জোনগুলি হ'ল- রাজশাহী, লালমণিরহাট, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, জামালপুর, মেহেরপুর, দিনাজপুর (পশ্চিম) ও গাইবান্ধা (পূর্ব)। প্রশিক্ষণে আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? সংগঠন পরিচিতি, সমাজ বিপ্লবের ধারা, আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন, জামা'আতী যিন্দেগী প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এএসএম আযীযুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল গফূর, অর্থ সম্পাদক শাহীদুযযামান ফারূক, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এবং প্রতি প্রশিক্ষণ শেষে সুধী সমাবেশ করা হয়।

সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল

গত ১৯শে ডিসেম্বর মোতাবেক ২২শে রামাযান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'রামাযানের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ ও আলিম ১ম বর্ষের ছাত্র মুযাফফর হোসাইন প্রমুখ। ইফতার মাহফিলে রাজশাহী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ পার্শ্ববর্তী মসজিদ সমূহের মুছল্লীগণ যোগদান করেন। সমাপনী ভাষণে শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উপস্থিত সুধীবৃন্দকে এই পবিত্র মাসে দানের হাত সম্প্রসারণের আবেদন জানান এবং স্ব স্ব যাকাতের একটি বিশেষ অংশ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীকে প্রদানের জোর আবেদন জানান। মাগরিবের ছালাত শেষে তিনি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বিশেষ বৈঠকেও মিলিত হন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনী বিধান প্রতিষ্ঠা করুন

-আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে গত ১৬ই ডিসেম্বর মোতাবেক ১৯শে রামাযান ঢাকার তোপখানাস্থ আল-হাবীব কমিউনিটি সেন্টারে 'ছিয়ামের তাৎপর্য ও শিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নুযূলে কুরআনের এই পবিত্র মাসে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে, জীবনের সর্বস্তরে আমরা কুরআনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হব এবং সর্বক্ষেত্রে কুরআনী বিধান প্রতিষ্ঠা করব। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই জিহাদী কাফেলাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' বাংলাদেশ অফিসের ডাইরেক্টর আবু আবদিল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ (জর্ডন), হাইয়াতুল ইগাছা-র মুদীর জনাব রহমাতুল্লাহ নাযীর খান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এস,এ,এম হাবীবুর রহমান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' এর ডাইরেক্টর শায়খ আবু আবদিল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ বলেন, আমরা সর্বাধিক বরকতময় দিনগুলি অতিবাহিত করছি। পবিত্র রামাযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। এই মাসের ছিয়াম আল্লাহপাক ফরয করেছেন মানুষের অভ্যাসকে দমন ও নফসে আম্মারাহকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য। আর তা দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য ধারণ ব্যতীত সম্ভব নয়। রূহানী প্রশিক্ষণ ও নফসের পরিশুদ্ধির জন্য ছিয়ামের আগমন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এ ছিয়াম থেকে আমরা লাভবান হচ্ছি না। আমাদের উচিৎ ছিল অধিক ইবাদত, যিকর-আযকার ও কুরআন তেলাওয়াত করা। কিন্তু অনেক লোককে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। পরনিন্দা থেকে তাদের জিহ্বা বিরত থাকে না। তিনি বলেন, রামাযান মাস আসলে আমরা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ঘর ভর্তি করে ফেলি। মনে হয় অধিক খাবারের জন্যই এ মাসের আগমন। তিনি বলেন, রামাযান মাস প্রত্যেক মুসলমানের বিগত বছরের আমলের হিসাব পর্যালোচনার মাস। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত বিগত বছরের ডায়েরী উল্টিয়ে কৃত পাপ সমূহের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট তওবা-এস্তেগফার করা।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন ও ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ বিন আযীমুদ্দীন। মাহফিলে মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঁচ শতাধিক সুধী যোগদান করেন।

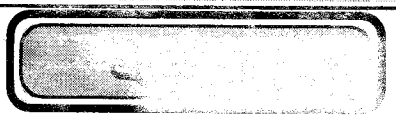

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১০৬)ঃ গান-বাজনা, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের হুকুম কি?

- মামূন
গোড়দহ, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামী গান, জিহাদের দামামা ও দফ ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গান-বাজনা, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা ও এ জাতীয় সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম। এসব গান-বাজনা মানুষকে ছালাত ও আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে ও বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা গান-বাজনা ও খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লোক্বমান ৬)*। রাসূল (ছাঃ) সবধরণের বাদ্যযন্ত্রকে ক্বিয়ামতের আলামত বলেছেন *(বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/১০৭)ঃ আমাদের দেশে অনেক মসজিদে সকাল-সন্ধ্যায় এবং বিভিন্ন জালসায় ইমাম ও বক্তাগণ কুরআনের কিছু আয়াত ও তাসবীহ পাঠ করেন এবং সাথে সাথে মুক্তাদী ও শ্রোতাদেরকেও পাঠ করতে বলেন। এরূপ আমল কি জায়েয?

- মাহবূব
পলাশী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যা ও বিভিন্ন সময়ে নিজে নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাসবীহ-তাহলীল করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৩, ২৪, ২৫)। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণও নিজে নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাসবীহ-তাহলীল করতেন (তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৮৯, ৯০ সনদ ছহীহ)। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কিংবা কোন ছাহাবী থেকে প্রশ্নোল্লেখিত আমল প্রমাণিত নেই যে, একজন আগে আগে পড়েছেন এবং অন্যরা তার সাথে সাথে অনুসরণ করেছেন। তা'লীমের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)। এতদ্ব্যতীত তাসবীহ-তাহলীল চুপে চুপে করার জন্য কুরআনের একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ এসেছে (আ'রাফ ৫৫, ২০৫; মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/২৩০৩, দো'আ অধ্যায়, তাসবীহ, তাহলীল...ও তাকবীরের ছাওয়াব অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৩/১০৮)ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তার বক্তব্য শেষে উল্লাস প্রকাশের জন্য হাততালি দেওয়া হয়। এ আমল জায়েয কি?

-বেলালুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মক্কার কাফেরগণ হাততালি ও বাঁশি বাজানোর মাধ্যমে তাদের ছালাত আদায় করত *(আনফাল ৩৫)*। কাজেই হাততালির মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করা জায়েয নয়। তবে খুশী বা উল্লাসের সময় তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৪/১০৯)ঃ যে সব ছেলে-মেয়ের ইবাদতের পূর্ণ বয়স হয়নি, তাদের ইবাদতের নেকী পিতা-মাতা পাবে কি?

-হারেছ
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সব ছেলে-মেয়ের উপর ইবাদত ফরয হয়নি, তাদেরকে পিতা-মাতা ইবাদত করালে তার নেকী তাদেরকে ও তাদের পিতা-মাতাকে প্রদান করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১০)*। তাছাড়া যে কেউ কোন ব্যক্তিকে কল্যাণকর কাজের কথা বললে সে তার সমপরিমাণ নেকী পাবে *(মুসলিম, 'বুলূগুল মারাম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/১৫৮, কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/১১০)ঃ কতিপয় আলেমের মুখে শুনা যায় যে, আল্লাহ্র যিকর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম। তারা প্রমাণে কুরআনের আয়াতও পেশ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য কি সঠিক?

-আমীনুদ্দীন
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*। পক্ষান্তরে প্রচলিত যিকর হচ্ছে নিজেদের রচিত শব্দ মালার বিদ'আতী আমল মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই সর্বাধিক বড় যিকর বলেছেন *(আনকাবূত ৪৫)*। কেননা পুরো ছালাতই মূলতঃ যিকর, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদত সঠিক হবে না' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড 'ছালাত' অধ্যায়)*। কাজেই সাধারণ যিকরকে ফরয ছালাতের যিকরের চেয়ে উত্তম মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আক্বীদা।

প্রশ্ন (৬/১১১)ঃ টেলিভিশনের সামনে বসে দ্বীনী আলোচনা শুনা জায়েয কি?

-খালেদা ইয়াসমীন
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ টেলিভিশনের সামনে বসে কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনী আলোচনা, সংবাদ ইত্যাদি শুনা যায়। তবে অশ্লীল গান-বাজনা ও ছবি দেখাসহ আক্বীদা বিধ্বংসী বক্তব্য শোনা ও দেখা নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথা ও কর্মকে হারাম করেছেন *(আ'রাফ ৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশ্লীল কথা ও কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪ 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/১১২)ঃ পরীক্ষায় নকল করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নকল করে পরীক্ষা দেওয়া জায়েয নয়। কেননা কোন বিষয় না জেনে বা শিক্ষা গ্রহণ না করে পরীক্ষায় নকল করতঃ নিজের শিক্ষা ও জানার পরিচয় দেওয়া মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০ 'ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়)*। অন্যত্র তিনি বলেন, মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। যারা পরীক্ষায় নকল করে তারা আমানতের খেয়ানত করে। আমানতের খিয়ানত মুনাফিকের তিনটি আলামতের অন্যতম (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫ 'ঈমান' অধ্যায় 'কাবীরা গোনাহ সমূহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)। আর মুনাফিকের শেষ পরিণাত জাহান্নাম *(নিসা ১৪৫)*। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করা হ'তে বিরত থাকা একান্তভাবে যরূরী।

প্রশ্ন (৮/১১৩)ঃ শরীরের লোম পরিষ্কার করা যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) যে সব লোম কাটতে নিষেধ করেননি এবং যে সব লোম কাটলে নারীদের সাদৃশ্য হবে না, সে সব লোম ইচ্ছা করলে কাটা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কিছু ফরয করেছেন, তোমরা তা নষ্ট কর না। কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা লংঘন কর না। আর কিছু বস্তু হারাম করেছেন, তোমরা তা হালাল কর না। আর রহমত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কিছু ব্যাপারে নীরব থেকেছেন *(দারাকুৎনী, হাইয়াতু কেবারিল উলামা ২য় খণ্ড, ৯৩২ পৃঃ)*।

যেমন বলা হয়েছে যে, গোঁফ কেটে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬০ 'সুন্নাহকে সৌন্দর্য করণ' অধ্যায়)। মাথার চুল কেটে ফেলা যায় (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩)। গুপ্তাঙ্গের লোম কেটে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)। বগলের লোম তুলে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৫)। দাড়ি ছাড়তে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)। চোখের ভ্রূ কেটে ও তুলে চিকন করা যাবে না (ছহীহ নাসাঈ হা/৫১১৪ ঐ অধ্যায়)। এছাড়া শরীরের বাকী লোমের ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। কাজেই বাকী স্থানের লোম কাটা ইচ্ছাধীন বিষয়। (বিস্তারিত দেখুনঃ হাইয়াতু কেবারিল উলামা ২য় খণ্ড, ৯৩২ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৯/১১৪)ঃ সুর করে বক্তব্য পেশ করা যাবে কি?

-আনীসুর রহমান
২২৬/ঘ সেলিম হল
বিআইটি, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বাভাবিক সুন্দর সুরে বক্তৃতা করা যাবে। তবে অহেতুক সুর করে বক্তৃতা করলে বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া কম হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এটি ভাণ করার শামিল। বক্তব্যের নিয়ম হচ্ছে কথা জোরে হওয়া এবং প্রয়োজনে একটি কথা তিনবার বলা। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর দু'চোখ লাল হ'য়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হ'ত এবং ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সৈন্যদলকে সতর্ক করছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭ খুৎবা ও ছালাত অনুচ্ছেদ)। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন কথা বলতেন বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনবার বলতেন' (বুখারী, মিশকাত, হা/২০৮)। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন সুর ও সুন্দর করে তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯২-৯৩ 'কুরআন তেলাওয়াতের আদব' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (১০/১১৫)ঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা করা যায় কি?

-ছদরুল ইসলাম
মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যা একটা কাবীরা গোনাহ। যার পরিণতি ভয়াবহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে সে সর্বদা জাহান্নামে এরূপ করতে থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে তার হাতে বিষ থাকবে। সর্বদা জাহান্নামে সে বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্রের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে সর্বদা ঐ অস্ত্র তার পেটে ঢুকাতে থাকবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৬৪ জানাযেয অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) এমন ব্যক্তির জানাযা পড়েননি। আত্মহত্যাকারীর ছালাতে জানাযা মসজিদের ইমাম বা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি পড়াবেন না। সাধারণ কোন ব্যক্তি পড়াবেন। একদা এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তার জানাযা পড়াবো না' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৬৩)*। জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে সতর্ক করার জন্য তার জানাযা পড়াননি (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২৪৬)।

প্রশ্ন (১১/১১৬)ঃ যানবাহন যেমন বাস, বিমান ইত্যাদিতে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-মুস্তফা
আকুবাড়ী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে কোন যানবাহনে সাধ্যপক্ষে ক্বিবলা ঠিক করে দাঁড়িয়ে সম্ভব না হ'লে বসে ছালাত আদায় করবে। ক্বিবলা ঠিক করা সম্ভব না হ'লে যে কোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আমি তোমাদের কোন কাজের আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন কর' (বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/৩১৪)। রাসূল (ছাঃ) গাধার উপর ক্বিবলা ঠিক করে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু পরে অবস্থা এমন হয় যে, ক্বিবলা তার পিছন দিকে হয়ে যায় (ছহীহ নাসাঈ হা/৭৪০ ক্বিবলা অধ্যায়)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র আদেশ সাধ্যপক্ষে মেনে চলতে হবে এবং কারণ বশতঃ ক্বিবলা পরিবর্তন হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (১২/১১৭)ঃ অনেক মাওলানাকে ছালাত আদায় না করার কাফফারা আদায় করতে দেখা যায়। ছালাত

আদায় না করার কাফফারা আছে কি?

-আছগর আলী
আলীপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত আদায় না করার কাফফারা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ছালাত আদায় না করার জন্য তওবা করার কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'অতঃপর তাদের পরে এলো পরবর্তীরা। তারা ছালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। তবে তারা ব্যতীত যারা তওবা করবে, বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নেক আমল করবে' *(মরিয়ম ৫৯-৬০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের কাফফারা একমাত্র ছালাতই, অন্য কিছু নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩ 'শ্রীঘ ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ তওবা করে ছালাত আদায় শুরু করাটাই হ'ল ছালাতের প্রকৃত কাফফারা।

প্রশ্ন (১৩/১১৮)ঃ সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে বিদেশী ষাঁড়ের বীর্য দ্বারা দেশীয় গাভী প্রজনন করা হচ্ছে। এটা কতদূর সঠিক?

-মুক্বছেদ
মধুপুর, বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গবাদী পশু উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন করা যায়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে চলার হুকুম একমাত্র জিন ও ইনসানের উপর অর্পিত হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*, পশুর উপরে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'উহা একমাত্র আল্লাহ্‌র সীমারেখা। তোমরা ঐ সীমা লংঘন কর না। যারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারা যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/১১৯)ঃ গণকের কথা বিশ্বাস করা যাবে কি? উহাতে বিশ্বাসকারীর হুকুম কি? দলীলসহ জানতে চাই।

-মুস্তফা কামাল
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে এটি নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ গণক অনুচ্ছেদ)। অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করলো, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো (আবূদাউদ ২/৫৪৫ পৃঃ সনদ ছহীহ 'গণক ও কুফল' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৫/১২০)ঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে সকল মুসলিম নারীর জন্য পর্দা করা ওয়াজিব নয়, কথাটি কি সঠিক? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী
গড়পাড়া, পলাশ বাজার
নরসিংদী।

উত্তরঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনীন সম্পর্কে নাযিল হ'লেও তা সকল মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া উক্ত সূরার ৩৫ এবং সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে সকল মুসলিম রমণীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হ'য়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলেছেন *(মুসলিম হা/২১২৮)*। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ সমূহের আলোকে সকল মুসলিম নারীর উপর পর্দা করা ফরয। একজন মুসলিম নারীর জীবন পদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে এভাবে যে, নারীর স্বাভাবিক অবস্থানস্থল হ'ল তার গৃহ। প্রয়োজনে বের হ'লে সে বের হবে সৌন্দর্য প্রকাশহীনভাবে এবং পূর্ণ পর্দা সহকারে। অতএব উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৬/১২১)ঃ মজলিসে শূরা-র সদস্যমণ্ডলীর কোন্ গুণটি থাকা সর্বাধিক যরূরী? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাবীবুল্লাহ আনছারী
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শুধু মজলিসে শূরা নয় বরং যে কোন ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে সর্বাধিক যে গুণটি থাকা যরূরী সেটি হ'ল 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে না, তারা নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতে পারে। আর এ ধরনের মানুষের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশী হয়ে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার মত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সমাজের সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল বা পরহেযগার ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা-র সদস্যপদগুলি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আর আল্লাহ্‌র নিকট সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা *(হুজুরাত ১৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১২২)ঃ আমাদের এলাকায় পীর-মুরীদের আখড়া। আমি ভণ্ড পীরদের ঘৃণা করি। কিছু পীর কঠিন বিদ'আতী। তাদেরকে কিভাবে সম্মান করব? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেহদী হাসান
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন বিদ'আতীকে সম্মান করা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

বিদ'আতের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র বাণী। আর সর্বোত্তম পথ হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। শরীয়তে নবাবিষ্কৃত কর্ম সমূহ বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১ ঐ অনুচ্ছেদ, ছহীহ নাসাঈ হা/১৪৮৭, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায় 'খুৎবা কেমন হবে' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (১৮/১২৩)ঃ বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব কিভাবে সম্ভব? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- যুবায়ের
মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ হ'ল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন সভা বা জাতীয় সংসদ। ইসলামী পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট বা আমীর প্রথমে নির্বাচিত হবেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রের এক বা একাধিক শ্রেষ্ঠ মুত্তাক্বী ও যোগ্য আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শ দাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যিনি তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ঈমানদার ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা নিয়োগ করবেন। যারা জাতীয় সংসদে বসে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। তবে তাঁদের পরামর্শ মানতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন না। মোটকথা, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা থাকবেন তাঁর পরামর্শ দাতা ও সহযোগী *(বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক মে' ২০০০, দরসে কুরআনঃ নেতৃত্ব নির্বাচন)*।

প্রশ্ন (১৯/১২৪)ঃ বর্তমানে ক্বিয়ামতের কি কি আলামত প্রকাশ পেয়েছে। ক্বিয়ামত প্রাক্কালের যে ১০টি বড় নিদর্শনের কথা শুনা যায় সেই নিদর্শনগুলি কি? দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সুলায়মান
গ্রাম+পোঃ- কচুয়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বের অনেক ছোট-বড় নিদর্শন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ছোট আলামতের প্রকাশও ঘটেছে। যেমন মিথ্যা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, যেনা-ব্যভিচার ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রসার লাভ ইত্যাদি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭, ৫৪৩৮, ৫৪৩৯) 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ)। কিন্তু ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ১০টি বড় নিদর্শন এখনো প্রকাশ পায়নি। নিদর্শন গুলো হ'ল-

(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (২) দাব্বাতুল আরয বা যমীনের অভ্যন্তর থেকে চতুষ্পদ জন্তুর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) প্রাশ্চাত্যে (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও (১০) ইয়ামন অন্য বর্ণনায় এডেন-এর গর্তসমূহ হ'তে প্রচণ্ড বেগে অগ্নি নির্গত হওয়া। যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনা মতে 'প্রচণ্ড ঝড়' যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪ 'ক্বিয়ামত প্রাক্কালের আলামত সমূহ ও দাজ্জালের আবির্ভাব অনুচ্ছেদ; আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১০৬)।

প্রশ্ন (২০/১২৫)ঃ শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করার বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- সেলিম রেযা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কাজ সমূহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুশরিকদের আচরণ মূর্তি বা বেদী তৈরী করে তাকে সম্মান করা, সেখানে শ্রদ্ধা ভরে দাঁড়িয়ে থাকা, তার কাছে কিছু চাওয়া ও নীবরতা পালন করা, আগুনকে বড় মনে করে তার পূজা করা ইত্যাদি। আর এগুলির আলোকেই উপরোক্ত প্রথাসমূহ মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান যদি উক্ত কাজগুলি করে, তবে সেও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মায়েদা ৫১; আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়, সনদ হাসান)। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তিপূজারী হবে' (আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২১/১২৬)ঃ জানাযার জন্য কয়টি কাতার হওয়া যরূরী? মৃত ব্যক্তির জন্য মাইকে শোক সংবাদ প্রচার করা শরীয়ত সম্মত কি?

- শাহীন আলম
গ্রাম ও পোঃ রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার জন্য তিনটি কাতার যরূরী। একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৬৬১, ৬২, 'জানাযার সঙ্গে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।

শোক সংবাদ নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়ো না। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোক সংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী; নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুল বারীতে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগের লোকেরা করত। তারা মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও

বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত *(নায়ল ৫/৬২ 'শোক সংবাদ প্রচার করা মাকরূহ' অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২০)*।

প্রশ্ন (২২/১২৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যায় কি?

-আব্দুল খালেক
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ যে সব ইনজেকশন শুধুমাত্র ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, সেসব ইনজেকশন ছিয়াম অবস্থায় নেয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০১৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়, বুলূগুল মারাম হা/৬৫০)*। আর যে সব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয় তা জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ আহার থেকে বিরত থাকার নাম। কাজেই রামাযান মাসে খাদ্য হিসাবে প্রয়োগকৃত কোন ইনজেকশন ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজন হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১২৮)ঃ অনেক মানুষকে মসজিদে গিয়ে কুরআন নিয়ে কসম করতে দেখা যায়। আবার অনেককে দেখা যায় মা-বাবার ও চক্ষুর কসম খেতে। এ ধরনের কসম করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-বুরহানুদ্দীন
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারু নামে কসম করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল' (তিরমিযী, মিশকাত, হা/৩৪১৯ ঐ অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১)। অন্তর থেকে কোন মুসলমান এরূপ কসম করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর সে কাফফারা হ'লঃ দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খানা খাওয়ানো, যা নিজ বাড়ীতে সাধারণভাবে খাওয়া হয় অথবা অনুরূপ পোষাক প্রদান করা...। এগুলি সম্ভব না হ'লে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১২৯)ঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা কি শরীয়ত সম্মত? অনেক আলেম রেডিও ও টেলিভিশনে দলীল সহকারে এ ব্যবস্থাকে জায়েয বলছেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রাম ও পোঃ- পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়েয নয়। কারণ সুখ ও দুঃখ দেওয়ার মালিকানা স্রেফ আল্লাহ্র হাতে। সন্তান কম হওয়ার মধ্যে সুখী সংসারের কল্পনা শিরকী আক্বীদা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রূযী দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা কাবীরা গোনাহ' *(ইসরা ৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল 'তোমার সংসারে খাবে, সেই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা...' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯ 'কবীরা গোনাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি জায়েয আছে, যা 'আযল'-এর অন্তর্ভুক্ত। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে অবশ্যই তার মধ্যে তথাকথিত 'সুখী সংসার'-এর আক্বীদা পোষণ করা চলবে না। এক্ষণে রেডিও ও টেলিভিশনে অস্থায়ী পদ্ধতি ছাড়া যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি জায়েয করে, তাহ'লে সে বক্তব্য কুরআন-হাদীছের বিরোধী হবে, যা অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (২৫/১৩০)ঃ কিছু লোককে দেখা যায় মদ খেয়ে বাড়ী এসে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি? স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে ও মারতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-মীযানুর রহমান
কদমচিলিন, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রীর চুপ থাকাই ভাল। কেননা সেসময় স্ত্রী প্রতিবাদ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। তবে স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে তাকে সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবে। স্বামী সঠিক পথে ফিরে আসলে ভাল কথা, নইলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। তবেই সংসারে শান্তি নেমে আসবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' *(নিসা ১৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)*। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে, তখন তুমি তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে মারবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। নিজ বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' (আবূদাঊদ হা/২১৪২; আহমাদ ৪/৪৪৬ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)। তবে স্ত্রী যদি শরীয়ত বিগর্হিত কোন কাজ করে, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে মুখ ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে (আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৬১; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৮৭৯)।

প্রশ্ন (২৬/১৩১)ঃ ব্যাংক থেকে সূদ দূর করার ব্যাপারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কি কোন ভূমিকা রয়েছে?

-আবুল কালাম ফকীর
হাটদামনাশ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশের অর্থনীতিকে সূদমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ **'আল কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি'** প্রতিষ্ঠা। যার মাধ্যমে মানুষ সূদমুক্ত অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় তহবিল সংগৃহীত হ'লে আগামীতে **'আল-কাওছার ইসলামী ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে। এতদ্ব্যতীত দেশ থেকে সূদ উচ্ছেদের জন্য জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেমন বক্তৃতা করা হচ্ছে, তেমনি কর্মীদের মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর **'অর্থনীতির পাতা'য়** নিয়মিত লেখনী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক **তাবলীগী ইজতেমায়** এবং অন্যান্য সাংগঠনিক সম্মেলনগুলিতে সূদভিত্তিক অর্থনীতি বাতিল করার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের সরকারের নিকটে দাবী ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (২৭/১৩২)ঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে প্রকাশিত ২০০০ সালের 'তুহফায়ে রামাযান' উপলক্ষে সাহারী ও ইফতারের সময়সূচীতে ইফতারকালীন যেসব দো'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমলযোগ্য আর কোন্‌টি আমলযোগ্য নয়, না সবকটি আমলযোগ্য সে ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার নই। এমতাবস্থায় আমরা কোন্‌টি আমল করব জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুক্বীত
বড়বাড়িয়া, রাজশাহী কোর্ট
রাজশাহী।

উত্তরঃ ২০০০ সালের তুহ্‌ফায়ে রামাযানে ইফতার কালীন ও ইফতার শেষে যে সব দো'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ছহীহ, কোন্‌টি যঈফ, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। সঠিক ফায়ছালা হচ্ছে, সাধারণ হাদীছের আলোকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার শুরু করবে ও ইফতার শেষে 'যাহাবায যামা'উ ...' দো'আটি পড়বে। কেননা ইফতার কালীন প্রচলিত দো'আ আল্লাহ্-হুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ' *(ইরওয়া ৪/৩৮)*। তবে ইফতারের পরে প্রচলিত দো'আর হাদীছ 'হাসান'।

প্রশ্ন (২৮/১৩৩)ঃ মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণে মসজিদ স্থানান্তরিত করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-গ্রামবাসীর পক্ষে
বেলায়েত আলী সরকার ও
জসীমুদ্দীন মণ্ডল
সাং- জসোড়াই, পোঃ- হাট নারায়ণপুর
উপযেলা- মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। তবে যথাযোগ্য কারণ থাকলে যেমন মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন কিন্তু ব্যবস্থা নেই বা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা নেই কিংবা মসজিদ অনাবাদী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের স্থান বিক্রি করে উক্ত টাকায় অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন এবং পুরাতন মসজিদের স্থানকে যে কোন ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ওমর ফারূক (রাঃ) দামেস্কে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরে মসজিদের বিক্রিত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (মজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৬, ২১৭, ২৬১ পৃঃ; আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহতুহু ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২৯/১৩৪)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বর্ণনা করে বাধিত করবেন।

-মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখাই ভাল। তবে কেউ যদি (শাওয়াল মাসে) মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ রামাযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসে সাধারণভাবে ছয়টি ছিয়াম পালনের কথা হাদীছে এসেছে। সুতরাং যেভাবেই ছিয়াম পালন করুন না কেন শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)। অন্য এক হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূল (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' (বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড ১০৭ পৃঃ)। নেক আমলের ছওয়াব ১০ গুণ হিসাবে একমাস রামাযানের ছিয়ামে ৩০×১০=৩০০ দিন ও শাওয়ালের ৬×১০=৬০ দিন মোট ৩৬০ দিন, যা আরবী মাসে এক বছর হয়।

সুতরাং হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩০/১৩৫)ঃ ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ কোন্ সাল থেকে চালু হয়েছে? উত্তর

দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
মেন্দীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ কতদিন থেকে চালু হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লিখিত ফৎওয়া সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ মিষ্টি বিদ'আতটি বহু পুরাতন, যা অনেকেই না বুঝে আমল করে আসছেন। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি এ আমলকে বিদ'আত বলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২২ খণ্ড, ৫১৯ পৃঃ)*। আর ইবনে তায়মিয়ার জন্ম ৬৬১ হিঃ ও মৃত্যু ৭২৮ হিজরীতে। এথেকে বুঝা যায় যে, এ বিদ'আতী আমলটি বহু পুরাতন।

প্রশ্ন (৩১/১৩৬)ঃ জাতিগতভাবে মুসলমান, কিন্তু ইচ্ছা করেই ছালাত আদায় করে না। শুধু ঈদের ও জুম'আর ছালাত আদায় করে। এমন ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা যাবে কি?

-আফসার আলী
হুসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় তাদেরকে সালাম প্রদান করা সুন্নাত। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা *(মিশকাত হা/৪৬৩০ 'আদাব' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

প্রশ্ন (৩২/১৩৭)ঃ সূরা বাক্বারাহর ২১৬ নং আয়াতটির অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ জানতে চাই।

-আনোয়ার হোসাইন,
ঢাকা।

উত্তরঃ অর্থঃ 'তোমাদের উপর যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, যা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হ'তে পারে তোমাদের কাছে কোন জিনিস অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হ'তে পারে কোন জিনিস তোমরা পসন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র আয়াতে যে যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে তা একমাত্র অমুসলিমদের সাথে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে' *(হজ্জ ৩৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৩৮)ঃ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করা যায় কি? রামাযানের শেষ তিন দিন ই'তিকাফ করার কোন দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মামূনুর রশীদ
গ্রাম- নূরুল্লাহবাদ
পোঃ জোত বাজার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রামাযান মাস ও জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/২১০৬ 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, সনদ হাসান ছহীহ)*। ই'তিকাফের জন্য শুধু তিন দিন মসজিদে অবস্থান যথেষ্ট নয়। সুন্নাত হচ্ছে রামাযান মাসের শেষ ১০ দিন অথবা ২০ দিন অবস্থান করা *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)*। তবে কেউ মানত করে থাকলে মানত অনুযায়ী একদিন বা এক রাত ই'তিকাফ করতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১০১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৩৯)ঃ বদলী হজ্জ করা জায়েয কি? যদি জায়েয হয় তবে কার দ্বারা হজ্জ সম্পন্ন করাতে হবে? সাধারণ লোক দ্বারা, নাকি কোন হাজী দ্বারা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়। বরং তাকে নিজেকেই হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। যাদের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা শরীয়ত সম্মত তারা হ'লেন, হজ্জ -এর মানত করে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন ব্যক্তি, অতি বৃদ্ধ, চির রোগী, এমন মহিলা যার সাথে মুহরেম নেই প্রমুখ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১১-১২, ১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে যাকে পাঠানো হবে তাকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ করতে হবে ও নিজে হাজী হ'তে হবে *(আবূদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৪০)ঃ মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ সংখ্যা ৬/৭৬ নম্বর প্রশ্নোত্তরে সূরা মুমিনূন-এর ৬ নং আয়াতের আলোকে জানতে পারলাম 'যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানকে অন্যত্র ব্যবহার করে তারা সীমালংঘনকারী'। আমার প্রশ্ন- আয়াতে বর্ণিত দাসী বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? বর্তমানে কাজের মেয়েরা কি দাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এন্তাজ আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা মুমিনূন এর ৬ নং আয়াতে বর্ণিত দাসী বলতে ক্রীতদাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মনিবের সহবাস করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ প্রথা চালু থাকলেও বর্তমানে এ প্রথা চালু নেই। এক্ষণে দেশে প্রচলিত কাজের মেয়েরা ক্রীতদাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই কাজের মেয়েকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় প্রকাশিত ২০/৯০ নং প্রশ্নোত্তরে 'উচিৎ নয় বরং জায়েয' বাক্যের স্থলে '... নাজায়েয' পড়তে হবে। অনবধানতা বশত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক